HSC
বাংলা ১ম পত্রের শ্রেষ্ঠ সমাধান

মূলবই + সচিত্র নোট + বোর্ড প্রশ্ন + সাজেশন + মডেল টেষ্ট + ডিজিটাল প্র্যাকটিস + কোর্স — ১এর ভিতর সব

পরি + শ্রম = সাফল্যের মন্ত্র

পড়াশোনায় সাফল্য অর্জনের বৈজ্ঞানিকপদ্ধতি অবলম্বনে বইটি রচিত

১ম কাজ পড়া। এর কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু পড়াটা হতে হবে বোঝার জন্য সহজ, সময় মতো মনে রাখার উপযোগী, মনোযোগ ধরে রাখায় সহায়ক। তাহলেই হবে কার্যকরি অধ্যয়ন। বইটিতে আমরা তাই করেছি।

অধ্যয়ন

শ্রম তো করে গাধাও। তাই শুধু শ্রমে সাফল্য আসে না। সাফল্য আসে পরি + শ্রমে। পরি মানে পরিকল্পনা আর শ্রম মানে অধ্যবসায়। তীব্র প্রতিযোগিতার মঞ্চে কৌশলে কৌশলে অল্প সময়ে আত্মস্থ করতে হবে অধিক পড়া।

অধ্যবসায়

পড়লে পারা যায়, কৌশলে অধিক পড়া যায় কিন্তু অনুশীলন ছাড়া তা ধরে রাখা যায় না। তাই বইটিতে আমরা অনুশীলনকে এমনভাবে সাজিয়েছি যা শিক্ষার্থীকে নিজ থেকেই সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তুলবে।

অনুশীলন

মানবিকিয়ান পাবলিকেশন

অভ্যুত্থান — দীর্ঘ গবেষণা ও অধ্যবসায় রচিত

HSC + Admission বাংলা ২য় পত্র

ইয়াসিন রাকিব

বাংলাবিদ্বান

E-TEST PAPER

বাংলাবিদ্বান

দীর্ঘ গবেষণা ও অধ্যবসায় রচিত

অভ্যুত্থান

HSC ও আলিম
26 & 27
ফুল সিলেবাস

- উচ্চারণ
- বানান
- ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি
- উপসর্গ
- সমাস
- প্রত্যয়
- বাক্যান্তর
- অপপ্রয়োগ শুদ্ধ প্রয়োগ

- পারিভাষিক শব্দ
- অনুবাদ
- দিনলিপি
- অভিজ্ঞতা বর্ণনা
- ভাষণ
- প্রতিবেদন
- বৈদ্যুতিন চিঠি
- আবেদন পত্র
- সারাংশ/সারমর্ম
- ভাবসম্প্রসারণ
- খুদে গল্প
- সংলাপ
- প্রবন্ধ/রচনা

HSC + Admission
বাংলা ২য় পত্র

ব্যাকরণ - ৩০ + নির্মিতি - ৭০

পূর্ণ ১০০ মার্কের সমাধান

বইয়ের সাথে কোর্স

প্রতিটি টপিকের রয়েছে ভিডিও সমাধান ক্লাস

বইয়ের সাথে কোর্সটির অ্যাক্সেস পেতে দেখ ভিতরের পাতায় বিস্তারিত

১এর ভিতর সব

- বেসিক আলোচনা
- বিগত সালের বোর্ড প্রশ্ন
- টাইপ ভিত্তিক মডেল টেষ্ট
- ৫/৫ নিশ্চিতকরণ ফর্মুলা
- অ্যাডমিশন প্রস্তুতি প্রশ্ন
- সাজানো নোট
- ডিজিটাল সাপোর্ট
- প্ল্যানার
- ভিডিও কোর্স
- সাজেশন

ইয়াসিন রাকিব

বইটিতে যা যা পাচ্ছো

বই

- বোর্ড বই
- বেসিক আলোচনা
- সচিত্র নোট
- বোর্ড প্রশ্নোত্তর
- Admission প্রশ্নোত্তর
- নিজেকে যাচাই

কোর্স

- প্রতিটি টপিকের ভিডিও ক্লাস
- লাইভ প্রাকটিস ক্লাস
- স্লাইড নোট
- পিডিএফ নোট
- প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট ও লিংক

ই-টেস্ট পেপার

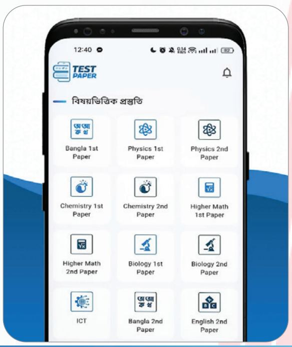

- বিগত ৯ বছরের বোর্ড প্রশ্ন ও সমাধান
- বিগত ৩ বছরের কলেজ প্রশ্ন ও সমাধান
- অধ্যায় ও টপিক ভিত্তিক সাজানো প্রশ্নব্যাংক
- ভুল করা প্রশ্ন, বাছাই করা প্রশ্ন ফোল্ডার
- আনলিটেড প্রাক্টিস
- মার্ক সেট করে যাচাই ইক্সাম
- সাজেশন

নাম: ______________________ রোল: __________

কলেজ: ______________________

ফোন: __________

লেখক	: ইয়াসিন রাকিব
সম্পাদক	: আব্দুস সুবহান
সহকারী সম্পাদক	: মাহদী হাসান
প্রকাশক	: মানবিকিয়ান
স্বত্ব	: প্রকাশক
নোটবিন্যাস	: ইয়াসিন রাকিব
প্রুফরিডিং	: হুসাইন আহমাদ
প্রচ্ছদ এবং ডিজাইন	: খন্দকার প্রিন্ট
মুদ্রণ/প্রিন্ট	: খন্দকার প্রিন্ট

01623-753465

উৎসর্গ

জুলাই অভ্যুত্থানের চেতনায়,
জেন-জি'র জাগ্রত বিবেকে,
ওসমান হাদির অটল অবস্থানে
এবং সকল
আধিপত্যবাদবিরোধী কণ্ঠের
প্রতি এই গ্রন্থ উৎসর্গিত।

চেয়েছি এমন একটি বই আনতে, যেই বইটি হবে HSC শিক্ষার্থীদের জন্য 'বাংলা' বিষয়ের সকল শঙ্কার মুক্তি, সব সমস্যার সমাধান। এক বইয়ের ভেতরেই যেন পেয়ে যায় বাংলায় প্রস্তুতির সকল কিছু। বইটিকে উল্টে পাল্টে দেখলেই বুঝতে পারবে, কতটা ধৈর্য গবেষণায় সাজানো ও গুছানো।

ইয়াসিন রাকিব
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, আইন বিভাগ
শিক্ষক, লেখক, আইনজ্ঞ

প্রাপ্তিস্থান

অনলাইন

- রকমারি.কম
- ওয়াফিলাইফ.কম
- কিতাবঘর.কম

অফলাইন

- নিকটস্থ লাইব্রেরি
- ০১৫৪০-৭১৫৪৪০

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য

পৃষ্ঠা - ৪৫২

- ৪৯০৳ (হার্ডকপি)
- ৮০৳ (পিডিএফ/ইবুক)

বইটি কেন তোমার লাগবেই

বেসিক আলোচনা	বইটিতে বেসিক এত চমৎকার করে আলোচনা করা হয়েছে যা পড়াকে করেছে মজাদার, সাজানো, মনে রাখা ও পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করার উপযোগী।
বিগত বোর্ড প্রশ্ন	বাংলা ২য় পত্র মানেই বোর্ড প্রশ্ন পড়লেই কমন। কিন্ত এত এত প্রশ্ন পড়ে শেষ ও মনে রাখাও যায় না। তাই বইটিতে আমরা সাজিয়েছি Type ভিত্তিক ভাবে। যাতে একটা পড়লে সেই টাইপের সকল প্রশ্ন পড়া হয়ে যায়।
মডেল টেস্ট	গদবাঁধা মডেল প্রশ্ন না। বরং একেকটা সমস্যা ধরে ধরে একেকটা মডেল টেস্ট। প্রতিটি অনুশীলনই একেকটা সমস্যা সমাধান করে এগিয়ে যাচ্ছো কাঙ্খিত সাফল্যের দিকে।
৫/৫ নিশ্চিতকরণ	ব্যাকরণ প্রতিটি টপিকে ৫/৫ তথা ৩০/৩০ নিশ্চিতকরণে রয়েছে প্রতিটি টপিক ভিত্তিক ফর্মুলা।
অ্যাডমিশন প্রস্তুতি	বইটিতে দীর্ঘ গবেষণা ও অভিজ্ঞতার আলোকে এডমিশনের প্রস্তুতি এমনভাবে এডজাস্ট করা হয়েছে। যেন অন্তত এই টপিকগুলো এডমিশনের জন্য পড়া হয়ে যাবে ১০০%। সচেতন স্টুডেন্টরা এভাবে একের ভেতর দুই প্রস্তুতি নিয়ে থাকে।
একের ভেতর সব	গাইড, সাপ্লিমেন্ট, টেস্ট পেপার, সাজেশন + কোর্স সব কিছু সুকৌশলে এক জায়গায় করা হয়েছে। ফলে আলাদা আলাদা করে আর কোনো কোর্স বা বই কিনতে হচ্ছে না
ডিজিটাল সাপোর্ট	ডিজিটাল টেস্ট পেপার। যেখানে বোর্ড প্রশ্নোত্তর, কলেজ প্রশ্নোত্তর, এডমিশন প্রশ্নোত্তর আনলিমিটেড প্রাক্টিস, গুরুত্বপূর্ণ, পারা না পারা অনুযায়ী প্রশ্নগুলোকে ফোল্ডার করে রাখার সুযোগ।
প্ল্যানার	টপিক ভিত্তিক ও পূর্ণ সিলেবাস ভিত্তিক পাচ্ছো প্লানার। সেখানে তুমি লিখে রাখতে পারবে কোন টপিকের কতটুকু প্রিপারেশন তোমার হয়েছে।
ভিডিও কোর্স	ভিডিও ইউটিউবেও পাওয়া যায়। কিন্তু ধারাবাহিক পড়া কিংবা পরীক্ষা প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজন একটা পূর্ণাঙ্গ কোর্স। এটা পেইড। যে কেউ তোমার বইয়ের কিউআর কোড স্ক্যান করে ক্লাস করতে পারবে না। একটা বইয়ের জন্য একজনকেই এক্সেস দেয়া হবে।
লাইভ ক্লাস	বই পড়ে তুমি শিখবে, ভিডিও দেখে তুমি বুঝবে। কিন্ত পরীক্ষায় পারবে কিনা এটা যাচাইয়ের জন্য থাকবে ফ্রি লাইভ ক্লাস। যেখানে হবে প্রাক্টিস, ডাউট সলভ, নিয়মিত খোঁজ খবর।

সূচিপত্র

	ব্যাকরণ: ৩০ নম্বর					
	প্রশ্ন নং	টপিকের নাম	আলোচ্য	পৃষ্ঠা নম্বর	পড়া হয়েছে	তারিখ
ধ্বনিতত্ত্ব	১ নং প্রশ্ন	উচ্চারণ	মৌলিক আলোচনা	৯-১৭		
			বিগত সালের বোর্ড প্রশ্ন সমাধান (Type ভিত্তিক)	১৮-২০		
			অনুশীলন (Type ভিত্তিক ও ৫/৫ নিশ্চিত)	২১-২২		
			Admission প্রস্তুতি প্রশ্ন ও সমাধান	২৩-২৪		
	২ নং প্রশ্ন	বানান	মৌলিক আলোচনা	২৫-৪১		
			বিগত সালের বোর্ড প্রশ্ন সমাধান (Type ভিত্তিক)	২৮-৪৩		
			অনুশীলন (Type ভিত্তিক ও ৫/৫ নিশ্চিত)	৪১-৪৬		
			Admission প্রস্তুতি প্রশ্ন ও সমাধান	৪৭-৫২		
শব্দতত্ত্ব	৩ নং প্রশ্ন	ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি	মৌলিক আলোচনা	৫৩-৭৩		
			বিগত সালের বোর্ড প্রশ্ন সমাধান (Type ভিত্তিক)	৭৪-৭৯		
			অনুশীলন (Type ভিত্তিক ও ৫/৫ নিশ্চিত)	৮০		
			Admission প্রস্তুতি প্রশ্ন ও সমাধান	৫৭-৮১		
	৪ নং প্রশ্ন	উপসর্গ	মৌলিক আলোচনা	৮৩-৯১		
			বিগত সালের বোর্ড প্রশ্ন সমাধান (Type ভিত্তিক)	৯২-৯৩		
			অনুশীলন (Type ভিত্তিক ও ৫/৫ নিশ্চিত)	৯৩		
			Admission প্রস্তুতি প্রশ্ন ও সমাধান	৯৪-৯৭		
	৪ নং প্রশ্ন	প্রকৃতি-প্রত্যয়	মৌলিক আলোচনা	৯৮-১০৩		
			বিগত সালের বোর্ড প্রশ্ন সমাধান (Type ভিত্তিক)	১০৪-১০৬		
			অনুশীলন (Type ভিত্তিক ও ৫/৫ নিশ্চিত)	১০৪-১০৬		
			Admission প্রস্তুতি প্রশ্ন ও সমাধান	১০৭-১০৯		
	৪ নং প্রশ্ন	সমাস	মৌলিক আলোচনা	১১০-১২২		
			বিগত সালের বোর্ড প্রশ্ন সমাধান (Type ভিত্তিক)	১২৩-১২৫		
			অনুশীলন (Type ভিত্তিক ও ৫/৫ নিশ্চিত)	১২৬-১২৮		
			Admission প্রস্তুতি প্রশ্ন ও সমাধান	১২৯-১৩৪		
বাক্যতত্ত্ব	৫ নং প্রশ্ন	বাক্যতত্ত্ব	মৌলিক আলোচনা	১৩৫-১৪৩		
			বিগত সালের বোর্ড প্রশ্ন সমাধান (Type ভিত্তিক)	১৪৪-১৪৭		
			অনুশীলন (Type ভিত্তিক ও ৫/৫ নিশ্চিত)	১৪৮-১৪৯		
			Admission প্রস্তুতি প্রশ্ন ও সমাধান	১৫০-১৫৫		
	৬ নং প্রশ্ন	অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধপ্রয়োগ	মৌলিক আলোচনা	১৫৬-১৬৪		
			বিগত সালের বোর্ড প্রশ্ন সমাধান (Type ভিত্তিক)	১৬৫-১৭০		
			অনুশীলন (Type ভিত্তিক ও ৫/৫ নিশ্চিত)	১৭১-১৭৩		
			Admission প্রস্তুতি প্রশ্ন ও সমাধান	১৭৩-১৭৫		

সূচিপত্র

নির্মিতি: ৭০ নম্বর						
নির্মিতি	৭ নং প্রশ্ন	পারিভাষিক শব্দ	মৌলিক আলোচনা	১৭৯-১৮১		
			বিগত সালের বোর্ড প্রশ্ন সমাধান (Type ভিত্তিক)	১৮২-১৮৯		
			অনুশীলন (Type ভিত্তিক ও ৫/৫ নিশ্চিত)	১৯০-১৯১		
			Admission প্রস্তুতি প্রশ্ন ও সমাধান	১৯২-১৯৫		
		অনুবাদ	মৌলিক আলোচনা	১৯৬-১৯৯		
			বিগত সালের বোর্ড প্রশ্ন সমাধান (Type ভিত্তিক)	২০০-১৩৮		
			অনুশীলন (Type ভিত্তিক ও ৫/৫ নিশ্চিত)	২০৪-২০৫		
			Admission প্রস্তুতি প্রশ্ন ও সমাধান	২০৫-২০৬		
	৮ নং প্রশ্ন	দিনলিপি	মৌলিক আলোচনা	২১০-২১২		
			বিগত সালের বোর্ড প্রশ্ন সমাধান	২১৩-২১৯		
		অভিজ্ঞতা বর্ণনা	মৌলিক আলোচনা			
			বিগত সালের বোর্ড প্রশ্ন সমাধান	২২০-২২২		
		প্রতিবেদন	মৌলিক আলোচনা	২২৩-২৩৩		
			বিগত সালের বোর্ড প্রশ্ন সমাধান	২৩৪-২৪৮		
		ভাষণ	মৌলিক আলোচনা	২৪৯-২৫০		
			বিগত সালের বোর্ড প্রশ্ন সমাধান	২৫১-২৫৫		
	৯ নং প্রশ্ন	বৈদ্যুতিন চিঠি	মৌলিক আলোচনা	২৫৬-২৫৮		
			বিগত সালের বোর্ড প্রশ্ন সমাধান	২৫৯-২৬৫		
		আবেদন পত্র	মৌলিক আলোচনা	২৬৬-২৬৭		
			বিগত সালের বোর্ড প্রশ্ন সমাধান	২৬৮-২৮৭		
	১০ নং প্রশ্ন	সারাংশ/সারমর্ম	মৌলিক আলোচনা	২৮৮-২৯০		
			বিগত সালের বোর্ড প্রশ্ন সমাধান	২৯১-৩০৪		
		ভাবসম্প্রসারণ	মৌলিক আলোচনা	৩০৫-৩০৭		
			বিগত সালের বোর্ড প্রশ্ন সমাধান	৩০৮-৩২৯		
	১১ নং প্রশ্ন	সংলাপ	মৌলিক আলোচনা	৩৩০-৩৩৪		
			বিগত সালের বোর্ড প্রশ্ন সমাধান	৩৩৫-৩৪৫		
		খুদে গল্প রচনা	মৌলিক আলোচনা	৩৪৬-৩৪৯		
			বিগত সালের বোর্ড প্রশ্ন সমাধান	৩৫০-৩৬৭		
	১১ নং প্রশ্ন	রচনা	মৌলিক আলোচনা	৩৬৮-৩৭৪		
			বিগত সালের বোর্ড প্রশ্ন সমাধান	৩৭৫-৪২৩		
		HSC ও আলিমের বিগত ৪ সালের পূর্ণাঙ্গ বোর্ড প্রশ্ন		৪২৪-		
		বাংলা নির্মিতিতে ভালো করার উপায়		৪৪৮		

২০২৬ ও ২০২৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষার পুনর্বিন্যাসকৃত পূর্ণ পাঠ্যসূচি

বিষয়: বাংলা | **পত্র: দ্বিতীয়**

বিষয় কোড: ২৩৭ | **পূর্ণ নম্বর: ১০০**

	শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত শিখনফল	বিষয়বস্তু (পাঠ ও পাঠের শিরোনাম)	ক্লাস সংখ্যা
ব্যাকরণ	১. প্রমিত বাংলা উচ্চারণের নিয়মগুলো উল্লেখ করতে পারবে। ২. প্রমিত উচ্চারণে যে কোনো রচনা (গদ্য ও কবিতা) পাঠ করতে পারবে।	**ক. বাংলা উচ্চারণের নিয়ম :** • অ-ধ্বনির উচ্চারণ, • এ ধ্বনির উচ্চারণ, • ব-ফলা, ম-ফলা, য-ফলার উচ্চারণ	৫
		খ. শব্দের উচ্চারণ নির্ণয়	৩
	১. প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মগুলো উল্লেখ করতে পারবে। ২. যে কোনো লেখায় প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মগুলো প্রয়োগ করতে পারবে।	**ক. বাংলা বানানের নিয়ম :** বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম	৪
		খ. শুদ্ধ বানান	২
	১. বাংলা শব্দ ও বাক্য শুদ্ধভাবে প্রয়োগ করতে পারবে।	**ক. বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণি :** ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণির শ্রেণিবিভাগ, বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, বিশেষণের ক্রিয়াপদ, অনুসর্গ, যোজক, আবেগ শব্দ	৬
		খ. ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্দেশকরণ	৪
	১. বাংলা শব্দ ও বাক্য শুদ্ধভাবে প্রয়োগ করতে পারবে।	**ক. বাংলা শব্দ গঠন :** উপসর্গ(সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ ও প্রয়োজনীয়তা) প্রকৃতি-প্রত্যয় (সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ ও প্রয়োজনীয়তা) সমাস (সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ ও প্রয়োজনীয়তা)	৩
		খ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয়	৩
		খ. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয়	৮
	১. বাংলা শব্দ ও বাক্য শুদ্ধভাবে প্রয়োগ করতে পারবে।	**ক. বাক্যতত্ত্ব:** বাক্য, বাক্যের শ্রেণিবিভাগ, সার্থক বাক্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ,	৬
		খ. বাক্যান্তর	৪
	১. বাংলা শব্দ ও বাক্য শুদ্ধভাবে প্রয়োগ করতে পারবে।	বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ	৫
নির্মিতি	১. বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পরিভাষা ব্যবহার করতে পারবে। ২. সহজ ইংরেজিতে লেখা অনুচ্ছেদ বাংলায় অনুবাদ করতে পারবে।	**ক. পারিভাষিক শব্দ**	২
		খ. অনুবাদ	১
	১. ব্যাবহারিক জীবনে ভাষা শিক্ষার বিভিন্ন দিক বর্ণনা করতে পারবে ২. দলিল-দস্তাবেজ, স্মারকলিপি, প্রতিবেদন, ইত্যাদি লিখতে পারবে।	**ক. দিনলিপি লিখন**	২
		খ. ভাষণ	২
		খ. প্রতিবেদন রচনা	২
	২. চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, স্মারকলিপি, দরখাস্ত, ইত্যাদি লিখতে পারবে।	**ক. বৈদ্যুতিন চিঠি**	২
		খ. আবেদনপত্র	৩
	২. ভাবকে সম্প্রসারণ বা সারসংক্ষেপ করে লিখতে পারবে।	**ক. সারাংশ ও সারমর্ম**	২
		খ. ভাবসম্প্রসারণ	২
	১. চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, স্মারকলিপি, চাকরির দরখাস্ত, প্রতিবেদন, সারসংক্ষেপ, বক্তৃতা ইত্যাদি লিখতে পারবে।	**ক. সংলাপ**	২
		খ. খুদে গল্প রচনা	৩
	১. বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করতে পারবে।	**প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখন, বিষয়সমূহঃ** • নৈতিকতা ও মূল্যবোধ • বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি • জাতীয় চেতনা • শিল্প ও অর্থনীতি • সাম্প্রতিক বিষয়	৪
		সর্বমোট	৮০

বাংলা দ্বিতীয় পত্র

সময়: ৩ ঘণ্টা | বিষয় কোড: ১০২

মান-বণ্টন

ব্যাকরণ: ৩০ নম্বর	বিভাজন
০১. বাংলা উচ্চারণের নিয়ম	৫
০২. বাংলা বানানের নিয়ম	৫
০৩. বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি	৫
০৪. বাংলা শব্দ গঠন: উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাস	৫
০৫. বাক্যতত্ত্ব	৫
০৬. বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ	৫
নির্মিতি: ৭০ নম্বর	
০৭. পারিভাষিক শব্দ থেকে ১টি ও অনুবাদ থেকে ১টি মোট ২টি প্রশ্ন থাকবে। ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	১০
০৮. দিনলিপি লিখন থেকে ১টি ও প্রতিবেদন রচনা থেকে ১টি মোট ২টি প্রশ্ন থাকবে। ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	১০
০৯. বৈদ্যুতিন চিঠি থেকে ১টি ও আবেদন পত্র থেকে ১টি মোট ২টি প্রশ্ন থাকবে। ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	১০
১০. সারাংশ থেকে ১টি ও ভাবসম্প্রসারণ থেকে ১টি মোট ২টি প্রশ্ন থাকবে। ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	১০
১১. সংলাপ থেকে ১টি ও খুদে গল্প রচনা থেকে ১টি মোট ২টি প্রশ্ন থাকবে। ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	১০
১২. প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা: ৫টি টি বিকল্প থাকবে: ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ১টি রচনা লিখতে হবে।	২০

মোট নম্বর: ১০০

	ব্যাকরণ: ৩০ নম্বর			দিতে হবে	নম্বর
ধ্বনিতত্ত্ব	১ নং প্রশ্ন	**উচ্চারণ**	**ক. বর্ণনামূলক :** ....উচ্চারণের নিয়ম লিখো	যেকোনো ১টি	৫
			খ. নির্ণয়মূলক : ৮টি শব্দ থেকে ৫টি শব্দের উচ্চারণ লিখো		
	২ নং প্রশ্ন	**বানান**	**ক. বর্ণনামূলক :** ....বানানের নিয়ম লিখো	যেকোনো ১টি	৫
			খ. নির্ণয়মূলক : ৮টি শব্দ থেকে ৫টি শব্দের বানান লিখো		
শব্দতত্ত্ব	৩ নং প্রশ্ন	**ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি**	**ক. বর্ণনামূলক :** উদাহরণসহ .... পদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করো	যেকোনো ১টি	৫
			খ. নির্ণয়মূলক : অনুচ্ছেদ/বাক্য থেকে ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্দেশকরণ		
	৪ নং প্রশ্ন	**শব্দ গঠন: উপসর্গ ও সমাস**	**ক. বর্ণনামূলক :** উপসর্গ আলোচনা	যেকোনো ১টি	৫
			খ. নির্ণয়মূলক : ৮টি শব্দ থেকে ৫টি শব্দের সমাস নির্ণয়		
বাক্যতত্ত্ব	৫ নং প্রশ্ন	**বাক্যতত্ত্ব**	**ক. বর্ণনামূলক :** বাক্যের গুণ/বাক্যের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা	যেকোনো ১টি	৫
			খ. নির্ণয়মূলক : ৮টি বাক্য থেকে ৫টি বাক্যের রূপান্তর (নির্দেশ অনুযায়ী)		
	৬ নং প্রশ্ন	**অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ**	**ক. বর্ণনামূলক :** ৮টি বাক্য থেকে ৫টি বাক্যের অপপ্রয়োগগুলো শুদ্ধিকরণ	যেকোনো ১টি	৫
			খ. নির্ণয়মূলক : ৫টি অনুচ্ছেদ থেকে অপপ্রয়োগগুলো শুদ্ধিকরণ		
	নির্মিতি: ৭০ নম্বর				
নির্মিতি	৭ নং প্রশ্ন	ভাষান্তর	**ক. পারিভাষিক শব্দ** (১৫/১২টি বাক্য থেকে ১০টি শব্দের লিখতে হবে)	যেকোনো ১টি	১০
			খ. অনুবাদ (১টি অনুচ্ছেদ বাংলায় অনুবাদ করতে হবে)		
	৮ নং প্রশ্ন	ব্যবহারিক জীবনে ভাষা শিক্ষা	**ক. দিনলিপি** (নির্ধারিত বিষয়ে ১টি দিনলিপি লিখতে হবে)	যেকোনো ১টি	১০
			খ. প্রতিবেদন/ভাষণ (নির্ধারিত বিষয়ে ১টি প্রতিবেদন লিখতে হবে)		
	৯ নং প্রশ্ন	ব্যবহারিক জীবনে ভাষা শিক্ষা	**ক. বৈদ্যুতিন চিঠি** (নির্ধারিত বিষয়ে ১টি বৈদ্যুতিন চিঠি লিখতে হবে)	যেকোনো ১টি	১০
			খ. আবেদন পত্র (নির্ধারিত বিষয়ে ১টি আবেদন পত্র লিখতে হবে)		
	১০ নং প্রশ্ন	ভাবের সম্প্রসারণ বা সংক্ষেপণ	**ক. সারাংশ/সারমর্ম** (১টি অনুচ্ছেদ বা কাব্যাংশকে সংক্ষেপণ করা)	যেকোনো ১টি	১০
			খ. ভাবসম্প্রসারণ (১টি বাক্য থেকে ভাবের সম্প্রসারণ করা)		
	১১ নং প্রশ্ন	কাল্পনিক লিখন	**ক. সংলাপ** (নির্ধারিত বিষয়ে ১টি সংলাপ লিখতে হবে)	যেকোনো ১টি	১০
			খ. খুদে গল্প রচনা (নির্ধারিত বিষয়ে ১টি ছোট্ট গল্প লিখতে হবে)		
		প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা	(৫টি টি বিকল্প থাকবে)	যেকোনো ১টি	২০

ভার্সিটি এডমিশন বাংলা সিলেবাস

বাংলা ভাষা

ব্যবহার

বাংলা ১ম পত্র ও সাহিত্য

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন
অপরিচিতা
সাহিত্যে খেলা
যৌবনের গান
বিলাসী
অর্ধাঙ্গী
জীবন ও বৃক্ষ
গন্তব্য কাবুল
মাসি-পিসি
কপিলদাস মুর্মুর শেষ কাজ
রেইনকোট
নেকলেস

ঋতু-বর্ণন
সোনার তরী
বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ
বিদ্রোহী
সুচেতনা
প্রতিদান
তাহারেই পড়ে মনে
পদ্মা
আঠার বছর বয়স
ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
প্রত্যাবর্তনের লজ্জা

উপন্যাস : লালসালু
নাটক : সিরাজউদ্দৌলা

নিয়মাবলি

ব্যাকরণ

বাংলা ভাষা
ভাষারীতি
বাংলা ব্যাকরণ
ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ,
যুক্তব্যঞ্জন
ধ্বনি পরিবর্তন
উচ্চারণ
সন্ধি
বানান
ণত্ব ও ষত্ব বিধান

শব্দের প্রকারভেদ : গঠন অনুসারে
শব্দের প্রকারভেদ : উৎস অনুসারে
শব্দের প্রকারভেদ : অর্থ অনুসারে
উপসর্গ
দ্বিরুক্ত শব্দ
প্রকৃতি-প্রত্যয়, ধাতু
সমাস
পদ, পদ পরিবর্তন
ক্রিয়া প্রকরণ
ক্রিয়ার কাল
ক্রিয়ার ভাব
লিঙ্গ
পুরুষ
বচন
পদাশ্রিত নির্দেশক
সংখ্যাবাচক শব্দ

কারক/ বিভক্তি
বাক্য প্রকরণ
বাক্য রূপান্তর
বাচ্য পরিবর্তন
উক্তি পরিবর্তন
যতি বা ছেদ চিহ্ন
শুদ্ধিকরণ (শব্দ ও বাক্য)

উৎকর্ষ

অর্থতত্ত্ব

পারিভাষিক শব্দ
বিপরীতার্থক শব্দ
সমার্থক শব্দ
শব্দার্থ/প্রতিশব্দ
এক কথায় প্রকাশ
বাগধারা
প্রবাদ-প্রবচন
প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ
একই শব্দের ভিন্নার্থে প্রয়োগ
অনুবাদ

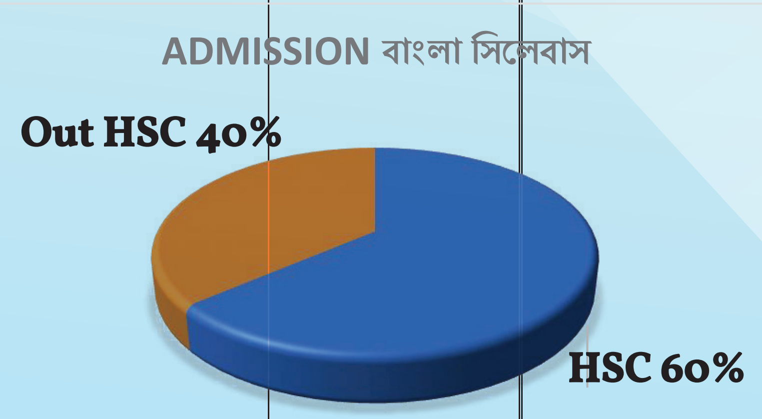

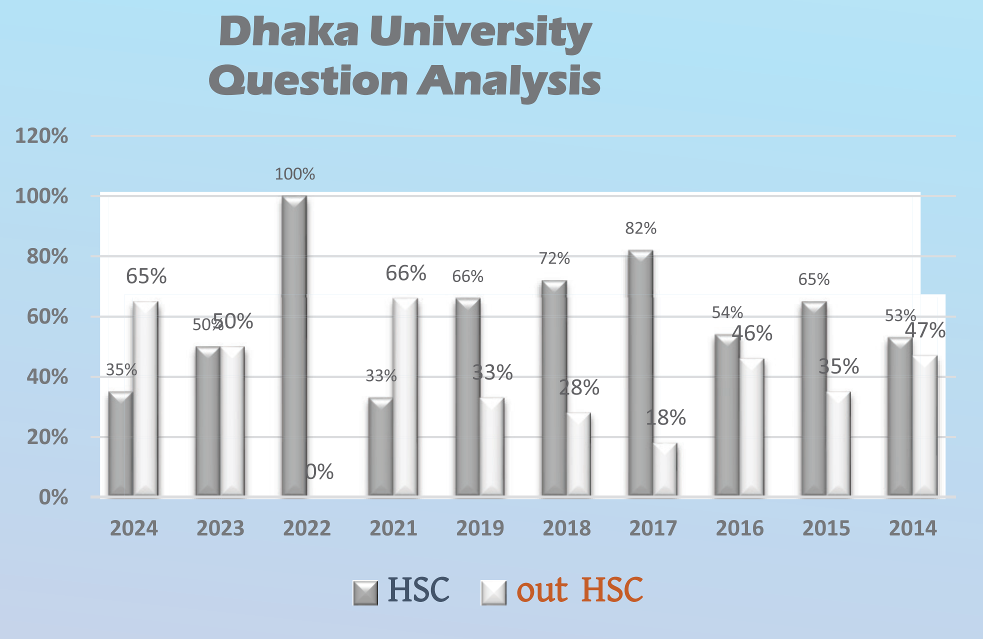

কোনটি দেয়া উত্তম / সময় বণ্টন / কত পৃষ্ঠা লিখবো

	প্রশ্ন নং	টপিকের নাম	কোনটি দেয়া ভালো	সময়	পৃষ্ঠা নম্বর
ধ্বনিতত্ত্ব	১ নং প্রশ্ন	উচ্চারণ	ক) খ)✓	২ মিনিট থেকে ৫ মিনিট	
	২ নং প্রশ্ন	বানান	ক) খ)✓	২ মিনিট থেকে ৫ মিনিট	
শব্দতত্ত্ব	৩ নং প্রশ্ন	ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি	ক) খ)✓	২ মিনিট থেকে ৫ মিনিট	
	৪ নং প্রশ্ন	শব্দ গঠন: উপসর্গ	ক) খ)✓	২ মিনিট থেকে ৫ মিনিট	
	৪ নং প্রশ্ন	শব্দ গঠন: সমাস	ক) খ)✓	২ মিনিট থেকে ৫ মিনিট	
বাক্যতত্ত্ব	৫ নং প্রশ্ন	বাক্যতত্ত্ব	ক) খ)✓	২ মিনিট থেকে ৫ মিনিট	
	৬ নং প্রশ্ন	অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধপ্রয়োগ	ক)✓ খ)	২ মিনিট থেকে ৫ মিনিট	

নির্মিতি	৭ নং প্রশ্ন	পারিভাষিক শব্দ	✓	৬ মিনিট থেকে ১০ মিনিট	
		অনুবাদ			

৩০ মিনিট থেকে ৪০ মিনিট

নির্মিতি	৮ নং প্রশ্ন	দিনলিপি		১৫ মিনিট থেকে ২০ মিনিট	২ থেকে ২.৫ পৃষ্ঠা
		প্রতিবেদন	✓		৩ থেকে ৩.৫ পৃষ্ঠা
	৯ নং প্রশ্ন	বৈদ্যুতিক চিঠি		১০ মিনিট থেকে ২০ মিনিট	১ পৃষ্ঠা
		আবেদন পত্র	✓		১ পৃষ্ঠা/ ২ পৃষ্ঠা
	১০ নং প্রশ্ন	সারাংশ/সারমর্ম		১৫ মিনিট থেকে ৩০ মিনিট	১ পৃষ্ঠা
		ভাবসম্প্রসারণ	✓		৩ থেকে ৪.৫ পৃষ্ঠা
	১১ নং প্রশ্ন	সংলাপ	✓	২০ মিনিট থেকে ২৫ মিনিট	৩ থেকে ৪.৫ পৃষ্ঠা
		খুদে গল্প রচনা			৩ থেকে ৪.৫ পৃষ্ঠা
	১১ নং প্রশ্ন	রচনা		১:২০ ঘণ্টা থেকে ১ ঘণ্টা	১২ থেকে ২০ পৃষ্ঠা

২:১০ ঘণ্টা থেকে ২:৩০ ঘণ্টা

= ৩:০০ ঘণ্টা

বইটি যেভাবে পড়বে

- **Step 1** ভিডিও ক্লাস দেখো
- **Step 2** ব্যাসিক শিখো
- **Step 3** বোর্ড প্রশ্ন সমাধান কর
- **Step 4** টাইপ ভিত্তিক অনুশীলন কর
- **Step 5** Admission প্রশ্ন পড়

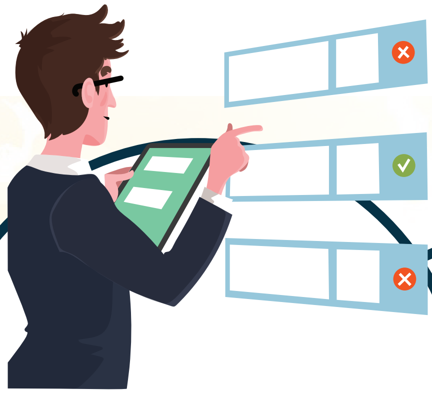

বইটিকে যেভাবে চ্যালেঞ্জ করবে

১ অনলাইন যাচাই

২ লাইব্রেরি যাচাই

৩ বন্ধুদের থেকে যাচাই

ব্যাকরণ

উচ্চারণ

- ইয়াসিন রাকিব

HSC স্পেশাল

সকল ভিডিও ক্লাস

যেভাবে প্রশ্ন আসে

বর্ণনামূলক **ক) বাংলা 'অ' ধ্বনি উচ্চারণের যেকোনো পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।** ৫

[ঢা. বো. ১৬, ১৭, ১৯; রা. বো. ১৭, ১৬; কু. বো. ১৭, ১৬, য. বো. ১৭, চ. বো. ১৬, ১৯, ব. বো. ১৭, সি. বো. ১৯, দি. বো. ১৯]

অথবা,

নির্ণয়মূলক **খ) যে কোনো পাঁচটি শব্দের প্রমিত উচ্চারণ লেখো।** ৫

স্বর্গ, তত্ত্বাবধান, আশ্বিন, বিশ্ব, যুগ্ম, স্মৃতি, যক্ষ্মা, গ্রাহ্য

যেভাবে উত্তর করতে হবে

১ নং প্রশ্নের উত্তর

(ক)

❖ **বাংলা 'অ' ধ্বনি উচ্চারণের উদাহরণসহ ৫টি নিয়ম-**

০১. **শব্দের শুরুতে যদি 'অ' এরপর ই/ঈ/উ/উ/ঋ-কার থাকে তবে সে অ-এর উচ্চারণ ও-এর মতো হয়।**
যেমন-অতীত (ওতিত্), নদী(নোদি), অনুরোধ(ওনুরোধ্), ময়ূর(মোয়ুর্), ইত্যাদি।

০২. **শব্দের আদ্য অ-এর পরে য-ফলাযুক্ত বর্ণ থাকলে সে ক্ষেত্রে অ-এর উচ্চারণ সাধারণত ও-এর মতো হয়।**
যেমন- অন্য(ওন্‌নো), অত্যাচার(ওত্‌তাচার্), কন্যা(কোন্‌না), ইত্যাদি।

০৩. **আদ্য অ-এর পর 'ক্ষ' থাকলে অ-এর উচ্চারণ সাধারণত ও-এর মতো হয়ে থাকে।**
যেমন- অক্ষ(ওক্‌খো), লক্ষণ (লোক্‌খোন্), ইত্যাদি।

০৪. **১১ থেকে ১৮ পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দের শেষে 'অ' এর উচ্চারণ 'ও' এর মতো হয়।**
যেমন- (১১) এগার (এগারো), (১২) বার (বারো), (১৪) চৌদ্দ (চোদ্‌দো), এবং (১৮) আঠার (আঠারো)

০৫. **দ্বিরুক্ত শব্দ প্রায়শ অন্ত্য 'অ' ও-এর মতো তথা সংবৃত উচ্চারণ হয়।**
যেমন: কাঁদ-কাঁদ (কাঁদো-কাঁদো), ছল ছল (ছলো-ছলো), বড়-বড় (বড়ো বড়ো), ইত্যাদি।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

(খ)

	প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ উচ্চারণ
১.	স্বর্গ	শর্‌গো
২.	তত্ত্বাবধান	তত্‌তাবধান্
৩.	আশ্বিন	আশ্‌শিন্
৪.	বিশ্ব	বিশ্‌শো
৫.	যুগ্ম	জুগ্‌মো

উচ্চারণ যেভাবে পড়তে হয় এবং বইটিতে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে

STEP 1 › বেসিক ভিত্তি স্থাপন

STEP 2 › বোর্ড প্রশ্ন সমাধান

STEP 3 › কৌশলী অনুশীলন

STEP 4 › ৫/৫ নিশ্চিতকরণ

ভিডিও ক্লাস

উচ্চারণ টপিকটি যেভাবে শিখলে ৫/৫ পাবে

HSC + Admission বাংলা ২য় পত্র | প্রথমে যা জানতে হবে | অভ্যুত্থান

উচ্চারণ কী :

(সং. উৎ+√চারি+অন) = উচ্চারণ হল কথা বলার রীতি বা ভঙ্গী।

নির্দিষ্ট কোন অঞ্চলের ভাষায় একটি শব্দ বা কথা বলার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত আওয়াজের যে (সম্মতি বা শর্তাধীনে অধিষ্ঠিত অনুক্রম বা পরম্পরা তাকে উচ্চারণ ("সঠিক উচ্চারণ") বলা যেতে পারে। অথবা কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি যেভাবে কথা বলেন সহজ কথায় তাই উচ্চারণ।

❖ বিশুদ্ধ উচ্চারণের প্রয়োজনীয়তা :

উচ্চারণের শুদ্ধতা রক্ষিত না হলে ভাষার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। ভাষার অর্থবহতা বা বোধগম্যতার ক্ষেত্রে উচ্চারণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই শুদ্ধ উচ্চারণ একদিকে যেমন ঠিকভাবে মনোভাব প্রকাশে সহায়ক, তেমনি শব্দের অর্থবিভ্রান্তি ও বিকৃতি ঘটার সম্ভাবনা থেকেও মুক্ত রাখে। তাই বিশুদ্ধ উচ্চারণের প্রয়োজন অপরিসীম।

০১. ভাষার মূল উদ্দেশ্য রক্ষা করা।
০২. ভাষার অর্থ ও বোধগম্যতা রক্ষা করা।
০৩. ভাষার যথার্থ মনোভাব প্রকাশ করা এবং অর্থের বিকৃতি থেকে রক্ষা করা।
০৪. আঞ্চলিকতা থেকে ভাষাকে রক্ষা করা।
০৫. শুদ্ধ উচ্চারণের মাধ্যমে ভাষাকে মানসম্মত করা।

❖ বিশুদ্ধ উচ্চারণের জন্য যে বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে :

- প্রমিত কথ্য ভাষার বাচনভঙ্গি অনুসরণ করা, অর্থাৎ চলিত ও আঞ্চলিক ভাষার পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যথাযথভাবে ব্যবহার করা।
- স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির যথাযথ উচ্চারণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া। অর্থাৎ ঠিক উচ্চারণস্থান থেকেই ধ্বনিগুলোকে উচ্চারণ করতে হবে।
- উচ্চারণ-সূত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা।
- আঞ্চলিকতা পরিহার করা।
- প্রতিনিয়ত অনুশীলন বা চর্চা করা।
- যদি বানান বা উচ্চারণ সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেয় তা হলে অবশ্যই অভিধান দেখতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে তা অভ্যাসে পরিণত করতে হবে।

❖ বাংলা ভাষার প্রমিত উচ্চারণের সমস্যা ৫টি :

০১. **রূপের অমিল:** বাংলা লিখিতরূপের সঙ্গে উচ্চারিতরূপ প্রায়শই মেলে না।
যেমন: পদ্ম-পদ্দো, বিশ্ব-বিশ্শো

০২. **সংখ্যাগত :** বাংলা বর্ণমালার একাধিক বর্ণের উচ্চারণ একটি এবং কখনও কখনও একটি বর্ণের উচ্চারণ অধিক। যেমন: শ-ষ-স।

০৩. **প্রাণ ঘটিত :** মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলো প্রায়ই অল্পপ্রাণ ধ্বনি হিসেবে উচ্চারিত হয়।
যেমন: তারিখ-তারিক।

০৪. **আঞ্চলিক গত :** অঞ্চলভেদে শব্দের উচ্চারণ পৃথক হয়।
যেমন: কথা— কতা, প্রার্থনা— প্যারারথনা।

০৫. **বাংলা ভাষার প্রতি অবহেলা :** এটি রাষ্ট্রীয় সমস্যা। প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বাংলা উচ্চারণ শেখার কোন ব্যবস্থা নাই।
শৈশবে সাংস্কৃতিক উন্মেষের ব্যপ্তিকাল, বক্তার বর্তমান আবাসস্থল, কণ্ঠস্বর বা বাকযন্ত্রের অসঙ্গতি-অসুখ, বক্তার সামাজিক শ্রেণী, নৃগোষ্ঠী কিংবা শিক্ষার ন্যায় বহু কারণভেদে দল বা ব্যক্তি বিশেষে একই শব্দ বিভিন্নভাবে বলা হয়ে থাকতে পারে।

▶ এই চিহ্নটির মানে হচ্ছে ওই টপিকের উপর একটি ভিডিও ক্লাস আছে, যা তুমি কোর্সে সাজানো আছে

উচ্চারণে ৫/৫ পেতে করণীয়

১. **বেসিকে গুরুত্ব :** নিয়ম পড়ে বা কয়েকটি বোর্ড পড়ে উচ্চারণে কমন ফেলা কিংবা নির্ভুল ভাবে পারা সম্ভব না। তাই বেসিকটা এমন ভাবে বুঝা যাতে শব্দ যেটাই হোক সঠিক উচ্চারণ নির্ণয়ে যাতে ভুল না হয়।

২. **অনুশীলন করা :** উচ্চারণ সেই টপিক যেটাতে দক্ষ হতে মুখ ও হাত এক সাথে চালিয়ে চর্চা করতে হবে। লিখে প্যাক্টিস না করলে পরীক্ষায় ভুল হয়েই যাবে। তাই লিখে লিখে পড়তে হবে।

৩. **চর্চা :** উচ্চারণকে কেবল একাডেমিক নয়, বাস্তব জীবনেও চর্চা করতে হবে। তাহলে পড়া ও জীবন এক সাথে স্মার্ট হবে।

৪. **শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলা ব্যক্তিদের অনুসরণ করো :** ভাষাবিদ, অভিজ্ঞ শিক্ষক, দক্ষ বক্তা, নিউজ প্রেজেন্টার ইত্যাদি বক্তার উচ্চারণ শুনো এবং তা অনুকরণ করার চেষ্টা করো।

উচ্চারণে ৫/৫ পেতে বর্জনীয়

১. **কঠিন মনে করা :** যেহেতু বিষয়টি শিক্ষাগত, পেশাগত কিংবা কর্মমুখী জীবনে লাগবেই, সুতরাং একে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

২. **সময় নষ্ট করা :** অভিধানে শব্দ আছে লক্ষ লক্ষ। তার মানে এক পাশ থেকে সব শুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া শতভাগ সুদ্ধ করারও সম্ভব না। তাই পরীক্ষায় যা আসে সেগুলোর বারবার দেখলে পরীক্ষা ও ব্যক্তি জীবন দুই জায়গায়ই কাজে লাগবে।

৩. **আঞ্চলিক প্রভাব :** খুব সতর্ক ও নিয়মিত চর্চায় কথাবার্তায় আঞ্চলিকতা এড়িয়ে চলতে হবে। কারণ ভাষার ভুল তো উচ্চারণেও ভুল হবে।

৪. **ভুল উচ্চারণে অভ্যস্ত হওয়া** – যে উচ্চারণটি ভুল, তা যদি বারবার চর্চা করা হয়, তবে ভুলটাই স্বভাবে পরিণত হবে। তাই ভুল উচ্চারণ পরিহার করুন।

হসন্ত (বাংলা উচ্চারণে হসন্ত ও হলন্ত শব্দের ব্যবহার)

গুরুত্ব: বাংলা ভাষায় শুদ্ধ উচ্চারণ এবং সঠিক বানানের জন্য হসন্ত বা হলন্ত চিহ্নের ব্যবহার জানা অত্যাবশ্যক।

মূল কাজ: প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণের ভেতরে স্বাভাবিকভাবে একটি 'অ' স্বরধ্বনি লুকিয়ে থাকে (যেমন: ক্+অ = ক)। এই অন্তর্নিহিত স্বরবর্ণ বা 'অ' ধ্বনিকে চাপা দিতে বা লোপ করতে হসন্ত ব্যবহার করা হয়। সহজ কথায়, ব্যঞ্জনবর্ণকে স্বরবর্ণ-মুক্ত করতে হসন্তের প্রয়োজন হয়।

বৈশিষ্ট্য: হসন্তের সাথে স্বরবর্ণের সম্পর্ক সাপে-নেউলে; অর্থাৎ হসন্ত থাকলে সেখানে স্বরবর্ণ থাকে না। যেহেতু হসন্ত ব্যবহারের ফলে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে কোনো স্বরবর্ণ যুক্ত থাকে না, তাই একে 'মৃত ব্যঞ্জনবর্ণ' বলা হয়।

হস্ বা হল্ চিহ্ন সংজ্ঞা ও পরিভাষা: স্বরধ্বনি ছাড়া কোনো ব্যঞ্জনবর্ণ প্রকাশ করার জন্য বর্ণের নিচে যে চিহ্ন (্) দেওয়া হয়, তাকে 'হস্' বা 'হল্' চিহ্ন বলে।

উদাহরণ: স্বাভাবিক উচ্চারণ: ক (উচ্চারিত হয়: ক্ + অ) হসন্ত যুক্ত উচ্চারণ: ক্ (এখানে 'অ' ধ্বনি অনুপস্থিত)

যেমন -	ততোধিক (ততোধিক্),

❑ উচ্চারণে প্রশ্ন হয় দুই ধরণের

ক) বর্ণনামূলক যেখানে ভালো করার জন্য

অ-

এ-

ব- ফলা

ম- ফলা

য- ফলা

এই পাঁচটা বর্ণের নিয়ম জানলেই হবে।

খ) এই নির্ণয়মূলক অংশে ভালো করার জন্য বুঝতে হবে কোন বর্ণগুলোর জন্য মূলত সমস্যা হচ্ছে। সেগুলো আলাদা করে উদাহরণ সহ অনুশীলন করলেই উচ্চারণে আর আটকাবে না। বর্ণগুলো হলো-

স্বরবর্ণ - অ, ঈ, উ, ঋ, এ, ঐ, ঔ

ব্যঞ্জন - ণ, শ, স, ষ, য, ং,ঃ, ব-ফলা, ম, য, র (ফলা), রেফ,

যুক্তবর্ণ -

হসন্ত -

STEP 1 > উচ্চারণ বেসিক ভিত্তি স্থাপন

অ

'অ' উচ্চারণের দিক দিয়ে দুই রকম		'অ' উচ্চারণের ব্যবহারের দিক দিয়ে দুই রকম	
১. বিবৃত	২. সংবৃত	১. প্রকাশ্য	২. উহ্য
অমিল(অমিল্)	অতি(ওতি)	**অ**তি(ওতি)	কলম(কঅলঅম্)গদ্য(গোদ্দো)
		আদ্য 'অ' /	অন্ত বা মধ্য 'অ'

"অ" ধ্বনির উচ্চারণ

❖ "অ" ধ্বনির স্বাভাবিক বা বিবৃত উচ্চারণ :

শব্দের আদিতে : **১। শব্দের আদিতে না-বোধক 'অ'** । যেমন- অবিদিত(অবিদিতো), অমিল(অমিল্), অনিন্দ(অনিন্‌দো),

২। 'অ' কিংবা 'আ'- যুক্ত ধ্বনির পূর্ববর্তী অ-ধ্বনি বিবৃত হয়। যেমন- অনাচার(অনাচার্), কথা(কথা), ইত্যাদি

শব্দের মধ্যে ও অন্তে: ৩। পূর্ব স্বরের সঙ্গে মিল রেখে স্বরসঙ্গতির কারণে বিবৃত 'অ'। যেমন- কলম্, বৈধতা, শ্রেয়, ইত্যাদি

৪। ঐ কার বা ঔ কার এরপর অ ধ্বনি অ-ধ্বনি বিবৃত হয়। যেমন- দৈব(দৈব), মৌন(মৌন), ইত্যাদি

৫। সহিত অর্থে 'স' যুক্ত শব্দের মধ্য অ-ধ্বনি বিবৃত হয়। যেমন- সজল(সজল্), সবল(সবল্), ইত্যাদি

৬। অ, আ ইত্যাদির প্রভাবে পূর্ব 'অ' বিবৃত হয়। যেমন- প্রভাত্, প্রত্যয়্, প্রণাম্ ইত্যাদি।

❖ অ-ধ্বনির (ও) -এর মতো উচ্চারণ বা সংবৃত উচ্চারণ :

১. 'অ'-এর পরে যদি ই-কার/ঈ-কার উ-কার/ঋ-কার/য-ফলা/ক্ষ/জ্ঞ —৭টির যেকোনো একটি থাকলে, 'অ'- ও-এর মতো উচ্চারণ হয়।

যেমন:

ই-কার	**অতি(ওতি)** [ঢা.বো. '১৭], অভিধান(ওভিধান্), অভিযান(ওভিজান্), **অভিমান(ওভিমান্)** [ব. বো. '২৪], **অক্ষর(ওক্‌খোর্)** [রা.বো. '২৩], **কবি (কোবি)** [কু. বো. '২৩], **কবিতা(কোবিতা)** [য.বো. '১৭], **নাগরিক(নাগোরিক্)** [দি.বো. '১৬], গণিত(গোনিত্), বনস্পতি(বনোশ্‌পোতি)
ঈ-কার	মনীষা(মোনিশা), গভীর(গোভির্), **অতীত(ওতিত্)** [ঢা. বো. '১৯; চ.বো. '১৭], অধীন(ওধিন্), **নদী(নোদি)** [ঢা.বো, '২৪, '১৬; রা. বো. '২৩],
উ-কার	অনুকূল(ওনুকুল্), অনুশাসন(ওনুশাশোন্),
ঊ-কার	হেমকূট(হেমোকুট), শতমূল(শতোমুল্),
ঋ-কার	বক্তৃতা(বোক্‌তৃতা/বোক্‌ত্রিতা), **মসৃণ (মোস্‌সৃন্)** [রা. বো. '২৪],
য-ফলা	**অদ্য(ওদ্‌দো)** [ব.বো. '১৭; চ. বো. ১৯], **অত্যাচার(ওত্‌তাচার্)** [কু.বো. '১৬], সত্য(শোত্‌তো), **অন্য(ওন্‌নো)** [ঢা.বো.২৩], **সন্ধ্যা(শোন্‌ধা)** [কু.বো.২৪], গদ্য(গোদ্‌দো), **পদ্য(পোদ্‌দো),** অসভ্য(অশোব্‌ভো), অদম্য(অদোম্‌মো), **ধন্যবাদ(ধোন্‌নোবাদ)** [চ.বো. '১৭; দি.বো. '২৪, '১৬]
ক্ষ	ভক্ষণ(ভোক্‌খোন্), লক্ষণ(লোক্‌খোন্), শুভক্ষণ(শুভোক্‌খোন্)
জ্ঞ	সর্পযজ্ঞ(শর্‌পোজোগ্‌গোঁ), **প্রজ্ঞা(প্রোগ্‌গাঁ)** [সকল বোর্ড '১৮; রা.বো. '১৬], যজ্ঞ(জোগ্‌গোঁ)
ব্যতিক্রম:	অর্ঘ্য(অর্‌ঘো), মর্ত্য(মর্‌তো), বন্দোপাধ্যায়(বন্‌দোপাদ্‌ধায়), হর্ম্য(হর্‌মো), অন্ত্যেষ্টি(অন্‌তোশ্‌টি), বধ্যভূমি(বদ্‌ধোভুমি), লক্ষ্মণ(লক্‌খোঁন্), পক্ষ্ম(পক্‌খোঁ), বন্ধ্যা(বন্‌ধা), যক্ষ্মা(জক্‌খাঁ)

২. 'আন', 'তর', 'তম', 'ইত' এবং ত'(ক্ত) প্রত্যয় যোগে সাধিত শব্দের অন্ত্য 'অ'-'ও' এর মতো হয়/ও-কারান্ত হয়/ সংবৃত উচ্চারণ হয়।

যেমন:

'আন'	খাওয়ান(খাওয়ানো), তাড়ানো(তাড়ানো), বলান(বলানো), সাঁতরান(শাঁত্‌রানো), করান(করানো), দেখান(দ্যাখানো),
'তর'	উচ্চতর(উচ্‌চোতরো), বৃহত্তর(বৃহত্‌তরো), গুরুতর(গুরুতরো), অন্যতর(ওন্‌নোতরো), ভিন্নতর(ভিন্‌নোতরো)
'তম'	অধিকতম(ওধিকোতমো), উচ্চতম(উচ্‌চোতমো), প্রিয়তম (প্রিয়োতমো), নিম্নতম(নিম্‌নোতমো), সর্বোত্তম(শরবোত্‌তমো)
'ইত'	**বঞ্চিত(বোন্‌চিতো)** [চ. বো. '২৩], রক্ষিত(রোখিতো), **পরীক্ষিত(পোরিখিতো)** [চ.বো. '১৬], নিয়মিত(নিয়োমিতো), বিদিত(বিদিতো),
ত'(ক্ত)	হত(হতো), মত(মতো), গত(গতো), নত(নতো), রত(রতো)
ন্ত	**চলন্ত(চলোন্‌তো)** [সি.বো. '১৬], **পর্যন্ত(পোরজোন্‌তো)** [য. বো. '২৩; চ. বো. '২৪; দি. বো. '২৪]
অনীয়	দর্শনীয়(দর্‌শোনিয়ো)

৩. দ্বিরুক্ত শব্দ প্রায়শ অন্ত্য 'অ' ও-এর মতো তথা সংবৃত উচ্চারণ হয়।

যেমন: কাঁদ-কাঁদ (কাঁদো-কাঁদো) ছল ছল (ছলো-ছলো), বড়-বড় (বড়ো বড়ো) পড়-পড় (পড়ো পড়ো), কল-কল (কলো-কলো) সাজ-সাজ (শাজো-শাজো), ঝর-ঝর (ঝরো-ঝরো) বাধ-বাধ (বাধো বাধো) ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম: করকর (কর্‌কর্), খড়খড় (খড়্‌খড়্), মড়মড় (মড়্‌মড়্), গরগর (গর্‌গর্), তরতর (তর্‌তর্)।

৪. ১১ থেকে ১৮ পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দের শেষে 'অ' এর উচ্চারণ 'ও' এর মতো হয়।

যেমন : (১১) এগার (এগারো), (১২) বার (বারো), (১৩) তের (তেরো), (১৪) চৌদ্দ (চোউদ্‌দো> চোদ্‌দো), (১৮) আঠার (আঠারো)

৫. ই উ- এর পরবর্তী মধ্য ও অন্ত্য 'অ' সংবৃত। যেমন- প্রিয়(প্রিয়ো), ব্রত(ব্রোতো), বিব্রত(বিব্‌ব্রোতো), যাবতীয়(যাব্‌তিয়ো) ইত্যাদি।

৬. পরবর্তী ই, উ ইত্যাদির প্রভাবে পূর্ববর্তী র ফলা যুক্ত 'অ' সংবৃত হয়। যেমন - প্রতিভা(প্রোতিভা), **প্রশ্ন(প্রোশ্‌নো)** [ঢা. বো. '২৪; ব. বো. '১৯]

এ-ধ্বনির উচ্চারণ

এ-ধ্বনির উচ্চারণ দু রকম

১। সংবৃত (এ)	২। বিবৃত (অ্যা)
একটি (এক্‌টি) [চ.বো. '১৭]	একটা (অ্যাক্‌টা)
খেল (খেল্‌)	খেলা (খ্যালা)

'এ' ধ্বনির স্বাভাবিক বা সংবৃত উচ্চারণ :	অ-ধ্বনির ('অ্যা') -এর মতো উচ্চারণ বা বিবৃত উচ্চারণ :
১. পদের অন্ত্যে 'এ' সংবৃত হয়। যেমন- পথে(পথে), দোষে, গুণে, আসে, ইত্যাদি।	**১. ক্রিয়াপদের বর্তমান কালের অনুজ্ঞায়** যেমন- **দেখা (দ্যাখা)** [দি. বো. '২৪], খেল(খেল্), খেলা(খ্যালা),
২. একাক্ষর সর্বনাম পদের 'এ' সংবৃত হয়। যেমন- কে, সে, যে ।	**২. দু অক্ষর বিশিষ্ট সর্বনাম বা অব্যয় পদে।** (ব্যতিক্রম-যেথা, সেথা, হেথা) যেমন- এত(অ্যাত), এখন(অ্যাখন্), হেন(হ্যানো), কেন(ক্যান্), ইত্যাদি।
৩. হ' কিংবা আকার বিহীন যুক্ত ধ্বনি পরে থাকলে 'এ' সংবৃত হয়। যেমন- দেহ, কেহ, কেষ্ট।	**৩. অনুস্বার ও চন্দ্রবিন্দু যুক্ত ধ্বনির আগের এ-ধ্বনি বিবৃত।** যেমন- খেংড়া(খ্যাঙড়া), চেংড়া(চ্যাঙড়া), গেঁজেল(গ্যাঁজেল্)
৪. 'ই' বা উ-কার পরে থাকলে 'এ' সংবৃত হয়। যেমন- দেখি, রেণু, বেলুন	**৪. এক, এগারো, তেরো, -এ কটি সংখ্যাবাচক শব্দে, 'এর' যুক্ত শব্দেও।** যেমন- একচোট(অ্যাক্‌চোট), একতাল(অ্যাক্‌তল্), ইত্যাদি।
৫. তৎসম শব্দের প্রথমে ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত এ-ধ্বনির উচ্চারণ। যেমন- দেশ, প্রেম, শেষ ইত্যাদি।	**৫. খাঁটি বাংলা শব্দে** যেমন- মেটা, টেপসা, তেলাপোকা, তেনা, দেওর

ব-ফলার উচ্চারণ (ব-ফলার উচ্চারণ ৩ রকম)

১. স্বাভাবিক উচ্চারণ	২. উচ্চারণ হয় না	৩. (আশ্রয়ী ব্যঞ্জনের) দ্বিত্ব উচ্চারণ
ব, ম, গ, দ - এর সাথে যুক্ত ব-ফলার উচ্চারণ যথাযথ হয়।	**শব্দের প্রথমে** ব-ফলা থাকলে তার উচ্চারণ হয় না।	**শব্দের মধ্যে বা শেষে** ব-ফলার সাধারণত দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়।
যেমন:- আব্বা, নব্বই, সম্বল, লম্বা, উদ্বাস্তু, দিগ্বিজয়, দিগ্বিদিক, উদ্বেগ, উদ্বিগ্ন, ভবিষ্যদ্বাণী,	**যেমন:-** স্বর্গ(শর্‌গো), তত্ত্বাবধান(তত্‌তাবধান্), তত্ত্বীয়(তোত্‌তিয়ো), জ্বর, জ্বালা, দ্বিতীয়, স্বীকার	**যেমন:-** আশ্বিন(আশ্‌শিন), বিশ্ব(বিশ্‌শো), সর্বস্ব(শর্‌বোশ্‌শো), আস্বাদ(আশ্‌শাদ্),

ম-ফলার উচ্চারণ (ম-ফলার উচ্চারণ ৩ রকম)

১. স্বাভাবিক উচ্চারণ	২. উচ্চারণ হয় না	৩. (আশ্রয়ী ব্যঞ্জনের) দ্বিত্ব উচ্চারণ
	(তবে আনুনাসিক বোঝাতে চন্দ্রবিন্দু(ঁ) হয়)	এবং আনুনাসিক বোঝাতে চন্দ্রবিন্দু(ঁ)হয়)
যেমন:- **যুগ্ম(জুগ্‌মো)** [কু. বো. '২৪], কাশ্মীর, কুষ্মাণ্ড, জ্যোতিষ্মান, সুস্মিতা।	যেমন:- **স্মৃতি(সৃঁতি)** [দি. বো. '২৪], যক্ষ্মা(জক্‌খাঁ),	যেমন:- **পদ্ম(পদ্‌দো)** [য. বো. '২৪], বিস্মিত(বিশ্‌শিঁতো), মারাত্মক(মারাত্‌তোঁক্),আত্মকেন্দ্রিক(আত্‌তোঁকেন্‌দ্রিক্)

য-ফলার উচ্চারণ (য-ফলার উচ্চারণ বেশ কয়েক রকম)

	(এ) এর মতো উচ্চারণ	(অ্যা) এর মতো উচ্চারণ	কোনো **উচ্চারণ হয় না**	আশ্রিত বর্ণের **দ্বিত্ব উচ্চারণ**
	১. পরে ই, ঈ ধ্বনি যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে শব্দের প্রথমের য-ফলার উচ্চারণ 'এ' এর মতো হয়।	২. অ বা আ ধ্বনি যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে শব্দের প্রথমে য-ফলার উচ্চারণ 'অ্যা' হয়।	**৩.** শব্দের মধ্যে বা শেষে যুক্ত ব্যঞ্জনের সাথে য-ফলা যুক্ত হলে তার উচ্চারণ হয় না ।	৪. শব্দের মধ্যে বা শেষে ব্যঞ্জনের সাথে য-ফলা যুক্ত হলে সে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়।
যেমন:	**ব্যতীত(বেতিতো), ব্যতিক্রম(বেতিক্‌ক্রোম্),** ব্যথিত(বেথিতো), ব্যস্ত, ব্যক্তি,	**ব্যাকরণ(ব্যাকরোন্),**খ্যাত,ন্যস্ত, ব্যবধান(**ব্যাবোধান্**) [ব. বো. '২৪]	স্বাস্থ্য(শাস্‌থো), অর্ঘ্য, কণ্ঠ্য,	কল্যাণ(কোল্‌লান্), বিদ্যা, জন্য হত্যা, **কন্যা(কোন্‌না)** [কু. বো. '২৪]

৭. শব্দের প্রথমে য-ফলার সঙ্গে উ, ঊ, ও-কার যুক্ত হলে য-ফলার উচ্চারণ হয় না। যেমন: দ্যুতি(দুতি), ব্যূহ(বুজ্‌ঝো), ব্যুৎপত্তি(বুত্‌পত্‌তি)

৮. হ্য হলে (**'জ্‌ঝ'**) এর মতো উচ্চারিত হয়। যেমন: গ্রাহ্য(গ্রাজ্‌ঝো), বাহ্য(বাজ্‌ঝো),

৯. খ্য(কখ্) থ্য(তথ), ধ্য(দ্ধ), **ঠ্য(ট্‌ঠ), ঢ্য(ড্‌ঢ), ভ্য(ব্‌ভ)** এর মতো উচ্চারিত হয় যেমন: **অধ্যাপক(ওদ্‌ধাপোক্)** [দি.বো. '১৬]

স্বরবর্ণ

	যেমন উচ্চারণ হবে	যেমন	উদাহরণ
অ	→ **(অ) স্বাভাবিক** উচ্চারণ বা বিবৃত → **(ও)** -এর মতো উচ্চারণ বা সংবৃত	অনেক (অনেক্) **অতি (ওতি)**	অনাথ (অনাথ্), অশিক্ষিত(অশিক্খিতো), অন্ন(অন্নো), কথা(কথা), অফুরন্ত(অফুরন্তো), **অদ্য(ওদ্দো)** [ব.বো. '১৭; চ. বো. ১৯], অন্যতম(ওন্নোতমো), **মন(মোন্)**[ঢা.বো. '১৬], **পক্ষ(পোক্খো)**, অধিকতর(ওধিকোতরো),
আ	→ **(আ) স্বাভাবিক** উচ্চারণ বা বিবৃত → **(অ্যা)** এর মতো উচ্চারণ	আকাশ(আকাশ্) **জ্ঞান(গ্যাঁন্)** [রা,বো. ২৪]	আলো (আলো), **জ্ঞাত (গ্যাঁতো)** [দি.বো, '১৭: ব.বো. '১৬], জ্ঞাপন (গ্যাঁপোন্)
ঈ	→ **(ই)** এর মতো উচ্চারিত হয় → **ঈ**-কার ই-কার এর মতো উচ্চারিত হয়	ঈশান(ইশান্) হীন(হিনো)	ঈপ্সিত(ইপ্শিতো), ঈক্ষণ(ইক্খন্) ঈশ্বর(ইশ্শর্), **নদী(নোদি)** [ঢা.বো, '২৪, '১৬; রা. বো. '২৩], দীন (দিনো), বীণা (বিনা),
ঊ	→ **ঊ** এর মতো উচ্চারিত হয় → **ঊ**-কার উ-কার এর মতো উচ্চারিত হয়	ঊষা(উশা) অনুভূতি(ওনুভুতি)	ঊনিশ (উনিশ্), ঊনবিংশ (উনোবিঙ্শো), **রূপসী(রুপোশি)** [চ.বো. '১৬; সি. বো. '১৯],
ঋ	→ **(রি)** এর মতো উচ্চারিত → ঋ-কার (ৃ)	ঋতু(রিতু)	ঋণ(রিন্), **ঋগ্বেদ(রিগ্বেদ্)** [চ. বো. '১৬], ঋণী(রিনি), ঋষি (রিশি) কৃষক(ক্রিশক্), দৃশ্য(দ্রিশ্শো), উচ্ছৃঙ্খল(উচ্ছ্রিঙ্খল্),
এ	→ **(এ)** এর মতো উচ্চারণ → **(অ্যা)** এর মতো উচ্চারণ	একটি (এক্টি) দেশ (দেশ্) একটা (অ্যাক্টা) খেলা (খ্যালা)	এলো(এলো), একতম (একোতমো) মেঘ (মেঘ্) **এক(অ্যাক্)** [ঢা.বো. '১৬; দি. বো. '২৪], **একতা(অ্যাকোতা)** [দি.বো. '১৭], **একাডেমি(অ্যাকাডেমি),** বেলা(ব্যালা), যেমন্(জ্যামোন্),
ঐ	→ **(ওই)** এর মতো উচ্চারিত হয় → ঐ-কার (ৈ)	ঐকিক (ওইকিক্) তৈল(তোইলো)	**ঐক্য(ওইক্কো)** [য.বো. '১৭], ঐক্যমত্য(ওইক্কোমোত্তো), ঐতিহাসিক(ওইতিহাশিক্), **বৈশাখ(বোইশাখ্)** [রা.বো. '১৭; চ.বো. '১৯],
ঔ	→ **(ওউ)** এর মতো উচ্চারিত হয় → ঔ-কার (ৌ)	**ঔষধ(ওউশধ)**[রা.বো. '১৬] মৌমাছি(মোউমাছি)	ঔদাস্য(ওউদাশ্শো), ঔদ্ধত্য(ওউদ্ধোত্তো), ঔজ্জ্বল্য(ওউজ্জোল্লো),

গুরুত্বপূর্ণ কিছু উচ্চারণ

শব্দ	সঠিক উচ্চারণ	শব্দ	সঠিক উচ্চারণ	শব্দ	সঠিক উচ্চারণ	শব্দ	সঠিক উচ্চারণ	শব্দ	সঠিক উচ্চারণ
শ্রদ্ধা	(স্রোদ্ধা)	ইষ্টিপত্র	(ইশ্টিপত্ত্রো)	স্বাধীন	(শাধিন্)	বিপক্ষ	(বিপোক্খো)	জ্যামিতি	(জ্যামিতি)
অন্তর্দৃষ্টি	(অন্তোরদৃশ্টি)	ইতিহাস	(ইতিহাশ্)	শ্বশুর	(শোশুর্)	অপবাদ	(অপোবাদ)	গীত	(গিতো)
অনুগ্রহ	(ওনুগ্গ্রোহো)	ঐকতান	(ওইকোতান্)	উৎকৃষ্ট	(উৎকৃশ্টো)	লক্ষ্য	(লোক্খো)	নিশ্চিত	(নিশ্চিতো)
নিকৃষ্টতম	(নিকৃশ্টোতমো)	বাস্তব	(বাস্তোব্)	উন্নাসিক	(উন্নাশিক্)	অক্ষুণ্ণ	(অক্খুন্নো)	সর্বোত্তম	(শর্বোত্তমো)
প্রশ্রয়	(প্রোস্স্রয়্)	একগুঁয়ে	(অ্যাক্গুঁয়ে)	দ্রষ্টব্য	(দ্রোশ্টোব্বো)	অবক্ষয়	(অবোক্খয়্)	প্রায়শ্চিত্ত	(প্রায়োশ্চিত্তো)
অত্যাবশ্যক	(ওত্তাবোশ্শোক্)	জন্ম	(জন্মো)	রাষ্ট্রপতি	(রাশ্ট্রোপোতি)	আজ্ঞা	(আগ্গাঁ)	বৃক্ষ	(বৃক্খো)
অতিশয়	(ওতিশয়্)	একতারা	(এ্যাক্তারা)	কাষ্ঠ	(কাশ্ঠো)	অত্যুক্তি	(ওত্তুক্তি)	বিষবৃক্ষ	(বিশোবৃক্খো)
অতিরিক্ত	(ওতিরিক্তো)	এমন	(অ্যামোন্)	সংক্ষিপ্ত	(শোঙ্খিপ্তো)	অব্যক্ত	(অব্ব্যাক্তো)	অসভ্য	(অশোব্ভো)
লোকগীতি	(লোকোগিতি)	চলিত	(চলিতো)	সঙ্কুচিত	(শোঙ্কুচিতো)	তপস্বী	(তপোশ্শি)	সদ্য	(শোদ্দো)
তথাকথিত	(তথাকোথিতো)	রঙিন	(রোঙ্গিন্)	ঈগল	(ইগোল্)	ওজস্বি	(ওজোশ্শি)	জয়ধ্বনি	(জয়োদ্ধোনি)
আগমন	(আগোমোন্)	দরখাস্ত	(দর্খাস্তো)	বাস্তবিক	(বাস্তোবিক্)	বিন্যাস	(বিন্নাশ্)	রক্ষক	(রোক্খোক্)
অনুষ্ঠান	(ওনুশ্ঠান্)	গুল্ম	(গুল্মো)	অতিথি	(ওতিথি)	শেওলা	(শ্যাওলা)	অনৈক্য	(অনোইক্কো)
প্রাণপণ	(প্রান্পোন্)	পরিতুষ্ট	(পোরিতুশ্টো)	অগ্নি	(ওগ্নি)	বিন্যস্ত	(বিন্নস্তো)	বিশ্লেষণ	(বিস্লেশন্)

ব্যঞ্জনবর্ণ

	উচ্চারণ	যেমন-	আরো উদাহরণ
ঞ	→ (ন) এর মতো উচ্চারিত হয়	চঞ্চল (চন্চল্)	
ণ	→ (ন) এর মতো উচ্চারিত হয়	কণা (কনা)	বাণী (বানি), হরিণ (হোরিন্)
শ	→ (শ) এর মতো উচ্চারিত হয়	শত (শতো)	
	→ (স) এর মতো উচ্চারিত হয়	শ্রমিক (স্রোমিক্)	**শ্লেষ্মা(স্লেশ্শাঁ)** [সি.বো. '১৭], **শ্রাবণ(স্রাবোন্)** [চ.বো.২৪; সকল বোর্ড '১৮]
স	→ (স) এর মতো উচ্চারিত হয়	সালাম (সালাম্)	আস্তে (আস্তে), **হিংস্র(হিঙস্স্রো)** [য.বো. '১৭; ব. বো. '২৩],
	→ (শ) এর মতো উচ্চারিত হয়	সামান্য (শামান্নো)	শৃঙ্গ(স্রিঙ্গো), **অসীম(অশিম্)**, সাধারণ(শাধারোন্),
ষ	→ (শ) এর মতো উচ্চারিত হয়	ভাষা (ভাশা)	ষোলো(শোলো), **ষাণ্মাসিক(শান্মাশিক্)**, প্রকৃষ্ট(প্রোকৃশ্টো)
ং(অনুস্বার)	→ (ঙ) এর মতো উচ্চারিত হয়	অংশ (অঙ্শো)	জনসংখ্যা(জনোশোঙ্খা), **সংগ্রহ(শঙ্গ্রোহো)** [ব.বো. '১৬],
ঃ (বিসর্গ)	→ পরবর্তী ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঘটায়।	অনিঃশেষ (অনিশ্শেশ্)	**নিঃশর্ত(নিশ্শর্তো)** [চ.বো. '১৭], **অতঃপর(অতোপ্পর্),**
য	→ (জ) এর মতো উচ্চারিত হয়	যিনি (জিনি)	যদি (জোদি), সূর্য (শুর্জো), যথাক্রমে(জথাক্ক্রোমে),
য-ফলা	→ (এ) এর মতো উচ্চারণ	ব্যতীত (বেতিতো)	**ব্যতিক্রম (বেতিক্ক্রোম্)** [য. বো. '২৪],
	→ **(অ্যা)** এর মতো উচ্চারণ	**ব্যবহার(ব্যাবোহার্)** [ঢা.বো'১	ব্যর্থ(ব্যার্থো), **ব্যাখ্যা(ব্যাক্খা)** [ঢা.বো. '১৬; চ.বো. '১৯; দি.বো. '১৭],
	→ আশ্রিত বর্ণের **দ্বিত্ব উচ্চারণ**	উদ্যম (উদ্দম)	উদ্যত(উদ্দতো), **গদ্য(গোদ্দো)** [রা. বো. '২৪], **পদ্য(পোদ্দা),**
	→ কোনো **উচ্চারণ হয় না**	**সন্ধ্যা (শোন্ধা)** [কু. বো. '২৪]	স্বাস্থ্য (শাস্থো), অর্ঘ্য(অর্ঘো), দন্ত্য (দন্তো)
	→ **হ্য** হলে **('জ্ঝ')** এর মতো উচ্চারিত হয়	গ্রাহ্য (গ্রাজ্ঝো)	**অসহ্য(অসোজ্ঝো), ঐতিহ্য(ওইতিজ্ঝো)** [ব. বো. '১৯],
	→ **ধ্য** হলে **(দ্ধ)** এর মতো উচ্চারিত হয়	**অধ্যক্ষ (ওদ্ধোক্খো)**	**অধ্যাপক(ওদ্ধাপোক্)** [দি.বো. '১৬], অধ্যবসায়(ওদ্ধোবশায়্),
	→ **ভ্য** হলে **(ব্ভ)** এর মতো উচ্চারিত হয়	**সভ্য(শোব্ভো)** [রা.বো. '১৭]	অনভ্যাস (অনোবভ্যাশ্)
	→ **খ্য** হলে **(ক্খ)** এর মতো উচ্চারিত হয়	বিখ্যাত (বিক্খ্যাতো)	
	→ **থ্য** হলে **(ত্থ)** এর মতো উচ্চারিত হয়	অকথ্য (অকোত্থো)	তথ্য(তোত্থো),
ব-ফলা	→ স্বাভাবিক/যথাযথ উচ্চারণ হয়		সম্বল(সম্বল্), উদ্বাস্তু(উদ্বাস্তু), দিগ্বিজয়(দিগ্বিজয়্),
	→ কোনো উচ্চারণ হয় না	ত্বক (তক্)	**স্বল্প(শল্পো)** [চ.বো. '১৭], **স্বাগত(শাগতো),**
	→ আশ্রিত বর্ণের **দ্বিত্ব উচ্চারণ**	বিশ্বাস (বিশ্শাশ্)	মহত্ত্ব(মহোত্তো), অশ্ব(অশ্শো), **বিদ্বান(বিদ্দান্)** [রা.বো. '১৭],
ম-ফলা	→ স্বাভাবিক/যথাযথ উচ্চারণ হয়		**মৃন্ময়(মৃন্ময়্)** [কু. বো. '২৪; ব.বো. '১৭], তন্ময়(তন্ময়্),
	→ কোনো **উচ্চারণ হয় না** তবে আনুনাসিক বোঝাতে চন্দ্রবিন্দু(ঁ) হয়		**স্মৃতি(সৃঁতি), স্মর্তব্য(শঁর্তোব্বো),** স্মৃতিসৌধ(সৃঁতিশোউ্ধো)
	→ আশ্রিত বর্ণের **দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়** এবং আনুনাসিক বোঝাতে চন্দ্রবিন্দু হয়		আত্মীয়(আত্তিঁয়ো), **প্রেতাত্মা(প্রেতাত্তাঁ), গ্রীষ্ম(গ্রিশ্শোঁ),**
র-ফলা	→ আশ্রিত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়	মাত্র(মাতত্রো)	বিদ্রোহ (বিদ্দ্রোহো), যাত্রী (জাত্ত্রি),
	→ আশ্রিত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় না	কেন্দ্র	ওতপ্রোত(ওতোপ্প্রোতো), শাস্ত্র(শাস্ত্রো), মন্ত্র(মন্ত্রো),
			প্রথম(প্রোথোম্) [দি.বো. '১৬], **গণতন্ত্র (গনোতন্ত্রো)** [য. বো. '২৩]
রেফ	অর্ঘ্য(অর্ঘো), ঊর্ধ্ব(উর্ধো), মর্যাদা (মোর্জাদা), ধার্য(ধার্জো), ভর্তুকি(ভোর্তুকি), কর্ম(কর্মো), উর্বশী (উর্বোশি),		

গুরুত্বপূর্ণ কিছু উচ্চারণ

বণ্টন	(বন্টোন্)	**উন্মত্ত**	(উন্মত্তো)	**দুঃসাহস**	(দুশ্শাহোস)	**কর্তব্য**	(করতোব্বো)	**দীন**	(দিনো)
গণ্ডগ্রাম	(গন্ডোগ্গ্রাম)	**বিচ্যুতি**	(বিচ্চুতি)	**নিঃসঙ্গ**	(নিশ্শঙ্গো)	**চর্যাপদ**	(চোর্জাপদ্)	**দীনবন্ধু**	(দিনোবোন্ধু)
চট্টগ্রাম	(চট্টোগ্গ্রাম)	**লাবণ্য**	(লাবোন্নো)	**ব্যবসায়**	(ব্যাবোশায়্)	**রম্য**	(রোম্মো)	**অত্যন্ত**	(ওত্তোন্তো)
পথচারী	(পথোচারী)	**আবশ্যক**	(আবোশ্শোক্)	**বিস্তৃত**	(বিস্তৃতো)	**বংশজ**	(বঙ্শোজো)		

যুক্তবর্ণ

	উচ্চারণ	যেমন-	আরো উদাহরণ
ক্ষ = ক্+ষ	→ খ (শব্দের প্রথমে) → ক্খ (শব্দের মধ্যে বা শেষে)	ক্ষমা (খমা) **কক্ষ(কোকখো)** [ব.বো. '১৭]	ক্ষতি(খোতি) **দক্ষ(দোক্খো), পরীক্ষা(পোরিক্খা)** [কু. বো. '২৩; দি.বো. '১৭], শিক্ষক(শিক্খক্) **অক্ষ(ওক্খো)** [রা.বো. '১৭], **প্রত্যক্ষ(প্রত্তক্খো)** [দি. বো. '১৯]
ঞ্চ = ঞ+চ	→ **ঞ** (ন)	চঞ্চল (চন্চল্)	
ঞ্জ = ঞ+জ	→ **ঞ** (ন)	গঞ্জ (গন্জো)	**গঞ্জনা(গন্জনা/গনজোনা)** [কু. বো. '১৭]
জ্ঞ = জ্+ঞ	→ **জ্ঞ** (গ্যাঁ) → **জ্ঞ** (গ্ঁগ)	**জ্ঞান(গ্যাঁন্)** [রা,বো. ২৪] **বিজ্ঞ (বিগ্ঁগো)** [ব.বো. ১৭]	**জ্ঞাতি(গ্যাঁতি)** [চ. বো. '২৪], **জ্ঞাত (গ্যাঁতো)** [দি.বো, '১৭: ব.বো. '১৬], **বিজ্ঞান(বিগ্ঁগ্যান্), অকৃতজ্ঞ(ওকৃতগ্ঁগো)** [সি.বো. '১৭], অভিজ্ঞ(ওভিগ্গোঁ), **প্রতিজ্ঞা(প্রোতিগ্গাঁ)**[য. বো. '২৪], **বিশেষজ্ঞ(বিশেশগ্গোঁ)** [ঢা. বো. '২৪] **বিজ্ঞাপন(বিগ্গাঁপোন্)** [য. বো. '২৩], **অজ্ঞান(অগ্গ্যাঁন)** [কু. বো. '২৪]
ষ্ণ = ষ্+ণ	→ **ষ্ণ** (শ্ন)	উষ্ণ (উশ্নো)	
হ্ন = হ্+ন	→ **হ্ন** (ন্হ)	**চিহ্ন (চিন্হো)** [চ.বো.'১৯,১৬]	**চিন্ho, মধ্যাহ্ন(মদ্ধান্হো/মদ্ধাnho)**[দি. বো. '২৪], সায়াহ্ন(শায়ান্হো), আহ্নিক(আন্হিক্),
হ্ণ = হ্+ণ	→ **হ্ণ** (ন্হ)	অপরাহ্ণ(অপোরান্হো)	জাহ্নবী(জান্হোবি)
হ্ম = হ্+ম	→ **হ্ম** (ম্হ)	ব্রহ্মা (ব্রোম্হা)	**ব্রহ্মাণ্ড(ব্রোম্হান্ডো)** [কু.বো. '১৬], **ব্রহ্মপুত্র(ব্রোম্হোপুত্ত্রো)** [কু. বো. '১৯]
হ্ল = হ্+ল	→ **হ্ল** (ল্হ)	আহ্লাদ (আল্হাদ্)	
হ্র = হ+র(ফলা)	→ **হ্র** (রহ/র)	হ্রদ(রহ্দ্/রদ্)	হ্রস্ব (রশ্শো)
হৃ = হ+ঋ	→ **হৃ** (র)	হৃদয়(rhiদয়্) [রা.বো.২৪]	
হ্ব = হ্+ব	→ **হ্ব** (ওভ) → **হ্ব** (উভ)	**আহ্বান (আও্ভান্)** বিহ্বল (বিউ্ভল্)	গহ্বর (গও্ভর্), আহ্বায়ক(আও্ভায়ক্) **জিহ্বা (জিউ্ভা)** [সি.বো. '১৭; দি. বো. '২৪]
ন্থ = ন্+থ	→ **ন্থ** (ন্থ)	গ্রন্থ (গ্রোন্থো)	
ত্থ = ত্+থ	→ **ত্থ** (ত্থ)	উত্থান (উত্থান্)	
ন্ধ = ন্+ধ	→ **ন্ধ** (ন্ধ)	**সন্ধ্যা (শোন্ধা)**	**সম্বন্ধ (শম্বন্ধো)**
দ্ধ = দ্+ধ	→ **দ্ধ** (দ্ধ)	আবদ্ধ (আবোদ্ধো)	**নিষিদ্ধ (নিশিদ্ধো)** [রা.বো. '১৬]
চ্ছ = চ্+ছ	→ **চ্ছ** (চ্ছ)	বিচ্ছেদ (বিচ্ছেদ্)	উচ্ছিষ্ট (উচ্ছিশ্টো)
ক্ত = ক্+ত	→ **ক্ত** (ক্ত)	উক্ত (উক্তো)	শনাক্ত(শনাক্তো), উদ্যোক্তা (উদ্দোক্তা)
ঙ্গ = ঙ+গ	→ **ঙ্গ** (ঙ্গ)	প্রত্যঙ্গ (প্রোত্তঙ্গো)	মঙ্গল (মঙ্গোল)

গুরুত্বপূর্ণ কিছু উচ্চারণ

শব্দ	শুদ্ধ উচ্চারণ	শব্দ	শুদ্ধ উচ্চারণ	শব্দ	শুদ্ধ উচ্চারণ	শব্দ	শুদ্ধ উচ্চারণ	শব্দ	শুদ্ধ উচ্চারণ
লঙ্ঘন	(লঙ্ঘোন্)	**অকর্মণ্য**	(অকর্মোন্নো)	**শুক্রবার**	(শুক্ক্রোবার্)	**ভ্রাতুষ্পুত্র**	(ভ্রাতুশ্পুত্ত্রো)	**শ্রদ্ধাস্পদ**	(শ্রোদ্ধাশ্পদো)
ভাঙন	(ভাঙ্গোন্)	**কল্যাণ**	(কোল্ল্যান্)	**বিমিশ্র**	(বিমিস্স্রো)	**ভ্রষ্ট**	(ভ্রোশ্টো)	**অন্ন**	(অন্নো)
ভয়ঙ্কর	(ভয়োঙ্কর্)	**অকল্যাণ**	(অকোল্যান্)	**মন্ত্রণালয়**	(মনত্রোনালয়্)	**আবৃত্তি**	(আবৃত্তি)	**অন্য**	(ওন্নো)
পত্তন	(পত্তন্)	**অকারণ**	(অকারোন্)	**চরিত্র**	(চোরিত্ত্রো)	**উপান্ত**	(উপান্তো)	**অন্ত্য**	(ওন্তো)
সম্পূর্ণ	(শম্পুর্নো)	**অকুণ্ঠ**	(অকুন্ঠো)	**সর্বত্র**	(শর্বোত্র)	**সম্প্রতি**	(শম্প্রোতি)	**ব্যক্ত**	(বেক্তো)
সম্পর্ক	(শম্পর্কো)	**অথচ**	(অথোচো)	**চিহ্নিত**	(চিন্হিতো)	**শস্য**	(শশ্শো)	**ব্যগ্র**	(ব্যাগ্গ্রো)
বনভোজন	(বোন্ভোজোন্)	**কিংবদন্তি**	(কিঙ্বদোন্তি)	**ষড়ঋতু**	(শড়োরিতু)	**যন্ত্রণা**	(জন্ত্রোনা)	**উষ্ম**	(উশ্মো)
বাহ্যিক	(বাজ্ঝিক্)	**উদ্বিগ্ন**	(উদ্বিগ্নো)	**স্বজন**	(শজোন্)	**দায়িত্ব**	(দায়িত্তো)	**ব্যবসা**	(ব্যাব্শা)
লণ্ঠন	(লন্ঠন্)	**ব্যবহার**	(ব্যাবোহার্)	**চক্রবাক**	(চক্ক্রোবাক্)	**রহস্য**	(রহোশ্শো)	**অদম্য**	(অদোম্মো)
ইতঃপূর্বে	(ইতোপুর্বে/ইতোপ্পুর্বে)			**এখন**	(অ্যাখোন্)	**প্রচুর**	(প্রোচুর্)	**অণু**	(ওনু)

সাহিত্যে খুঁজি ব্যাকরণ

পরীক্ষায় খুব কমন

বিদ্রোহী	
বীর	বীর্
উন্নত	উন্‌নোতো
হিমাদ্রি	হিমাদ্‌দ্রি
মম	মমো
প্রলয়	প্রোলয়
অভিশাপ	অভিশাপ
পৃথ্বী	পৃত্‌থি
নৃশংস	নৃশঙ্‌শো
উচ্ছৃঙ্খল	উচ্‌ছৃঙ্‌খল্
শৃঙ্খল	ছৃঙ্‌খল্
তরী	তোরি
ভীম	ভিম্
বিদ্রোহী	বিদ্‌দ্রোহি
বৈশাখী	বোইশাখ্
সৃষ্টি	সৃশ্‌টি
ধ্বংস	ধঙ্‌শো
সূর্য	শুর্‌জো
বঞ্চিত	বোন্‌চিতো
পিণাক	পিনাক্
শ্মশান	শশান্
কুর্ণিশ	কুর্‌নিশ্
ত্রিশূল	ত্রিশুল্
শ্বাস	শাশ্
বেণুবীণা	বেনুবিনা
পূরবী	পুরবি
লাঞ্ছিত	লান্‌ছিতো
প্রিয়	প্রিয়ো
সিন্ধু	সিন্‌ধু
নিঃক্ষত্রিয়	নিক্‌খোত্‌ত্রিয়ো
বিশ্ব	বিশ্‌শো
শান্তি	শান্তি
রৌদ্র	রোদ্‌দো
অধীন	ওধিন্
অত্যাচার	অত্‌তাচার্

অপরিচিতা	
পরিষ্কার	পরিশ্‌কার্
নিঃশ্বাস	নিশ্‌শাশ্
দক্ষযজ্ঞ	দোক্‌খোজগ্‌গো
সুলক্ষণ	সুলোক্‌খোন্
অভ্র	অব্‌ভ্রো
অজস্র	অজশ্‌স্রো
সৌন্দর্য	শোন্‌দর্‌জো
সম্বন্ধ	শম্‌বন্‌ধো
পদক্ষেপ	পদোক্‌খেপ্
সরস্বতী	শোরশ্‌শোতী
জিজ্ঞাসা	জিগ্‌গাশা
বিশ্বব্যাপী	বিশ্‌শোব্যাপি
পরীক্ষা	পোরিক্‌খা
কন্যাপক্ষ	কোন্‌নাপোক্‌খো
বিদ্রুপ	বিদ্‌দ্রুপ্
লক্ষ্মী	লক্‌খি
অন্নপূর্ণা	অন্‌নোপুর্‌না
অদ্বিতীয়	অদ্‌দিতিয়ো
শীঘ্রই	শিগ্‌গোই
পদ্মবন	পদ্‌দোবন্
অন্তঃপুর	অন্‌তোপুর্
ক্ষুব্ধ	খুব্‌ধো

সোনার তরী	
বরষা	বর্‌শা
গগন	গগোন্
কূল	কুল্
তরী	তোরি
একেলা	অ্যাকেলা
খেলা	খ্যালা
তরণী	তরোনি
নদী	নোদি
শূন্য	শুন্‌নো
ক্ষণিক	খনিক্

মাসিপিসি	
অবজ্ঞা	অবগ্‌গা
দুর্ভিক্ষ	দুর্‌ভিক্‌খো
পরিশ্রম	পোরিশ্‌শ্রোম্
নিরাশ্রয়	নিরাস্‌শ্রয়
যন্ত্রণা	জন্‌ত্রোনা
মারাত্মক	মারাত্‌তক্
ভবিষ্যৎ	ভোবিশ্‌শত্
হট্টগোল	হট্‌টোগোল্
শুক্লপক্ষ	শুক্‌লোপক্‌খো
সন্তর্পণ	শন্‌তরপন্

প্রতিদান	
প্রতিদান	প্রতিদান্
বিরাগী	বিরাগি
দীঘল	দিঘল্
রজনী	রজনি
মালঞ্চ	মালন্‌চো
বাণী	বানি
বাণ	বান্
সোহাগ	শোহাগ

কিংবদন্তির কথা বলছি	
শস্য	শশ্‌শো
প্রজ্বলিত	প্রজ্‌জলিতো
পরিচর্যা	পরিচর্‌জা
অতিক্রান্ত	অতিক্‌ক্রান্‌তো
জিহ্বা	জিউ্‌ভা
ক্রীতদাস	ক্রিতদাশ্
শ্বাপদ	শাপদ্
কিংবদন্তি	কিঙ্‌বদোন্‌তি
বঞ্চিত	বোন্‌চিতো
হৃৎপিণ্ড	হৃতপিন্‌ডো

রেইনকোট	
উদ্বিগ্ন	উদ্‌বিগ্‌নো
ভবিষ্যদ্বাণী	ভোবিশ্‌শত্‌বানি
ছদ্মবেশী	ছদ্‌দোবেশি
আমন্ত্রণ	আমন্‌ত্রোন্
অবশ্যম্ভাবী	অবশ্‌শম্‌ভাবি

আঠারো বছর বয়স	
জয়ধ্বনি	জয়োদ্‌ধোনি
বছর	বছোর্
শপথ	শপথ
বয়স	বয়োশ্
সংশয়	শন্‌শয়
অসহ্য	অসোজ্‌ঝো
লক্ষ	লক্‌খো
দুঃসহ	দুশ্‌শহো
দুঃসাহস	দুশ্‌শাহোশ্

ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯	
কৃষ্ণচূড়া	কৃশ্‌নোচুরা
ভূলুণ্ঠিত	ভুলুন্‌ঠিতো
সন্ত্রাস	শন্‌ত্রাশ্
নক্ষত্র	নোক্‌খোত্‌ত্রো

বিলাসী	
গ্রীষ্ম	গ্রিশ্‌শোঁ
সন্ন্যাসী	শোন্‌নাশি
আবৃত্তি	আবৃত্‌তি
মৃত্যুঞ্জয়	মৃত্‌তুন্‌জয়
আকাঙ্ক্ষা	আকাঙ্‌খা
গ্রীষ্ম	গ্রিশ্‌শোঁ
বিলাসী	বিলাশি
অতিক্রম	ওতিক্‌ক্রোম্

STEP 2 > বিগত HSC বোর্ড প্রশ্ন সমাধান

সাজেশন	▶	উচ্চারণ	পৃষ্ঠা
★	০১.	**বিশুদ্ধ উচ্চারণের প্রয়োজন** কেন আলোচনা কর।	১০
★★★	০২.	**বাংলা উচ্চারণের যেকোনো পাঁচটি নিয়ম** উদাহরণসহ লেখ।	০৯
★★★	০৩.	উচ্চারণ রীতি কাকে বলে। বাংলা **উচ্চারণের চারটি নিয়ম** লেখ। *[দি বো ১৬; রা বো ১৬; য বো ১৯, ব বো ১৬, চ বো ২২]*	০৯
★★★	০৪.	বাংলা **'অ' ধ্বনি উচ্চারণের** যেকোনো পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। *[ঢা২২,১৯,১৭,১৬, কু১৭,১৬, দি,বো১৭; সি,বো১৯; রা,বো১৬; য,বো১৭, ব,বো,১৭, চ,বো ১৯,১৬]*	১৮
★	০৫.	বাংলা শব্দে **আদ্য অ-কারের উচ্চারণের** পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো। *রাজশাহী বোর্ড ২০২৩, চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩, ময়মনসিংহ ২০২৩*	১৮
★	০৬.	বাংলা শব্দে **অন্ত্য অ-কারের উচ্চারণের** পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো। *[কু বো ১৭, ১৬]*	১৯
★★	০৭.	বাংলা উদ্ধারণে **'অ' কখন 'ও' রূপে** উচ্চারিত হয়? উদাহরণসহ ৫টি নিয়ম লেখো।	১৯
★	০৮.	**'এ' ধ্বনি উচ্চারণের** পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। *কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩, সিলেট বোর্ড ২০২৩,*	১৯
★	০৯.	**ম-ফলা উচ্চারণের** যেকোনো পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখে। *ঢাকা বোর্ড ২০২৩, দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩,*	১৯
★	১০.	**ব-ফলা উচ্চারণের** যেকোনো পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখে। *যশোর বোর্ড ২০২৩, বরিশাল বোর্ড ২০২৩,*	১৯
★	১১.	**য-ফলা উচ্চারণের** যেকোনো পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখে। *যশোর বোর্ড ২০২২,*	১৯
	১২.	বাংলা **ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের** যেকোনো এটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো।	১৯

বিগত HSC পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

.... **ক. বর্ণনামূলক** (খ) উদাহরণসহ উচ্চারণের নিয়ম লেখ: ৫

০১. বিশুদ্ধ উচ্চারণের প্রয়োজন কেন আলোচনা কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

উত্তর পৃষ্ঠা – ১০

০২. বাংলা উচ্চারণের যেকোনো পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

২ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

উত্তর পৃষ্ঠা – ১১

০৪. বাংলা 'অ' ধ্বনি উচ্চারণের যেকোনো পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ দেখ।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

❖ **'অ' ধ্বনি উচ্চারণের ৫টি নিয়ম-**

০১. শব্দের আদিতে যদি 'অ' থাকে এবং তারপর ই/ঈ/উ/ঊ-কার থাকে তবে সেই অ-এর উচ্চারণ ও-কারের মতো হয়।
যেমন-অতীত (ওতিত), নদী(নোদি),

০২. শব্দের আদ্য অ-এর পরে য-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে সেই ক্ষেত্রে অ-এর উচ্চারণ সাধারণত ও-কারের মতো হয়।
যেমন- অন্য (ওননো), কন্যা (কোন্না)

০৩. আদ্য অ-এর পর 'ক্ষ' থাকলে সে অ-এর উচ্চারণ ও- কারের মতো হয়।
যেমন- অক্ষ (ওক্খো),

০৪. ১১ থেকে ১৮ পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দের শেষে 'অ' এর উচ্চারণ 'ও' এর মতো হয়।
যেমন- (১১) এগার (এগারো), (১২) বার (বারো), (১৮) আঠার (আঠারো)

০৫. দ্বিরুক্ত শব্দ প্রায়শ অন্ত্য 'অ' ও-এর মতো তথা সংবৃত উচ্চারণ হয়।
যেমন: ছল ছল (ছলো-ছলো), বড়-বড় (বড়ো বড়ো), ইত্যাদি।

০৩. উচ্চারণ রীতি কাকে বলে। বাংলা উচ্চারণের চারটি নিয়ম লেখ।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

❖ **উচ্চারণ রীতি**

উচ্চারণ একটি বাচনিক প্রক্রিয়া। অঞ্চল, সময়, ব্যক্তি, ভৌগোলিক সীমার ভিন্নতার কারণে উচ্চারণের ভিন্নতা হতে পারে। সময়ের বিবর্তনে বাংলা উচ্চারণে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছে এবং বিভিন্ন কারণে উচ্চারণের বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। চলিত বাংলার কথ্য বাচনভঙ্গির বিভিন্ন বৈচিত্র্যের একটি সমন্বিত উচ্চারণ মানকে প্রমিত বাংলা উচ্চারণ বলে ধরা হয়।

❖ **বাংলা উচ্চারণের চারটি নিয়ম-**

উত্তর পৃষ্ঠা – ১১

০৫. বাংলা শব্দে আদ্য অ-কারের উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম। উদাহরণসহ লেখো।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

❖ **'অ' ধ্বনি উচ্চারণের ৫টি নিয়ম-**

০১. শব্দের আদিতে যদি 'অ' এর পরে **ই/ঈ/উ/ঊ**-কার থাকে তবে সেই অ-এর উচ্চারণ ও-কারের মতো হয়। যেমন-অতীত (ওতিত্), নদী(নোদি),

০২. শব্দের আদ্য অ-এর পরে **য-ফলা** থাকলে সেই ক্ষেত্রে অ-এর উচ্চারণ সাধারণত ও-কারের মতো হয়। যেমন- অন্য (ওননো), কন্যা (কোন্না)

০৩. আদ্য অ-এর পর **'ক্ষ'** থাকলে সেই অ-এর উচ্চারণ ও- কারের মতো হয়। যেমন- অক্ষ (ওক্খো),

০৪. শব্দের প্রথমে যদি 'অ' থাকে এবং তারপর **ঋ-কার** যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে সে অ-এর উচ্চারণ ও-কারের মতো হয়। যেমন- বক্তৃতা (বোক্তৃতা)

০৫. শব্দের প্রথমে **র-ফলা** থাকলে সেক্ষেত্রেও আদ্য অ-এর উচ্চারণ ও-কারের মতো হয়। যেমন- গ্রহ(গ্রোহো), গ্রন্থ(গ্রোন্‌থো)

০৬. বাংলা শব্দে অন্ত অ-কারের উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

❖ **অন্ত্য 'অ' উচ্চারণের ৫টি নিয়ম-**

১. **১১ থেকে ১৮ পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দের শেষে 'অ' এর উচ্চারণ 'ও' এর মতো হয়।**
যেমন- (১১) এগার (এগারো), (১২) বার (বারো), (১৮) আঠার (আঠারো)

২. **শব্দের শেষে 'অ' ধ্বনির পূর্বে র-ফলা বা ঋ-কার থাকলে শেষে 'অ' ধ্বনি 'ও' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়।**
যেমন- বিকৃত (বিকৃতো), মৃত (ম্রিতো), ইত্যাদি।

৩. **দ্বিরুক্ত শব্দ প্রায়শ অন্ত্য 'অ' ও-এর মতো উচ্চারণ হয়।**
যেমন: ছল ছল (ছলো-ছলো), বড়-বড় (বড়ো বড়ো), ইত্যাদি।

৪. **বিশেষ্য শব্দের শেষে 'হ' এবং বিশেষণ শব্দের শেষে 'ঢ়' থাকলে অন্ত 'অ' বিলুপ্ত না হয়ে ও-কারের মতো উচ্চারিত হয়।**
যেমন- বিরহ (বিরহো), মূঢ়(মুঢ়ো)

৫. **শব্দান্তে যুক্তবর্ণ থাকলে অন্তিম 'অ' ও-কারের মতো উচ্চারিত হয়।**
যেমন- কৃষ্ণ (কৃশ্নো), শক্ত(শক্তো),

০৭. বাংলা উচ্চারণে 'অ' যখন 'ও' রূপে উচ্চারিত হয়? উদাহরণসহ ৫টি নিয়ম লেখো

৭ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

❖ **'অ' যখন 'ও' রূপে উচ্চারিত হয়-**

১. **শব্দের আদ্য অ-এর পর (য) ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে সেক্ষেত্রে অ-এর উচ্চারণ ও-কারের মতো হয়।** যেমন- অদ্য (ওদ্‌দো),

২. **একাক্ষর শব্দের প্রথমে 'অ' এবং পরে 'ন' থাকলে ও-কারের মতো উচ্চারণ হয়।** যেমন- মন (মোন), ইত্যাদি

৩. **আদ্য অ-এর পর 'ক্ষ' থাকলে সে অ-এর উচ্চারণ সাধারণত ও-কারের মতো হয়ে থাকে।** যেমন- দক্ষ (দোক্‌খো),

৪. **শব্দের প্রথমে যদি 'অ' থাকে এবং তারপর ঋ-কার যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে সে অ-এর উচ্চারণ ও-কারের মতো হয়।**
যেমন- বক্তৃতা (বোক্‌তৃতা)

৫. **শব্দের প্রথমে অ-যুক্ত র-ফলা থাকলে সেক্ষেত্রেও আদ্য অ-এর উচ্চারণ ও-কারের মতো হয়ে থাকে।**
যেমন- গ্রন্থ (গ্রোন্‌থো)

০৮. 'এ' ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

৮ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

❖ **বাংলা এ- ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম:**

১. **শব্দের অন্তে 'এ' সংবৃত অর্থাৎ অবিকৃত 'এ' হয়।**
যেমন পথে(পথে), ঘাটে (ঘাটে) ইত্যাদি।

২. **একাক্ষর সর্বনাম পদের 'এ' সংবৃত হয়।** যেমন- কে, সে,

৩. **'ই' বা 'উ'-কার পরে থাকলে 'এ' সংবৃত হয়।**
যেমন- দেখি (দেখি), রেণু (রেনু) ইত্যাদি।

৪. **দুই অক্ষর বিশিষ্ট সর্বনাম বা অব্যয় পদে 'এ' ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ অর্থাৎ 'অ্যা' হয়।**
যেমন- এত (অ্যাতো), কেন (ক্যানো)।

৫. খাঁটি বাংলা শব্দে 'এ' ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ হয়।
যেমন- খেমটা (খ্যামটা), তেলাপোকা (ত্যালাপোকা)

০৯. ম-ফলা উচ্চারণের যেকোনো পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখে।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

❖ **ম-ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম-**

১. শব্দের মধ্যে বা শেষে ম-ফলা যুক্ত হলে 'ম' উচ্চারিত না হয়ে সংযুক্ত ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়ে থাকে এবং উক্ত ব্যঞ্জনটি নাসিক্য প্রভাবিত হয়।
যেমন- **পদ্ম (পদ্‌দোঁ), রশ্মি (রোশ্‌শিঁ)**, ইত্যাদি।

২. শব্দের মধ্যে কিংবা শেষে সর্বত্র ম-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় না। যেমন- **বাগ্মি (বাগ্‌মি),**

৩. যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত ম-ফলার উচ্চারণ হয় না এবং উক্ত ব্যঞ্জনটি নাসিক প্রভাবিত হয়।
যেমন- **সুক্ষ্ম (শুক্‌খোঁ),**

৪. ম-ফলা যুক্ত কতিপয় সংস্কৃত শব্দ রয়েছে, যার বানান ও উচ্চারণ সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী হয়ে থাকে।
যেমন- **কুষ্মাণ্ড(কুশ্‌মান্‌ডো), সুস্মিতা(শুশ্‌মিতা),**

১০. ব-ফলা উচ্চারণের যেকোনো পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখে।

১০ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

❖ **ফলা উচ্চারণের ৫টি নিয়ম ও উদাহরণ দেওয়া হলো-**

০১. শব্দের প্রথমে থাকলে ব-ফলার উচ্চারণ হয় না।
যেমন- **ত্বক (তক্), জ্বর (জর্),**

০২. শব্দের মধ্যে বা শেষে ব-ফলা থাকলে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হয়।
যেমন- **বিশ্ব (বিশ্‌শো),**

০৩. যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে ব-ফলা যুক্ত হলে 'ব' অনুচ্চারিত থাকে।
যেমন- **সান্ত্বনা (শান্‌তোনা)**

০৪. ব-য়ে ও ম-য়ে ব-ফলার উচ্চারণ বহাল থাকে।
যেমন- **নব্বই (নোব্‌বোই),**

০৫. শব্দের মধ্যে ও শেষে দ্ব-ফলা থাকলে ব-এর উচ্চারণ বহাল থাকে।
যেমন- **উদ্বেল (উদ্‌বেল), উদ্বোধন (উদ্‌বোধোন্)**, ইত্যাদি।

১১. য-ফলা উচ্চারণের যেকোনো পাঁচটি নিয়ম। উদাহরণসহ লেখে।

১১ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

❖ **য-ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লিখ -**

০১. **পরে ই ঈ ধ্বনি যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে শব্দের প্রথমের য-ফলার উচ্চারণ 'এ' হয়।** যেমন- ব্যতীত(বেতিতো),

০২. **'অ' বা 'আ' ধ্বনি যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে শব্দের প্রথমে য-ফলার উচ্চারণ 'অ্যা' হয়।** যেমন- ব্যাকরণ(ব্যাকরোন্),

০৩. **শব্দের মধ্যে বা শেষে যুক্ত ব্যঞ্জনের সাথে য-ফলা যুক্ত হলে তার উচ্চারণ হয় না।** যেমন- স্বাস্থ্য(শাস্‌থো)

০৪. **শব্দের মধ্যে বা শেষে ব্যঞ্জনের সাথে য-ফলা যুক্ত হলে সে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়।** যেমন- কল্যাণ(কোল্‌লান্)

০৫. **শব্দের প্রথমে য-ফলার সঙ্গে ই, উ, ও-কার যুক্ত হলে য-ফলার উচ্চারণ হয় না।** যেমন- দ্যুতি(দুতি), ব্যুৎপত্তি(বুত্‌পোত্‌তি),

……… খ. নির্ণয়মূলক অথবা, (খ) নিচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের সঠিক উচ্চারণ লেখ: ৫

[রা. বো. '২৪; য. বো. '২৪; কু.বো. '১৭, '১৬; চ. বো. '২৩; ব.বো. '১৯, '১৬; ম. বো. '২৪]	আহ্বান	আওভান্	*[কু.বো. '১৭; সি.বো. '১৬]*	মন্তব্য	মন্তোব্বো
[রা.বো. '১৬; কু.বো. '১৭; য.বো. '২৩, '১৯, '১৬; চ.বো, '২৩, '১৯, '১৬; ব.বো. '১৬]	অধ্যক্ষ	ওদ্ধোক্খো	*[সকল বোর্ড '১৮; দি.বো. '১৭]*	দীনবন্ধু	দিনোবোন্ধু
[ঢা.বো. '২৪, '১৯, '১৬; রা. বো. '১৯; চ.বো. '১৬; ব. বো. '২৩; দি.বো. '১৯]	আবৃত্তি	আবৃত্তি	*[ঢা. বো. '১৯; চ.বো. '১৬]*	দায়িত্ব	দায়িত্তো
[চ.বো. '১৬; সি.বো. '১৯; ব. বো. '২৪ দি.বো. '১৬; ম. বো. '২৪]	একাডেমি	অ্যাকাডেমি	*[রা. বো. '২৪; দি. বো. '১৯]*	শ্রবণ	স্রোবোন্
[ঢা.বো. '১৬; য.বো. '১৯; রা. বো. '১৯; সি.বো. '১৯; ম. বো. '২৪]	ব্রাহ্মণ	ব্রাম্হোন্	*[ব.বো. '১৬; কু. বো. '১৯]*	ষাণ্মাসিক	শান্নাশিক্
[ঢা.বো. '১৬; রা.বো. '১৭; কু. বো. '২৩; চ. বো. '২৪; দি.বো. '১৭]	অসীম	অশিম্	*[রা. বো. '২৩; য. বো. '২৪]*	স্মরণীয়	শঁরোনিয়ো
[য.বো. '২৪, '১৯, '১৬; কু. বো. '১৯; চ. বো. '১৯; ব. রো. '২৩]	ঐশ্বর্য	ওইশ্শরজো	*[ব.বো. '২৩, '১৭]*	উপমা	উপোমা
(ঢা.বো. '১৯; রা. বো. '২৪; ব.বো. '২৪, '১৯, '১৭; ম. বো. '২৪]	পদ্ম	পদ্দোঁ	*[রা. বো. '১৯; ব.বো. '১৬]*	পুনঃপুন	পুনোপ্পুনো
[ঢা. বো. '১৯; য.বো. '১৭; কু. বো. '২৩; ম. বো. '২৪]	বিজ্ঞান	বিগ্গ্যান্	*[ঢা.বো. '১৭; কু. বো. '১৯]*	প্রায়শ্চিত্ত	প্রায়োশ্চিত্ত্রো
[ঢা.বো. '১৭; য.বো. '১৭; চ.বো. '১৭; ব. বো. '২৪]	মর্যাদা	মোরজাদা	*[সি.বো. '২৩, '১৭]*	আবশ্যক	আবোশ্শোক্
[রা.বো. '২৩, '১৭; চ. বো. '১৯; কু. বো. '২৩; দি.বো. '১৬]	ছাত্র	ছাত্ত্রো	*[সি.বো. '২৩, '১৯; দি.বো. '১৭]*	প্রণীত	প্রোনিতো
[ঢা. বো. '২৪; ব. বো. '২৩; সকল বোর্ড '১৮]	প্রেতাত্মা	প্রেতাত্তাঁ	*[ঢা. বো. '২৪; চ. বো. '২৩]*	প্রভাত	প্রোভাত্
[য.বো. '১৭, '১৬; কু. বো. '২৪; ব. বো. '২৪, '২৩]	দক্ষ	দোক্খো	*[রা.বো. '১৯; কু.বো. '১৬]*	বিজ্ঞপ্তি	বিগ্গঁপ্তি
[রা.বো. '১৭, '১৬; য.বো. '১৯. '১৬; কু.বো. '১৬]	পদ্য	পোদ্দা	*[রা.বো. '১৬; য.বো. '১৯]*	ভবিষ্যৎ	ভোবিশ্শত্
[ঢা.বো. '১৯; কু.বো. '১৬; সি. বো. '২৩; ব.বো. '১৬]	স্বাগত	শাগতো	*[সকল বোর্ড '১৮: সি. বো. '২৩]*	নক্ষত্র	নোক্খোত্ত্রো

[সি.বো. '১৭; ম. বো. '২৪]	অতঃপর	অতোপ্পর্	*[য. বো. '১৯]*	নদীমাতৃক	নোদিমাতৃক	*[রা. বো. '২৪]*	হৃদয়	[rhiদইয়্]
[সকল বোর্ড '১৮]	অত্যাবশ্যক	ওত্তাবোশ্শোক্	*[ঢা. বো. '২৪]*	অবিনাশী	অবিনাশি	*[ব. বো. '১৯]*	হৃৎপিণ্ড	হৃত্পিন্ডো
[রা.বো. '১৬; কু. বো. '১৯]	অনিঃশেষ	অনিশ্শেশ্	*[চ. বো. '২৩]*	অরণ্য	অরোন্নো	*[ঢা.বো. '২৩]*	তন্বী	তোন্নি
[সি. বো. '১৯; ব. বো. '২৪]	অদ্বিতীয়	অদ্দিতিয়ো	*[য. বো. '২৩]*	অসহ্য	অশোজ্ঝো	*[ব.বো. '১৭]*	তন্ময়	তন্ময়
[ব. বো. '১৭; চ. বো. '১৯]	ইতঃপূর্বে	ইতোপ্পুর্বে	*[রা. বো. '১৯]*	আশ্রম	আস্স্রোম্	*[চ. বো. '২৪]*	বিবাহ	বিবাহো
[ঢা. বো. '১৯; কু.বো. '১৭; ম. বো. '২৪]	উদ্যোগ	উদ্দোগ	*[ঢা.বো. '১৭]*	উপস্থিত	উপোস্থিত্	*[চ. বো. '২৩]*	ভরসা	ভরোশা
[কু. বো. '২৩; সি.বো. '২৩, '১৭]	ঐকতান	ওইকোতান্	*[সি. বো. '২৩]*	উল্লাস	উল্লাশ্	*[চ.বো. '১৭]*	কর্ম	কর্মো
[রা.বো. '২৩; সি.বো. '১৯; দি.বো. '১৬]	উদাহরণ	উদাহরোন্	*[কু.বো. '১৭]*	অশিক্ষিত	অশিক্খিতো	*[সি.বো. '১৬]*	শুষ্ক	শুশ্কো
[রা. বো. '২৩: দি. বো. '১৯]	ঐকমত্য	ওইকোমত্তো	*[ঢা. বো. '২৩]*	প্রত্যাশা	প্রোত্তাশা	*[ঢা. বো. '১৯]*	শ্রম	স্রোম্
[ঢা.বো. '১৭; ম. বো. '২৪]	ঐশ্বর্যবান	ওইশ্শোর্জোবান্	*[কু. বো. '২৩]*	প্রধান	প্রোধান্	*[রা.বো. '২৩]*	অক্ষর	ওক্খোর্
[য. বো. '২৪; কু. বো. '২৩]	ঔপন্যাসিক	ওউপোন্নাশিক্	*[দি. বো. '১৯]*	জনশ্রুতি	জনস্শ্রুতি	*[কু.বো. '১৬]*	অত্যাচার	ওত্তাচার্
[ঢা. বো. '২৩; কু.বো. '১৬; সি. বো. '১৯]	চর্যাপদ	চোর্জাপদ্	*[চ.বো. '১৭]*	যথাক্রমে	জথাক্ক্রোমে	*[কু. বো. '২৪*	সন্ধ্যা	শোন্ধা
[য.বো. '১৭: কু. বো. '২৪; সি. বো. '২৩]	ব্যতীত	বেতিতো	*[চ. বো. '২৪]*	পথ-বাসী	পথোবাশি	*[সকল বোর্ড '১৮*	পরীক্ষিত	পোরিখিতো
[ঢা.বো. '২৩: য. বো. '২৪]	উদ্বেগ	উদ্বেগ্	*[সি.বো. '১৬]*	সমন্বয়	শমোন্নয়	*[চ.বো. '১৬]*	চলন্ত	চলোন্তো
[সি.বো. '১৬; দি.বো. '১৬]	খাদ্য	খাদ্দো	*[য.বো. '১৭]*	সৃজনশীল	সৃজোন্শিল্	*[সি.বো. '১৬]*	ব্রহ্মা	ব্রোম্হা
[সি.বো. '১৯, '১৬]	ধার্য	ধার্জো	*[ঢা.বো, '১৭]*	দরখাস্ত	দর্খাস্তো	*রা.বো. '১৬]*	প্রজ্ঞা	প্রোগ্গাঁ
[সি.বো. '১৭; দি. বো. '২৪]	জিহ্বা	জিউভা	*[চ. বো. '২৪]*	ব্যাকরণ	ব্যাকরোন্	*কু. বো. '২৪]*	যুগ্ম	জুগ্মো
[কু.বো, '১৯; দি. বো. '২৪]	জয়ধ্বনি	জয়োদ্ধোনি	*[কু. বো. '২৪]*	শাশ্বত	শাশ্শতো	*দি. বো. '২৪]*	স্মৃতি	সৃঁতি
[য. বো. '২৪; চ.বো. '১৭; ব. বো. '২৩]	দ্রষ্টব্য	দ্রশ্টব্বো	*[কু.বো. '১৬]*	স্মর্তব্য	শর্তোব্বো	*[চ. বো. '১৬]*	ঋগ্বেদ	রিগ্বেদ্
[দি.বো. '১৯, '১৭: ব.বো. '১৬]	গ্রীষ্মকাল	গ্রিশ্শোঁকাল্	*[চ. বো. '২৪]*	স্বরাজ	শরাজ্	*[ঢা'১৬; দি.২৪]*	এক	অ্যাক্
[ঢা. বো. '২৩]	চিত্রকল্প	চিত্ত্রোকল্পো	*[কু. বো. '১৯]*	উহ্য	উজ্ঝো	*[য.বো. '১৭]*	ঐক্য	ওইক্কো
[দি. বো. '১৯]	তত্ত্বাবধান	তত্তাবধান্	*[য. বো. '২৩]*	গ্রহণ	গ্রোহোন্	*[রা.বো. '১৬]*	ঔষধ	ওউশধ্
[ঢা. বো. '২৪, '২৩]	সংবাদপত্র	শঙ্বাদপত্ত্রো	*[য.বো. '১৬]*	তটিনী	তোটিনি	*[দি.বো. '১৬]*	প্রথম	প্রোথোম্
[রা. বো. '১৯]	বৈসাদৃশ্য	বোইশাদ্দৃশ্শো	*[য. বো. '১৯]*	দুরন্ত	দুরন্তো	*[কু. বো. '২৪]*	অজ্ঞান	অগ্গ্যাঁন্
[সকল বোর্ড '১৮]	শ্রদ্ধাস্পদ	স্রোদ্ধাস্পদো	*[য. বো. '২৩]*	দুঃখ	দুক্খো	*[রা.বো. '১৬]*	নিষিদ্ধ	নিশিদ্ধো

LIVE

STEP 3 > কৌশলী অনুশীলন

হসন্ত		ঁ		অ/ও		ঃ	
অসীম		স্মরণীয়		দীনবন্ধু		পুনঃপুন	
উপমা		পদ্ম		অসীম		অতঃপর	
উদ্যোগ		প্রেতাত্মা		মর্যাদা		অনিঃশেষ	
কর্ম		বিজ্ঞপ্তি		দক্ষ		ইতঃপূর্বে	
ঐশ্বর্যবান		নক্ষত্র		পদ্য		দুঃখ	
	/৫		/৫		/৫		/৫

কঠিন		যুক্তবর্ণ		ফলা			
দীনবন্ধু		বিজ্ঞান		ছাত্র		আহ্বান	
প্রায়শ্চিত্ত		উল্লাস		অদ্বিতীয়		অধ্যক্ষ	
চর্যাপদ		অশিক্ষিত		সংবাদপত্র		আবৃত্তি	
জয়ধ্বনি		তত্ত্বাবধান		অসহ্য		একাডেমি	
গ্রীষ্মকাল		শ্রদ্ধাস্পদ		আশ্রম		ব্রাহ্মণ	
	/৫		/৫		/৫		/৫

LIVE

STEP 4 > ৫/৫ নিশ্চিতকরণ

ঢাকা বোর্ড ২০২৫		বরিশাল বোর্ড ২০২৫		রাজশাহী বোর্ড ২০২৫		চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫	
অধ্যক্ষ		অধ্যক্ষ		অধ্যক্ষ		সন্ধ্যা	
ইতোমধ্যে		একটি		ব্রাহ্মণ		শ্রদ্ধা	
উদ্যোগ		গণিত		অভিধান		মহত্ত্ব	
ঐকতান		চলন্ত		দক্ষ		ব্রাহ্মণ	
কল্যাণ		নদী		গ্রহণ		শূন্য	
চর্যাপদ		বিধান		ঐশ্বর্য		চলিষ্ণু	
ধন্যবাদ		লাবণ্য		আহ্বান		বেতন	
পদ্ম		লক্ষ্মণ		কন্যা		অহ্ন	
	/৫		/৫		/৫		/৫

দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫		কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫		সিলেট বোর্ড ২০২৫		যশোর বোর্ড ২০২৫	
আশ্চর্য		দক্ষ		অধ্যক্ষ		অধ্যক্ষ	
মেঘমালা		জ্ঞাতি		উদ্যোগ		আবৃত্তি	
মতি		মুক্তমঞ্চ		ব্যাখ্যা		অদ্বিতীয়	
রক্ত		অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া		ঋগ্বেদ		ঐকতান	
ব্রাহ্মণ		লভ্যাংশ		যজ্ঞ		সহস্র	
বিশ্বাস		চক্ষুষ্মান		সভ্য		স্মরণীয়	
কল্যাণ		অপরাহ্ণ		স্মর্তব্য		জ্ঞাপন	
নবান্ন				ভবিষ্যৎ		স্মর্তব্য	
	/৫		/৫		/৫		/৫

ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩	একাডেমি	সমন্বয়	গ্রীষ্মকাল	উহ্য	জিহ্বা	অনিঃশেষ	ব্রাহ্মণ	উন্মাদ	
									/৫

LIVE

STEP 3 কৌশলী অনুশীলন

হসন্ত		ঁ		অ/ও		ঃ	
অসীম	ওশিম্	স্মরণীয়	শঁরোনিও	দীনবন্ধু	দিনোবোন্‌ধু	পুনঃপুন	পুনোপ্‌পুনো
উপমা	উপোমা	পদ্ম	পঁদ্দো	অসীম	ওশিম্	অতঃপর	অতোপ্‌পর্
উদ্যোগ	উদ্‌দোগ্	প্রেতাত্মা	প্রেতাত্‌তাঁ	মর্যাদা	মোর্‌জাদা	অনিঃশেষ	ওনিশ্‌শেশ্
কর্ম	করমো	বিজ্ঞপ্তি	বিগ্‌গোপ্‌তি	দক্ষ	দোক্‌খো	ইতঃপূর্বে	ইতোপ্‌পুর্‌বে
ঐশ্বর্যবান	ওইশ্‌শোর্‌জোবান্	নক্ষত্র	নোক্‌খোত্‌ত্রো	পদ্য	পোদ্‌দো	দুঃখ	দুক্‌খো
	/৫		/৫		/৫		/৫

কঠিন		যুক্তবর্ণ		ফলা			
দীনবন্ধু	দিনোবোন্‌ধু	বিজ্ঞান	বিগ্‌গাঁন্	ছাত্র	ছাত্‌ত্রো	আহ্বান	আওভান্
প্রায়শ্চিত্ত	প্রায়েশ্‌চিত্‌তো	উল্লাস	উল্‌লাস্	অদ্বিতীয়	অদ্‌দিতিয়ো	অধ্যক্ষ	ওদ্‌ধোক্‌খো
চর্যাপদ	চোর্‌জাপদ্	অশিক্ষিত	ওশিক্‌খিতো	সংবাদপত্র	শংবাদ্‌পত্‌ত্রো	আবৃত্তি	আব্‌বৃতি
জয়ধ্বনি	জয়োদ্‌ধোনি	তত্ত্বাবধান	তোত্‌তাবোধান্	অসহ্য	অশোজ্‌ঝো	একাডেমি	অ্যাকাডেমি
গ্রীষ্মকাল	গ্রিশ্‌শোকাল্	শ্রদ্ধাস্পদ	স্রোদ্‌ধাশ্‌পদো	আশ্রম	আস্‌স্রোম্	ব্রাহ্মণ	ব্রাম্‌ভোন্
	/৫		/৫		/৫		/৫

LIVE

STEP 4 ৫/৫ নিশ্চিতকরণ

ঢাকা বোর্ড ২০২৫		বরিশাল বোর্ড ২০২৫		রাজশাহী বোর্ড ২০২৫		চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫	
অধ্যক্ষ	ওদ্‌ধোক্‌খো	অধ্যক্ষ	ওদ্‌ধোক্‌খো	অধ্যক্ষ	ওদ্‌ধোক্‌খো	সন্ধ্যা	শোন্‌ধা
ইতোমধ্যে	ইতোমোদ্‌ধে	একটি	একটি	ব্রাহ্মণ	ব্রাম্‌ভোন্	শ্রদ্ধা	স্রোদ্‌ধা
উদ্যোগ	উদ্‌দোগ্	গণিত	গোনিত্	অভিধান	ওভিধান্	মহত্ত্ব	মহোত্‌তো
ঐকতান	ওইকোতান্	চলন্ত	চলোন্‌তো	দক্ষ	দোক্‌খো	ব্রাহ্মণ	ব্রাম্‌ভোন্
কল্যাণ	কোল্‌ল্যান্	নদী	নোদি	গ্রহণ	গ্রোহোন্	শূন্য	শুন্‌নো
চর্যাপদ	চোর্‌জাপদ্	বিধান	বিধান্	ঐশ্বর্য	ওইশ্‌শোর্‌জো	চলিষ্ণু	চোলিশ্‌নু
ধন্যবাদ	ধোন্‌নোবাদ্	লাবণ্য	লাবোন্‌নো	আহ্বান	আওভান্	বেতন	বেতন্
পদ্ম	পঁদ্‌দো	লক্ষ্মণ	লোক্‌খোঁন্	কন্যা	কোন্‌না	অহ্ন	ওন্‌হো
	/৫		/৫		/৫		/৫

দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫		কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫		সিলেট বোর্ড ২০২৫		যশোর বোর্ড ২০২৫	
আশ্চর্য	আশ্‌চোর্‌জো	দক্ষ	দোক্‌খো	অধ্যক্ষ	ওদ্‌ধোক্‌খো	অধ্যক্ষ	ওদ্‌ধোক্‌খো
মেঘমালা	মেঘমালা	জ্ঞাতি	গ্যাঁতি	উদ্যোগ	উদ্‌দোগ্	আবৃত্তি	আব্‌বৃতি
মতি	মোতি	মুক্তমঞ্চ	মুক্‌তোমোন্‌চো	ব্যাখ্যা	ব্যাক্‌খা	অদ্বিতীয়	অদ্‌দিতিয়ো
রক্ত	রোক্‌তো	অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া	ওনতেশ্‌টিক্রিয়া	ঋগ্বেদ	রিগ্‌বেদ্	ঐকতান	ওইকোতান্
ব্রাহ্মণ	ব্রাম্‌ভোন্	লভ্যাংশ	লোভ্‌ভাঙ্‌শো	যজ্ঞ	জোগ্‌গঁ	সহস্র	শহোস্‌স্রো
বিশ্বাস	বিশ্‌শাশ্	চক্ষুষ্মান	চোক্‌খুশ্‌মান্	সভ্য	শোব্‌ভো	স্মরণীয়	শঁরোনিও
কল্যাণ	কোল্‌ল্যান্	অপরাহ্ণ	অপোরান্‌হো	স্মর্তব্য	শঁর্‌তোব্‌বো	জ্ঞাপন	গ্যাঁপোন্
নবান্ন	নবান্‌নো			ভবিষ্যৎ	ভোবিশ্‌শোত্	স্মর্তব্য	শঁর্‌তোব্‌বো
	/৫		/৫		/৫		/৫

ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩	একাডেমি	সমন্বয়	গ্রীষ্মকাল	উহ্য	জিহ্বা	অনিঃশেষ	ব্রাহ্মণ	উন্মাদ	
	অ্যাকাডেমি	শমোন্‌নয়	গ্রিশ্‌শোকাল্	উজ্‌ঝো	জিউ্‌ভা	ওনিশ্‌শেশ্	ব্রাম্‌ভোন্	উন্‌মাদ	/৫

HSC + Admission বাংলা ২য় পত্র | বিগত সালের প্রশ্ন বিশ্লেষণ | অভ্যুত্থান

বোর্ড	প্রশ্ন
ঢাকা বোর্ড ২০২৫	ক. উদাহরণসহ **'অ' ধ্বনি**র উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লেখ। খ. যে কোনো পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ লেখ: অধ্যক্ষ[রা.বো. '১৬; কু.বো. '১৭; য.বো. '২৩, '১৯, '১৬; চ.বো, '২৩, '১৯, '১৬; ব.বো. '১৬], পদ্ম[ঢা.বো. '১৯; রা. বো. '২৪; ব.বো. '২৪, '১৯, '১৭; ম. বো. '২৪], উদ্যোগ[ঢা. বো. '১৯; কু.বো. '১৭; ম. বো. '২৪], ঐকতান[কু. বো. '২৩; সি.বো. '২৩, '১৭], চর্যাপদ ঢা. বো. '২৩; কু.বো. '১৬; সি. বো. '১৯], ধন্যবাদ[চ.বো. '১৭; দি.বো. '২৪, '১৬], ইতোমধ্যে, কল্যাণ[২],
ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫	ক. **'অ' ধ্বনি** উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। খ. যে-কোনো পাঁচটি শব্দের উচ্চারণ লেখ: একাডেমি[চ.বো. '১৬; সি.বো. '১৯; ব. বো. '২৪ দি.বো. '১৬; ম. বো. '২৪], ব্রাহ্মণ[ঢা.বো. '১৬; য.বো. '১৯; রা. বো. '১৯; সি.বো. '১৯; ম. বো. '২৪], গ্রীষ্মকাল[দি.বো. '১৯, '১৭: ব.বো. '১৬], জিহ্বা[সি.বো. '১৭; দি. বো. '২৪], উহ্য[কু. বো. '১৯], অনিঃশেষ[রা.বো. '১৬; কু. বো. '১৯], সমন্বয়[সি.বো. '১৬], উন্মাদ
চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫	ক. **'অ' ধ্বনি** উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। খ. যে কোনো পাঁচটি শব্দের উচ্চারণ লেখ: সন্ধ্যা[কু. বো. '২৪], ব্রাহ্মণ[ঢা.বো. '১৬; য.বো. '১৯; রা. বো. '১৯; সি.বো. '১৯; ম. বো. '২৪], শূন্য, চলিষ্ণু, বেতন, অহ্ন, শ্রদ্ধা, মহত্ত্ব,
কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫	ক. **অ' ধ্বনি** উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। খ. নিচের যে-কোনো পাঁচটি শব্দের উচ্চারণ লেখ: জ্ঞাতি[চ. বো. '২৪], দক্ষ[য.বো. '১৭, '১৬; কু. বো. '২৪; ব. বো. '২৪, '২৩], অপরাহ্ণ, চক্ষুষ্মান, মুক্তমঞ্চ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, লভ্যাংশ,
রাজশাহী বোর্ড ২০২৫	ক. **অ-ধ্বনি** উচ্চারণের যে কোনো পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। খ. যে-কোনো পাঁচটি শব্দের উচ্চারণ লেখ: অধ্যক্ষ[রা.বো. '১৬; কু.বো. '১৭; য.বো. '২৩, '১৯, '১৬; চ.বো, '২৩, '১৯, '১৬; ব.বো. '১৬], ব্রাহ্মণ[ঢা.বো. '১৬; য.বো. '১৯; রা. বো. '১৯; সি.বো. '১৯; ম. বো. '২৪], দক্ষ[য.বো. '১৭, '১৬; কু. বো. '২৪; ব. বো. '২৪, '২৩], গ্রহণ[য. বো. '২৩], ঐশ্বর্য[য.বো. '২৪, '১৯, '১৬; কু. বো. '১৯; চ. বো. '১৯; ব. রো. '২৩], আহ্বান[রা. বো. '২৪; য. বো. '২৪; কু.বো. '১৭, '১৬; চ. বো. '২৩; ব.বো. '১৯, '১৬; ম. বো. '২৪], কন্যা কু. বো. '২৪], অভিধান,
সিলেট বোর্ড ২০২৫	ক. **'এ' ধ্বনি** উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। খ. যে কোনো পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ লেখ: অধ্যক্ষ[রা.বো. '১৬; কু.বো. '১৭; য.বো. '২৩, '১৯, '১৬; চ.বো, '২৩, '১৯, '১৬; ব.বো. '১৬], উদ্যোগ[ঢা. বো. '১৯; কু.বো. '১৭; ম. বো. '২৪], ব্যাখ্যা[ঢা.বো. '১৬; চ.বো. '১৯; দি.বো. '১৭], ঋগ্বেদ[চ. বো. '১৬], সভ্য[রা.বো. '১৭], স্মর্তব্য[কু.বো. '১৬], ভবিষ্যৎ[রা.বো. '১৬; য.বো. '১৯], যজ্ঞ,
বরিশাল বোর্ড ২০২৫	ক. **ম-ফলা** উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। খ. যে-কোনো পাঁচটি শব্দের উচ্চারণ লেখ: অধ্যক্ষ[রা.বো. '১৬; কু.বো. '১৭; য.বো. '২৩, '১৯, '১৬; চ.বো, '২৩, '১৯, '১৬; ব.বো. '১৬], একটি[চ.বো. '১৭], গণিত, চলন্ত[চ.বো. '১৬], নদী[য. বো. '১৯], বিধান, লাবণ্য, লক্ষ্মণ
যশোর বোর্ড ২০২৫	ক. উদাহরণসহ **ম-ফলা** উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লেখ। খ. যে কোনো পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ লেখ: অধ্যক্ষ[রা.বো. '১৬; কু.বো. '১৭; য.বো. '২৩, '১৯, '১৬; চ.বো, '২৩, '১৯, '১৬; ব.বো. '১৬], আবৃত্তি[ঢা.বো. '২৪, '১৯, '১৬; রা. বো. '১৯; চ.বো. '১৬; ব. বো. '২৩; দি.বো. '১৯], অদ্বিতীয়[সি. বো. '১৯; ব. বো. '২৪], ঐকতান[কু. বো. '২৩; সি.বো. '২৩, '১৭], স্মরণীয়[রা. বো. '২৩; য. বো. '২৪], জ্ঞাপন, স্মর্তব্য[কু.বো. '১৬], সহস্র,
দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫	ক. **র-ফলা** উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। খ. যে কোনো পাঁচটি শব্দের উচ্চারণ লেখ: ব্রাহ্মণ[ঢা.বো. '১৬; য.বো. '১৯; রা. বো. '১৯; সি.বো. '১৯; ম. বো. '২৪], বিশ্বাস, কল্যাণ, নবান্ন, আশ্চর্য, মেঘমালা, মতি, রক্ত,

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধান

০১. 'বাহ্য" শব্দের উচ্চারণ কোনটি? *[ক ইউনিট ২০১৭-১৮]*
ক. বাজজো খ. বাজ্‌ঝো গ. বাজ্‌ঝ ঘ. বাইঝঝো

০২. 'অভিব্যাপ্তি' শব্দটির যথাযথ উচ্চারণ কোনটি? *[চবি, C] ইউনিট, ২০১৬-১৭]*
ক. অভিব্যপতি খ. অভিবব্যাপতি গ. অভিব্যাপতি ঘ. ওভিবব্যাপ্‌তি

০৩. 'স্মৃতিসৌধ' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ হলো- *[ঢাবি খ ২০১৫-১৬; কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, A২০১৯-২০]*
ক. সৃতিসৌধ খ. সৃতিসোউধ গ. সৃঁতিশোউ্‌ধো ঘ. সৃতিশোউধো

০৪. 'আহ্বান' শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি? *[ঢাবি গ - ২০১৮-১৯; কুবি, B ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. আহবান খ. আহাবোন গ. আওভান্‌ ঘ. আহভান

০৫. 'সুদৃষ্টি" শব্দের প্রমিত উচ্চারণ কোনটি? *[ঢাবি ঘ ইউনিট - ২০১৮-১৯]*
ক. সুদৃশটি খ. শুদ্‌সটি গ. শোদ্‌দৃশটি ঘ. শুদ্‌দৃশটি

০৬. 'অপরাহ্ণ এর সঠিক উচ্চারণ কোনটি? *[ঢাবি (ঘ ইউনিট): ২০১১-১২]*
ক. অপোরান্‌হো খ. অপরানহো গ. অপরানহ ঘ. অপরাহ্ন

০৭. 'সুন্দর' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ কোনটি? *[ঢাবি ঘ ইউনিট - ২০১৮-১৯]*
ক. শুন্‌দোর্‌ খ. শুনদর গ. সুনদর্‌ ঘ. শোনদর্‌

০৮. 'পরাঙ্মুখ' শব্দটির সঠিক উচ্চারণ *[GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় A- (বিজ্ঞান শাখা) ২০২*
ক. পরাম্‌মুখ্‌ খ. পরাংমুখ্‌ গ. পরাঙমুখ ঘ. পোরামমুখ

০৯. 'রশ্মি' শব্দের সঠিক উচ্চারণ কোনটি- *[GST B - ইউনিট (মানবিক শাখা)২০২০-২১]*
ক. রোশ্‌শিঁ খ. রশশিঁ গ. রোশমি ঘ. রোশনি

১০. 'আহ্লাদ' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ- *[রাবি ক - ইউনিট, (গ্রুপ-৩) ২০২০-২১]*
ক. আল্লাদ খ. আল্‌হাদ্‌ গ. আহলাদ্‌ ঘ. আললাহদ

১১. 'বিহ্বল' শব্দের ঠিক উচ্চারণ কোনটি? *(খুবি, B ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. বিহববল খ. বিওভল্‌ গ. বিহভভল ঘ. বিওভবল

১২. 'সম্মান' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ- *[ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ-মানবিক ২০১৮-১৯]*
ক. শম্‌মান্‌ খ. শনমান্‌ গ. শোন্‌মান ঘ. সোন্‌মান্‌

১৩. 'অভিনব' শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি? *[ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ-বিজ্ঞান ২০১৮-১৯]*
ক. ওভিনবো খ. অভিনবো গ. ওভিনব ঘ. অভিনব

১৪. 'অক্ষর' শব্দের কোন উচ্চারণটি শুদ্ধ? *[খুবি, B ইউনিট - ২০১৭-১৮]*
ক. ওক্‌খোর্‌ খ. অকখোর্‌ গ. ওকখর ঘ. অকখর

১৫. বাংলা শব্দ 'অধ্যাপক' এর ঠিক উচ্চারণ কোনটি? *[জাবি, B ইউনিট ২০১৭-১৮]*
ক. ওদ্‌ধাপোক্‌ খ. অধ্যাপোক গ. অধ্যাপওক ঘ. ওদ্‌ধাপক

১৬. 'অধ্যাপক' শব্দটির সঠিক উচ্চারণ কী? *[যপ্রবি, D ইউনিট, ২০১৬-১৭]*
ক. অদ্‌ধাপোক্‌ খ. অধধাপোক্‌ গ. অদধ্যাপোক ঘ. ওদ্‌ধাপোক্‌

১৭. 'অধ্যাপক' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ – *[ঢাবি খ ইউনিট- ২০১৭-১৮]*
ক. অদধাপক খ. অদধাপোক গ. ওদ্‌ধাপোক্‌ ঘ. ওধধাপোক্‌

১৮. 'তীব্র' শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি? *[রাবি, B ইউনিট - ২০১৭-১৮]*
ক. তীবব্রো খ. তিব্‌ব্রো গ. তিবরো ঘ. তীবরো

১৯. 'অজ্ঞাত' শব্দটির প্রকৃত উচ্চারণ কোনটি? *[চবি, B ইউনিট - ২০১৭-১৮]*
ক. আগ্‌গাত খ. ওগ্‌গাত গ. অগ্‌গ্যাঁতো ঘ. ওগ্যাত

২০. 'ব্রাহ্ম' শব্দটির উচ্চারণ কোনটি? *[খুবি, B ইউনিট, ২016-১৭]*
ক. ব্রামমো খ. ব্রামভো গ. ব্রাম্‌হো ঘ. ব্রাহ্ম

২১. 'অ' ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণ হয়েছে কোনটিতে? *[খুবি, B ইউনিট, ২০১৬-১৭]*
ক. অটল খ. অতি গ. আনাচার ঘ. অমানিশা

২২. 'এ' ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ পাওয়া যায় কোন শব্দে? *[ঢাবি ঘ ইউনিট ২০১৮-১৯]*
ক হেথা খ. হেন গ. শেষ ঘ. বেলুন

২৩. কোনটি সঠিক উচ্চারণ নয়? *[ঢাবি ঘ ইউনিট- ২০১৭-১৮]*
ক. তীব্র-তিব্‌ব্রো খ. শূন্য–শুন্‌নো
গ. দুঃসাহস-দুশ্‌শাহোশ্‌ ঘ. লক্ষ্য-লোক্‌খো

২৪. কোন ধ্বনির উপরে চন্দ্রবিন্দু বসলে উচ্চারণ আনুনাসিক হয়? *[ঢাবি ঘ ২০১৮-১৯*
ক. স্বরধ্বনি খ. ব্যঞ্জনধ্বনি
গ. বিসর্গযুক্ত অ-ধ্বনি ঘ. দন্ত্য-ন

২৫. শব্দের শেষে 'অ' উচ্চারণ লোপ পায় না- *[GST - B (মানবিক শাখা) ২০২০-২১]*
ক. বৃহত্তর খ. ফল গ. অবশেষ ঘ. দর্শন

২৬. নিচের কোনটি 'এ' বর্ণের স্বাভাবিক উচ্চারণ? *[চবি D - ইউনিট, ২০২০-২১]*
ক. বেলা খ. খেলা গ. একটা ঘ. এলো

২৭. আদ্য অ-এর পরে ই বা উ থাকলে সেই অ-এর উচ্চারণ- *[জাবি, C ইউনিট]*
ক. ও-এর মতো হয় খ. অ-এর মতো হয়
গ. ই-এর মতো হয় ঘ. উ-এর মতো হয়

২৮. শব্দের মধ্য ও অন্ত্য ম-ফলা ব্যঞ্জনকে- *[জাবি, C ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. পার্শ্বিক করে খ. সানুনাসিক করে
গ. বিকৃত করে ঘ. দ্বিত্ব করে

২৯. যুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে সংযুক্ত ম-ফলা - *[জাবি, C ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. বিকৃতভাবে উচ্চারিত হয় খ. দ্বিত্ব উচ্চারিত হয়
গ. অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয় ঘ. অনুচ্চারিত থাকে

৩০. মধ্য ও অন্ত্য য-ফলা ব্যঞ্জনকে - *[জাবি, B ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. দ্বিত্ব করে খ. সানুনাসিক করে গ. বিকৃত করে ঘ. পার্শ্বিক করে

৩১. সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদের ব-ফলা- *[জাবি, C ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. দ্বিত্ব উচ্চারিত হয় খ. অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়
গ. অনুচ্চারিত থাকে ঘ. বিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়

৩২. পদের আদ্য ব-ফলা - *[জাবি, C ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. বিকৃতভাবে উচ্চারিত হয় খ. দ্বিত্ব উচ্চারিত হয়
গ. অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয় ঘ. অনুচ্চারিত থাকে

৩৩. কোন উচ্চারণটি প্রমিত নয়? *[শাবিপ্রবি, A ইউনিট ২০১৭-১৮]*
ক. সমুদ্র – শোমুদ্‌দ্রো খ. শ্রাবণ – স্রাবোন্‌
গ. বাগ্মী - বাগ্‌মি ঘ. আহ্বান-আহোবান্‌

০১.	০২.	০৩.	০৪.	০৫.	০৬.	০৭.	০৮.	০৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.
খ.	ঘ.	গ.	গ.	ঘ.	ক.	ক.	ক.	ক.	খ.	খ.	ক.	ক.	ক.	ক.	ঘ.	গ.	খ.
১৯.	২০.	২১.	২২.	২৩.	২৪.	২৫.	২৬.	২৭.	২৮.	২৯.	৩০.	৩১.	৩২.	৩৩.			
গ.	গ.	খ.	খ.	খ.		ক.	ঘ.	ক.	ঘ.	ঘ.	ক.	গ.	ঘ.	ঘ.			

বিসিএস ও অন্যান্য সরকারি চাকরি পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান

০১. 'অনুশাসন' শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ - [পূবালী ব্যাংক (সিনিয়র অফিসার): ২০১৭]
ক. ওনুশাশোন্ খ. অনুশাশন গ. ওনুশাশন ঘ. অনুশাশোন

০২. 'জয়ধ্বনি' শব্দটির সঠিক উচ্চারণ কোনটি? [জুনিয়র অডিটর পদে পরীক্ষা:২০১৯]
ক. জয়দধ্বোনি খ. জয়োদ্ধোনি গ. যয়োদধোনি ঘ. যয়োদধ্বনি

০৩. নিচের কোনটি 'গ্রীষ্ম' এর সঠিক উচ্চারণ? [তথ্য মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক:২০১
ক. গ্রিশ্শোঁ খ. গ্রিশসো গ. গ্রিসশো ঘ. গ্রিষশোঁ

০৪. 'স্বজন' শব্দের ঠিক উচ্চারণ – [BHBFC (Senior Officer): 2017]
ক. সজন খ. সজোন গ. শজন ঘ. শজোন্

০৫. 'অর্ঘ' এর সঠিক উচ্চারণ কোনটি? [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাইফার অফিসার ২০১২]
ক. অর্‌ঘো খ. অরঘ্য গ. অরগো ঘ. ওরঘো

০৬. 'রাষ্ট্রপতি' এর সঠিক উচ্চারণ কোনটি? [বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সহকারী অফিসার:২০০৯]
ক. রাশ্ট্রপোতি খ. রাশট্রপতি গ. রাষট্রোপতি ঘ. রাশট্রোপোতি

০৭. 'ব্রহ্মাণ্ড' এর সঠিক উচ্চারণ কোনটি? [শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রধান পরিদর্শক;২০০৯]
ক. ব্রোম্হান্ডো খ. ব্রমহানডো গ. ব্রম্হান্ড ঘ. ব্রমহন্ড

০৮. নিচের কোনটি 'প্রত্যঙ্গ' এর সঠিক উচ্চারণ? [পরিবার পরিকল্পনা এবং পরিবার কল্যাণ সহকারী: ২০১১]
ক. প্রোত্তঙগো খ. প্রততোঙগো গ. প্রততঙগ ঘ. প্রাততাঙগো

০৯. 'কিংবদন্তী' এর সঠিক উচ্চারণ কোনটি? [টেলিফোন ইঞ্জিনিয়ার ও সহকারী কম্পিউটার প্রোগ্রামারঃ ২০১৩]
ক. কিঙবদ্নতি খ. কিঙ্বদোন্তি গ. কিংবদোনতি ঘ. কিংবদনতি

১০. 'পরিতুষ্ট' এর সঠিক উচ্চারণ কোনটি? [আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব ২০১২]
ক. পরিতুশটো খ. পরিতুশট গ. পোরিতুশ্টো ঘ. পরিতুসটো

১১. 'তত্ত্বাবধান' এর সঠিক উচ্চারণ [বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তাঃ ২০১৩]
ক. তত্যাবধান্ খ. তত্তাবধান্ গ. তৎতাবধান্ ঘ. তৎতাবদান্

১২. 'আহ্বায়ক' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ— [জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ২০১২]
ক. আওভায়োক্ খ. আওভায়ক্ গ. আহব্বায়ক ঘ. আহোব্বায়োক

০১.	০২.	০৩.	০৪.	০৫.	০৬.	০৭.	০৮.	০৯.	১০.	১১.	১২.	
ক.	খ.	ক.	ঘ.	ক.	ক.	ক.	ক.	খ.	গ.	খ.	ক.	

টপিক ভিত্তিক প্লানার

Topic	Topic Name				
STEP 01 :	বেসিক ভিত্তি স্থাপন	Class করেছি	সমস্যা চিহ্নিত করেছি	সমস্যা সমাধান করেছি	
STEP 02 :	বোর্ড প্রশ্ন সমাধান	অনুশীলন করেছি	সমস্যা চিহ্নিত করেছি	সমস্যা সমাধান করেছি	
STEP 03 :	কৌশলী অনুশীলন	অনুশীলন করেছি	সমস্যা চিহ্নিত করেছি	সমস্যা সমাধান করেছি	
STEP 04 :	৫/৫ নিশ্চিতকরণ	অনুশীলন করেছি	সমস্যা চিহ্নিত করেছি	সমস্যা সমাধান করেছি	
Mark :	টেস্ট বা পরীক্ষা	টিউটোরিয়াল	ইয়ার ফাইনাল	প্রি টেস্ট	টেস্ট

ডিজিটাল প্রাকটিসের জন্য
ডাউনলোড করো
E Test Paper

TEST PAPER

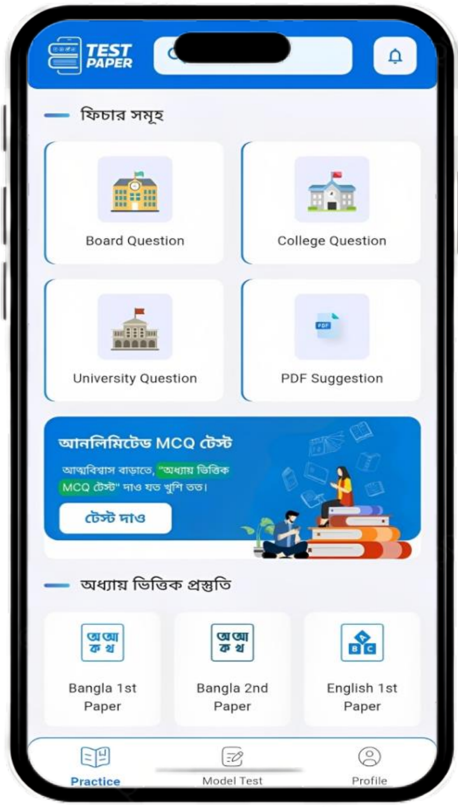

ব্যাকরণ

বানান

ইয়াসিন রাকিব

HSC স্পেশাল

সকল ভিডিও ক্লাস

যেভাবে প্রশ্ন আসে

বর্ণনামূলক **ক) প্রমিত বাংলা বানানের যেকোনো পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো।**

[ঢা. বো. ২২, ১৬: রা. বো. ১৭, ১৬: কু. বো. ১৭, ১৬, য. বো. ১৯, ১৬, ১৫, চ. বো. ১৯, ব. বো. ১৯, ১৭, সি. বো. ১৯, ১৫, দি. বো. ১৯]

অথবা,

নির্ণয়মূলক **খ) যে কোনো পাঁচটি শব্দের বানান শুদ্ধ করে লেখো।** ৫

অতিথী, মনোপুত, আবিস্কার, পৈত্রিক, আকাংখা, স্বরসতী, বিভিষিকা, বুদ্ধীজিবী

যেভাবে উত্তর করতে হবে

২ নং প্রশ্নের উত্তর

(ক)

❑ বাংলা একাডেমি প্রণীত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম-

০১. রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না।

যেমন: ভুল- সূর্য্য, কার্য্য, কর্ম্ম, কার্ত্তিক, অর্জ্জন, ইত্যাদি।

শুদ্ধ- সূর্য, কার্য, কর্ম, কার্তিক, অর্জন, ইত্যাদি।

০২. সমাস হলে পরপদের শেষ স্বর লুপ্ত হয়। যেমন: মহান যে রাজা- মহারাজ, উর্ণনাভ,

০৩. সমাসবদ্ধ শব্দগুলো একসাথে লিখতে হবে। যেমন: সংবাদপত্র, রবিবার, পিতাপুত্র, নেশাগ্রস্ত,

০৪. বিশেষণ পদ সাধারণভাবে পরবর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত হবে না। যেমন: ভালো দিন, লাল গোলাপ,

০৫. ঊর্ধ্ব কমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন: বলে, হয়ে, দুজন, চাল,

❖ শুদ্ধ বানান

	ভুল বানান	শুদ্ধ বানান
০১.	অতিথী	অতিথি
০২.	আবিস্কার	আবিষ্কার
০৩.	আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা
০৪.	বিভিষিকা	বিভীষিকা
০৫.	বুদ্ধীজিবী	বুদ্ধিজীবী

STEP 1 > বানান বেসিক ভিত্তি স্থাপন

ই/ঈ

এই টপিকের হাইলাইটকৃত বোর্ড প্রশ্ন | ভিজিট www.manobikiyan.com

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সমিচিন / সমিচীন [ঢা. বো. '১৪, '১১, '০৮; রা. বো. '১৯, '১৪, '০৭, ২৫; য, বো. '১৪, '১১, '০৯, '০৩; কু. বো. '২৪, '২৩, '১৭; চ. বো. '২৩, '২২, '০৭; সি. বো. '১১, ০৭: ব. বো, '১৭; দি, বো, '২৪, '১৫, '১১, '১০; সকল বোর্ড '১৮]	সমীচীন	শ্রদ্ধাঞ্জলী [ঢা. বো. '১৪; য. বো. '১৯, '১১, '০৩; রা. বো. ০৭, '০৩; কু. বো. '১৪; চ. বো. '২৩, '১১; সি. বো. ১১২, '১০; ব. বো. '২৩, '১৪]	শ্রদ্ধাঞ্জলি
বিভিষিকা/ বিভিষীকা [ঢা. বো. '১৯, '১২, ০৯; য. বো. '২৪, '০৯; সি. বো. '০৬; ব. বো. '১০; দি. বো. '১১]	বিভীষিকা	গিতাঞ্জলি [ঢা. বো, '১০, '০৮: রা. বো, '২৪, '১৪: য. বো. '১৭; কু.বো.০৯, ০৬, ২৫: চ. বো, '১৩, '০৭; দি.বো. '১২, '১০]	গীতাঞ্জলি
প্রাণীবিদ্যা [ঢা. বো. '০৯; য. বো. ১০, ০৬; কু. বো. '০৬, '০৩; চ. বো. '১৭, ০৬, ০৪: সি. বো. '১৯, '১০, '০৭; ব. বো. '১৫: দি. বো. '১৪, '১১, '১০]	প্রাণিবিদ্যা	বাল্মিকী/বাল্মীকী/বাল্মিকি [রা. বো. '০৯, ২৫; য. বো. '১৭; সি. বো. '২৩, '১৭; ব. বো. '১৪; দি. বো. '২৩]	বাল্মীকি
আইনজীবি [চ.বো. ১১.'০৭: সি.বো. '১৪; ব. বো. ০৭; দি. বো, '১৪; সকল বোর্ড '১৮]	আইনজীবী	কর্মজীবি [চ. বো. ১৩; ব. বো. '২৪]	কর্মজীবী
স্বামীগৃহ [য. বো. ১৫; চ. বো. '২২; ব. বো. '১৪]	স্বামিগৃহ	শ্রমজীবি	শ্রমজীবী
মন্ত্রীসভা [সি. বো. '১০, '০৬] [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৫]	মন্ত্রিসভা	ইংরেজী [দি.বো. '১৪]	ইংরেজি
মন্ত্রীত্ব [দি. বো. '১২]	মন্ত্রিত্ব	আগমনি [চ. বো. ১৩; ব. বো. '২৪]	আগমনী
উপযোগীতা [দি. বো. '১৩]	উপযোগিতা	কৃতীত্ব	কৃতিত্ব
প্রাণীজগৎ [চ. বো. '১৪]	প্রাণিজগৎ	পীপিলিকা/পিপিলিকা/পিপিলীকা/পীপিলীকা	পিপীলিকা
মরিচীকা/মরিচিকা [য. বো. '১০, '০৪; চ. বো. '১৯; সি. বো.'২২; দি. বো. '১১]	মরীচিকা	শারিরীক [চ. বো. '১৭; সি. বো. '১৪; ব. বো. '০৭]	শারীরিক
হিনমন্যতা [রা. বো. '২২; য. বো. '২৪; কু. বো, '২২; চ. বো. '১৪]	হীনম্মন্যতা	স্নেহাশীষ [ঢা.বো. '১১; কু.বো.'২৩, '১৭, '১৩; সি.বো. '০৭]	স্নেহাশিস
বিদূষি/ বিদূষী [ব. বো. '০৭; দি. বো. '১৩; সকল বোর্ড '১৮; ম. বো. '২২]	বিদুষী	নিরব [রা. বো. '২৩: দি. বো. '১০]	নীরব

ই

১. যে সব শব্দে ই-কার/ঈ-কার উভয় শুদ্ধ। আধুনিক বানানে সে সব শব্দে ই-কার হবে।

যেমন: কিংবদন্তি, পল্লি, চুল্লি, মসি, যুবতি, পাখি, বাড়ি, শিষ, শ্রেণি, চিৎকার, পঞ্জি, খঞ্জনি, মঞ্জুরি, পদবি, ভঙ্গি, ধমনি, ধরণি, লহরি, তরণি, সরণি, সূচিপত্র

২. দেশ, ভাষা, জাতির নামে ই-কার হবে।

যেমন: দেশ- ইতালি, জার্মানি, গ্রিস, চিলি, হাইতি, হাঙ্গেরি,
(ব্যাতিক্রম- চীন, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, কাশ্মীর)
ভাষা- আরবি, **ইংরেজি**[দি.বো. '১৪], বর্মি, হিন্দি, নেপালি, স্প্যানিশ, ফারসি
জাতি- আফগানি, বিহারি, নেপালি, জাপানি, বাঙালি, ইহুদি, পাঞ্জাবি, মারাঠি

৩. ই-কার হবে অ-তৎসম শব্দে।

যেমন- **(তদ্ভব)** পাখি, বাঁশি, শিষ, কুমির, হাতি, দিয়াশলাই, ইত্যাদি।
পিসি, মাসি, মামি, দাদি, চাচি, গিন্নি, বিবি, বৌদি, কাকি,
(খাটি বাংলা) খুকি, চিংড়ি, ডিঙ্গি, দিঘি, শাড়ি, বাটি, চিল, ইত্যাদি।
(বিদেশি) একাডেমি, লাইব্রেরি, ডিগ্রি, ডায়রি, বেকারি, দাবি,
আসামি, জরুরি, ফাঁসি, কারিগরি, দামি, গরিব, শহিদ,সবজি,

৪. আবলি, অঞ্জলি ইত্যাদি শব্দগুলোতে যেহেতু ই-কার আছে, সুতরাং এগুলো দিয়ে গঠিত শব্দগুলোতেও ই-কার হবে।

যেমন- (আবলি) শর্তাবলি, দৃশ্যাবলি, গ্রন্থাবলি, সূত্রাবলি
(অঞ্জলি) **শ্রদ্ধাঞ্জলি**, গীতাঞ্জলি, পুষ্পাঞ্জলি [ঢা.বো.'১৪; য.বো.'১৯,'১১,০৩; রা.বো. ১০, '০৩; কু. বো. '১৪; চ.বো.'২৩,১১; সি.বো. ১২, '১০; ব.বো. '২৩,'১৪] [ঢা. বো, '১০, '০৮: রা. বো, '২৪, '১৪: য. বো. '১৭; কু. বো'০৯,০৬: চ.বো, '১৩, '০৭; দি.বো.১২, '১০]

ঈ

১. সন্ধির নিয়মে (ই/ঈ + ই/ঈ=ঈ)

যেমন: **পরীক্ষা**(পরি+ঈক্ষা), রবীন্দ্র(রবি+ইন্দ্র), অতীন্দ্রিয়(অতি+ইন্দ্রিয়)

২. শব্দের শেষে 'করণ', 'ভবন', 'কৃত', 'ভূত' ইত্যাদি যুক্ত হলে ঐসব বিশেষ্যের শেষে ঈ-কার বসে।

যেমন— সরল থেকে সরলীকরণ, (ভস্ম) ভস্মীকরণ, (বক্র) বক্রীকরণ,
(বাজি) বাজীকরণ, (বিকেন্দ্র) বিকেন্দ্রীকরণ, আধুনিকীকরণ,
সমীভবন, (ঘন) ঘনীকরণ, ঘনীভবন, ঘনীকৃত, ঘনীভূত

৩. ঈ-কার হবে শুধু তৎসম(সংস্কৃত) শব্দে।

যেমন- পক্ষী, বংশী, শীষ, কুম্ভীর, হস্তী, দীপশলাকা, ইত্যাদি।
রমণী, বিদূষী, কল্যাণী, কিশোরী, তরুণী, সুন্দরী, পিতামহী, যুবতী,
গাভী, দাসী, (স্ত্রীবাচক)

৪. জীবী*, পন্থী*, ভাষী, ব্যাপী, গামী, কামী, বাহী, মুখী, অর্থী, ঘাতী, ত্যাগী, তন্ত্রী, দ্রোহী, দর্শী, ধারী, ধর্মী, পায়ী, বাদী*, বর্তী, বাসী, ভেদী, যাত্রী, স্পর্শী, শালী*, কালীন, কীর্ণ, শীল, হীন ইত্যাদি শব্দগুলোতে যেহেতু ঈ-কার আছে, সুতরাং এগুলো দিয়ে গঠিত শব্দগুলোতেও ঈ-কার হবে।

যেমন- দীর্ঘজীবী, **শ্রমজীবী**, বুদ্ধিজীবী, কৃষিজীবী, **পেশাজীবী**, **আইনজীবী**[চ.বো. ১১. '০৭: সি.বো. '১৪; ব. বো. ০৭; দি. বো, '১৪; সকল বোর্ড '১৮], চাকুরিজীবী, অনুগামী, অগ্রগামী, বহুমুখী, বামপন্থী, বিদ্যার্থী, সহকারী, হত্যাকারী, প্রাণঘাতী, ঐশ্বর্যশালী, সুশীল, সৃজনশীল, মর্মস্পর্শী, তৎকালীন, এককালীন, জনাকীর্ণ, প্রাণহীন, প্রতিবাদী, ইত্যাদি।

ব্যাকরণ: ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি

- ইয়াসিন রাকিব

HSC স্পেশাল

সকল ভিডিও ক্লাস

যেভাবে প্রশ্ন আসে

বর্ণনামূলক অথবা, নির্ণয়মূলক

ক) ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি বলতে কী বোঝ? কত প্রকার ও কী কী? *[রা বো ১৭, য বো ১৬]* ৫

খ) নিম্নরেখ শব্দগুলোর ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ করো।

একটু মিটমিট করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে- দেয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া, প্রেতবৎ, নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই- এজন্য হুঁকা হাতে, নিমীলিতলোচবে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ান হইতাম, তবে ওয়াটারলু জিতিতে পারিতাম কি না।

খ) নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি.......... নির্ণয় কর।

অপরের জন্য তুমি তোমার প্রাণ দাও- আমি বলতে চাই না। অপরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ তুমি দূর করো। অপরকে একটুখানি সুখ দাও। অপরের সঙ্গে একটুখানি মিষ্টি কথা বলো। পথের অসহায় মানুষটির দিকে একটা করুণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করো- তাহলেই অনেক হবে।

যেভাবে উত্তর করতে হবে

৩ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

❖ **ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি:**
ব্যাকরণগত অবস্থানের ভিত্তিতে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে যে কয় ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে তাদের ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি বলে।

❖ **প্রভারভেদ:**
ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি মোট আট প্রকার। যথা-

০১. **বিশেষ্য:** যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোনো ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝায় তাকে বিশেষ্য বলে।
যেমন- অবনি অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে।

০২. **সর্বনাম:** বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয় তাকে সর্বনাম বলে।
যেমন- অবনি অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। সে নিয়মিত স্কুলে যায়।

০৩. **বিশেষণ:** যে শব্দশ্রেণি দ্বারা বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়ার দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ পায় তাকে বিশেষণ বলে।
যেমন - নীল পরী হা করে ঘুমায়।

০৪. **ক্রিয়া:** যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোনোকিছু করা, থাকা, হওয়া, ঘটা ইত্যাদি বোঝায় তাকে ক্রিয়া বলে।
যেমন- নিজাম কাঁদছে।

০৫. **ক্রিয়াবিশেষণ:** যে শব্দ বাক্যের ক্রিয়াকে বিশেষিত করে তাকে ক্রিয়াবিশেষণ বলে।
যেমন- বাসটি দ্রুত চলতে শুরু করল।

০৬. **যোজক:** যে শব্দ একটি বাক্যাংশের সাথে অন্য একটি বাক্যাংশ অথবা বাক্যের একটি শব্দের সঙ্গে অন্য একটি শব্দের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায় তাকে যোজক বলে।
যেমন- তুমি খাবে আর আবির পড়বে।

০৭. **অনুসর্গ:** যে শব্দ কখনো স্বাধীনরূপে আবার কখনো শব্দ বিভক্তির ন্যায় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্যে করে তাকে অনুসর্গ বলে।
যেমন- ওকে দিয়ে এ কাজ হবে না।

০৮. **আবেগ শব্দ:** যে শব্দ মনের বিশেষ ভাব বা আবেগ প্রকাশে সহায়তা করে তাকে আবেগ শব্দ বলে।
যেমন- বাহ! সে তো আজ ভালোই খেলছে।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশকরণ

একটু মিটমিট করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে। দেয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া,
ক্রিয়া বিশেষণ (মিটমিট) — বিশেষণ (ক্ষুদ্র)
প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই- এজন্য হুকা হাতে, আমি যদি
ক্রিয়া (নাচিতেছে) — বিশেষ্য (হুকা)
নেপোলিয়ান হইতাম, তবে ওয়াটারলু জিতিতে পারিতাম কি না।
যোজক (তবে)

৩ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

❖ **বিশেষণ পদ চিহ্নিতকরণ**

অপরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ তুমি দূর করো। অপরকে একটুখানি সুখ দাও। অপরের সঙ্গে একটুখানি মিষ্টি কথা বলো। পথের অসহায় মানুষটির দিকে একটা করুণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করো। তাহলেই অনেক হবে।

ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণির গল্প

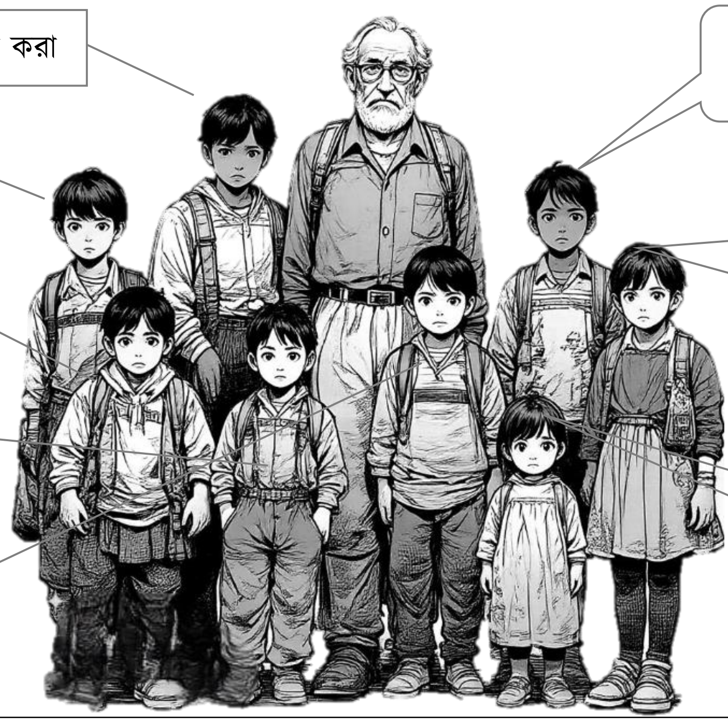

বাক্য একটি পরিবার। এর সদস্য ৮ জন। এই ৮ জনে ৮ টা দায়িত্ব পালন করে।

STEP 1 > ব্যাকারণিক শব্দশ্রেণি বেসিক ভিত্তি স্থাপন

❖ **সংজ্ঞা : পদ –** বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটি অর্থবোধক শব্দকে **পদ** বলে। বিভক্তিযুক্ত শব্দকে **পদ** বলে।

ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি - ব্যাকরণিক ভূমিকা বিবেচনায় শব্দসমূহকে যেই বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে, তাদের **ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি** বলে।

❖ উদাহরণ : **ধুর, বোকা রাজা বিনা কারণে সূক্ষ্মভাবে তীর ছুড়লেন, কিন্তু সেটা লক্ষ্য ভেদ করলো না।**

(ধুর – আবেগ শব্দ; বোকা – বিশেষণ; রাজা – বিশেষ্য; বিনা – অনুসর্গ; কারণে – অনুসর্গ; সূক্ষ্মভাবে – ক্রিয়া বিশেষণ; তীর – বিশেষ্য; ছুড়লেন – ক্রিয়া; কিন্তু – যোজক; সেটা – সর্বনাম; লক্ষ্য – বিশেষ্য; ভেদ – বিশেষ্য; করলো – ক্রিয়া; না – ক্রিয়া বিশেষণ)

❖ **বৈশিষ্ট্য :** ১. "প্রতিটি পদই এক একটি শব্দ কিন্তু প্রতিটি শব্দই পদ নয়"

সাধারণভাবে আমরা শব্দ ও পদকে একই অর্থে গ্রহণ করি। কিন্তু শব্দ ও পদ এক নয়। তাদের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে।

শব্দ	পদ
একটি ভাষাগোষ্ঠীর অভিধানে যা থাকে তা হচ্ছে শব্দ।	আর পদ হচ্ছে যখন সেই শব্দ মানুষ বাক্যে ব্যবহার করে।
অভিধানে শব্দগুলো বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর সম্পর্কহীন।	আর বাক্যে পদগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।
শব্দ বিভক্তি যুক্ত নয়	পদ বিভক্তি যুক্ত
শব্দ তাই শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।	আর পদ একই সঙ্গে রূপতত্ত ও বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

২. বাক্যে প্রয়োগের উপর শব্দশ্রেণির এই আট রকম বিভাজন চূড়ান্ত হয়ে থাকে।

যেমন : লাল থেকে নীল ভালো ; এখানে লাল একটি বিশেষ্য পদ।

ব্যাকরণ

উপসর্গ

ইয়াসিন রাকিব

HSC স্পেশাল

সকল ভিডিও ক্লাস

যেভাবে প্রশ্ন আসে

বর্ণনামূলক ক) 'উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, অর্থ দ্যোতকতা আছে'- আলোচনা করো।

অথবা,

(ঢা.বো. ১৪, ১২, ১০, ০৯, ০৮, ০৫, ০৩; রা.বো. ০১, ০৭, ০৯, ১১; ব.বো. ০৭, ০৫, ১৩; য.বো. ১২, ১৪, ১৬, ১৭, ১৯; চ.বো. ০৩, ০৭, ০৯; সি.বো. ০৭, ০৯, ১১; দি.বো. ০৩, ০৫, ০৭, ০৯, ১১, ১৮, ১৭; কু.বো. ০৬, ০৮, ১০, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭;)

নির্ণয়মূলক ক) 'পরা' উপসর্গ যোগে চারটি শব্দ গঠন কর। *(চ.বো. ২০০০)*

ক) 'পরি' অথবা 'প্রতি' উপসর্গযোগে চারটি শব্দ গঠন কর। *(সি.বো. ০৪, ১৪)*

ক) নিম্নলিখিত উপসর্গযোগে শব্দ গঠন কর।
অ, অতি, অনু, অব, নিঃ, পরি, প্র, স, *(কু.বো. ০৬)*

ক) নিম্নলিখিত উপসর্গযোগে শব্দ গঠন করে সার্থক বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।
আ, সম, উৎ, প্রতি, *(কু.বো. ০৫, ০৩, য.বো. ০২)*

যেভাবে উত্তর করতে হবে

৪ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

❑ **"উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, অর্থ দ্যোতকতা আছে।"-উক্তিটি বিশ্লেষণ :**

"অর্থবাচকতা নেই" মানে উপসর্গগুলোর নিজস্ব কোনো অর্থ নেই।
"অর্থদ্যোতকতা আছে" মানে অর্থ দান করার সামর্থ তথা নতুন অর্থ সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে।

অর্থাৎ, উপসর্গের নিজের কোনো অর্থ না থাকলেও অন্য শব্দের পূর্বে বসে তার অর্থের সম্প্রসারণ, সংকোচন, বিপরীত কিংবা নতুন অর্থ দিতে পারে।
যেমন- উপহার, পরিপূর্ণ, প্রশাখা, অকাজ, ব-কলম ইত্যাদি শব্দগুলোকে
উপ, পরি, প্র, অ, ব ইত্যাদি বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ তথা উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই।
কিন্তু উপসর্গগুলো যথাক্রমে হার, পূর্ণ, শাখা, কাজ, কলম শব্দগুলোর শুরুতে বসে
শব্দগুলোতে নতুনত্ব, পূর্ণতা, সম্প্রসারণ, সংকোচন কিংবা বিপরীত অর্থের সৃষ্টি করেছে।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

আ, সম, উৎ, প্রতি উপসর্গযোগে শব্দ গঠন করে র্সাথক বাক্যে প্রয়োগ :-

উপসর্গ	উপসর্গ যোগে গঠিত শব্দ	বাক্যে প্রয়োগ
আ	ধোয়া > আধোয়া	আধোয়া কিছু খেতে নেই।
সম	আদর > সমাদর	আদর করলে সমাদর পাওয়া যাবে।
উৎ	চারণ > উচ্চারণ	শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলা শিক্ষাগত যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ
প্রতি	ছায়া > প্রতিচ্ছায়া	পরিচ্ছন্ন লেখা পরিচ্ছন্ন মনের প্রতিচ্ছায়া

উপসর্গ যেভাবে পড়তে হয় এবং আমরা যেভাবে পড়বো

STEP 1 বেসিক ভিত্তি স্থাপন
STEP 2 বোর্ড প্রশ্ন সমাধান
STEP 3 কৌশলী অনুশীলন
STEP 4 ৫/৫ নিশ্চিতকরণ

ভিডিও ক্লাস

প্রথমে যা জানতে হবে

অভ্যুত্থান

উপসর্গ কী ?	বাংলা ভাষার শব্দ গঠনের অন্যতম একটি উপাদান
পরিচয়	ইংরেজি 'Prefix' হচ্ছে বাংলায় উপসর্গ
সংজ্ঞা	যেসব অর্থহীন শব্দাংশ অন্য শব্দের শুরুতে বসে নতুন শব্দ গঠন করে, সেগুলোকে উপসর্গ বলে।
উদাহরণ	অজানা (অ+জানা), অভিযোগ (অভি+যোগ), বেতার (বে+তার) প্রভৃতি শব্দের 'অ', 'অভি', 'বে' হলো উপসর্গ।
ব্যবহার	অনেক সময়ে শব্দের শুরুতে একসঙ্গে একাধিক উপসর্গ বসতে পারে। যেমন, 'সম্প্রদান' শব্দে 'দান'-এর আগে 'সম্' এবং 'প্র'– এই দুটি উপসর্গ যুক্ত হয়েছে। একইভাবে 'বিনির্মাণ' শব্দে 'মান'-এর আগে বসেছে 'বি' এবং 'নির্' উপসর্গ।
বৈশিষ্ট্য	উপসর্গের নিজের অর্থ নেই; কিন্তু নতুন নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরিতে উপসর্গ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এজন্য বলা হয় – উপসর্গের অর্থ নেই, কিন্তু অর্থের দ্যোতনা তৈরি করার ক্ষমতা আছে ।
পরিমাণ	বাংলা ভাষায় অর্ধশতাধিক উপসর্গ রয়েছে।
কাজ	নতুন শব্দ তৈরি করা উপসর্গের কাজ। যেমন – সম্+বাদ = সংবাদ, বি+বাদ = বিবাদ। 'বাদ' শব্দের সঙ্গে 'সম্' এবং 'বি' উপসর্গ যোগ করে নতুন শব্দ 'সংবাদ' ও 'বিবাদ' তৈরি হলো । উপসর্গের আর একটি কাজ শব্দের অর্থ পরিবর্তন করা। যেমন – সু+নজর = সুনজর (অর্থের সংকোচন); সম্+পূর্ণ = সম্পূর্ণ (অর্থের সম্প্রসারণ); গর+হাজির = গরহাজির (বিপরীত অর্থ) ইত্যাদি।

উপসর্গ	মূল শব্দ	গঠিত শব্দ	অর্থ সৃষ্টি
আ +	হার	= আহার	খাওয়া
বি +	হার	= বিহার	ভ্রমণ
উপ +	হার	= উপহার	পুরস্কার
প্র +	হার	= প্রহার	মারা
সম +	হার	= সংহার	হত্যা
পরি +	হার	= পরিহার	ত্যাগ
উৎ +	হার	= উদ্ধার	রক্ষা
অধি +	হার	= অধিহার	ন্যায্য মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য

উপসর্গ আর প্রত্যয়ের মিল

১. উভয় শব্দ গঠন করে
২. উভয়েরই নিজেদের কোনো অর্থ নেই
৩. উৎস (সংস্কৃত, বাংলা, বিদেশী)

উপসর্গ আর প্রত্যয়ের পার্থক্য

উপসর্গ	প্রত্যয়
শব্দ বা ধাতুর আগে বসে	শব্দ বা ধাতুর পরে বসে
অর্থের পরিবর্তন ঘটায়	ব্যাকরণিক পরিবর্তন ঘটায়

ব্যাকরণ

প্রকৃতি প্রত্যয়

ইয়াসিন রাকিব

HSC স্পেশাল

সকল ভিডিও ক্লাস

যেভাবে প্রশ্ন আসে

বর্ণনামূলক **ক)** 'উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, অর্থ দ্যোতকতা আছে'- আলোচনা করো।

(ঢা.বো. ১৪, ১২, ১০, ০৯, ০৮, ০৫, ০৩; রা.বো. ০১, ০৭, ০৯, ১১; ব.বো. ০৭, ০৫, ১৩; য.বো. ১২, ১৪, ১৬, ১৭, ১৯; চ.বো. ০৩, ০৭, ০৯; সি.বো. ০৭, ০৯, ১১; দি.বো. ০৩, ০৫, ০৭, ০৯, ১১, ১৮, ১৭; কু.বো. ০৬, ০৮, ১০, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭;)

অথবা,

নির্ণয়মূলক **খ)** প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় করো (যেকোনো পাঁচটি):

জেলে, সৃষ্টি, দৈনিক, ক্রেতা, উক্তি, নকলনবিশ, বিনয়, সৌন্দর্য,

(ঢা. বো. ১৭)

যেভাবে উত্তর করতে হবে

৪ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয়-

	গঠিত শব্দ	প্রকৃতি+প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
১.	জেলে	জাল + ইয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
২.	সৃষ্টি	সৃজ + তি	কৃৎ প্রত্যয়
৩.	দৈনিক	দিন+ ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
৪.	নকলনবিশ	নকল + নবিশ	তদ্ধিত প্রত্যয়
৫.	সৌন্দর্য	সুন্দর + য	তদ্ধিত প্রত্যয়

প্রত্যয় যেভাবে পড়তে হয় এবং আমরা যেভাবে পড়বো

STEP 1 > বেসিক ভিত্তি স্থাপন

STEP 2 > বোর্ড প্রশ্ন সমাধান

STEP 3 > কৌশলী অনুশীলন

STEP 4 > ৫/৫ নিশ্চিতকরণ

ভিডিও ক্লাস

প্রথমে যা জানতে হবে — অভ্যুত্থান

প্রত্যয় কী ?	বাংলা ভাষার শব্দ গঠনের অন্যতম একটি উপাদান
পরিচয়	ইংরেজি 'Suffix' হচ্ছে বাংলায় প্রত্যয়
সংজ্ঞা	যেসব অর্থহীন শব্দাংশ অন্য শব্দের শেষে বসে নতুন শব্দ গঠন করে, সেগুলোকে প্রত্যয় বলে।
উদাহরণ	বাঘ+আ = বাঘা, দিন+ইক = দৈনিক, দুল্+অনা = দোলনা, কৃ+তব্য = কর্তব্য
বৈশিষ্ট্য	প্রত্যয়ের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। তবে প্রত্যয় যুক্ত হওয়ার পরে অনেক সময়ে শব্দের অর্থ ও শ্রেণিপরিচয় বদলে যায়।

প্রকৃতি	প্রত্যয়	গঠিত শব্দ	পরিবর্তন
চল্ +	অ	= চল	ক্রিয়া
চল্ +	অক	= চালক	বিশেষ্য
চল্ +	অন্ত	= চলন্ত	বিশেষণ
চল্ +	আ	= চলা	ক্রিয়া/বিশেষ্য
চল্ +	আই	= চালাই	ক্রিয়া/উত্তম পুরুষ
চল্ +	আও	= চালাও	ক্রিয়া/মধ্যম পুরুষ
চল্ +	আনো	= চালানো	ক্রিয়া
চল্ +	তি	= চলতি	বিশেষণ

উপসর্গ আর প্রত্যয়ের মিল

১. উভয় শব্দ গঠন করে
২. উভয়েরই নিজেদের কোনো অর্থ নেই
৩. উৎস (সংস্কৃত, বাংলা, বিদেশী)

উপসর্গ আর প্রত্যয়ের পার্থক্য

উপসর্গ	প্রত্যয়
শব্দ বা ধাতুর আগে বসে	শব্দ বা ধাতুর পরে বসে
অর্থের পরিবর্তন ঘটায়	ব্যাকরণিক পরিবর্তন ঘটায়

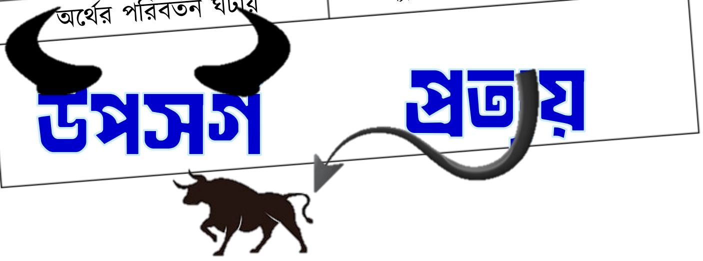

প্রত্যয় মানে এই ৬টি বিষয় জানতে হবে, কারণ এই ছয় প্যাটার্নে প্রশ্ন হয়

মূল বিষয়	প্রশ্নের ধরণ	মন্তব্য
প্রত্যয়ের বেসিক	প্রত্যয়ের কাজ কী? [চবি, B ইউনিট ২০১৯-২০] উপসর্গের সঙ্গে প্রত্যয়ের পার্থক্য কী? [রাবি ২০১৩-১৪: ববি ২০১৩-১৪]	বেসিক খুব ভালো করে বুঝতে হবে।
প্রত্যয় চেনা	প্রত্যয় সাধিত শব্দ কোনটি? [ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ-বিজ্ঞান ২০১৮-১৯] কোনটি প্রত্যয়ান্ত শব্দ? [ঢাবি ঘ ইউনিট- ২০১৭-১৮]	প্রত্যয় গুলো মুখস্থ করতে হবে না, চোখ বুলিয়ে একটু চিনে নিতে হবে
প্রত্যয় দিয়ে শব্দ গঠন	'সৌন্দর্য' শব্দটি গঠিত হয়েছে- [ঢাবি ক ইউনিট ২০১৫-১৬] 'জনতা' শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত হয়েছে? [ঢাবি ক ২০১১-১২]	প্রত্যয় দিয়ে শব্দ গঠনের অনুশীলন করতে হবে।
প্রত্যয়ের প্রকার নির্ণয়	কোনটি কৃৎ প্রত্যয়সাধিত শব্দ? [চবি, A ইউনিট - ২০১৭-১৮] কোনটি তদ্ধিত প্রত্যয়? [চবি, D1 -ইউনিট, ২০১৬-১৭] কোনটিতে বাংলা কৃৎ প্রত্যয়ের উদাহরণ রয়েছে? [চবি B1 ২০১৫-১৬]	কোনটা কৃৎ প্রত্যয় কোনটা তদ্ধিত প্রত্যয় এই অংশটা নির্ণয়ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
প্রত্যয় প্রদত্ত অর্থ নির্ণয়	ক্ষুদ্রার্থে 'ইকা' প্রত্যয়যোগে গঠিত- [ঢাবি ক ২০১৩-১৪: ঘ ঢাবি ২০০৪-০৫]	মুখস্থ ও ধারণা নিতে হবে।
প্রত্যয়ের পরিমাণ নির্ণয়	'প্রতিযোগিতা" শব্দটিতে প্রত্যয় রয়েছে- [রাবি, E ইউনিট, ২০১৬-১৭]	এটা উচ্চতর দক্ষতা মূলক প্রশ্ন

ব্যাকরণ

সমাস

ইয়াসিন রাকিব

HSC স্পেশাল

সকল ভিডিও ক্লাস

যেভাবে প্রশ্ন আসে

বর্ণনামূলক ক) সমাস কাকে বলে ? বাংলা ভাষায় সমাসের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করো। *(ঢা. বো. ১৭)* ৫

অথবা, ক) সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য উদাহরণসহ লেখ। *(ব.বো. ০৭, ০৫, ১৩; ঢা.বো. ১২, ০৭, য.বো. ১৫, ১৩, ০৮; চ.বো. ০৯, ০৫, ১৩; সি.বো. ১৩, ১১; দি.বো. ১৩)*

নির্ণয়মূলক খ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে কোন ৫ টি)

উপকণ্ঠ, বিশালাক্ষী, দেশান্তর, সাত-সতের, সপ্তর্ষি, মুখচন্দ্র, চিরসুখী, পলান্ন,

যেভাবে উত্তর করতে হবে

৪ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

❖ **সমাস কাকে বলে ?**

বাক্যের মধ্যে পরস্পর সম্পর্কিত একাধিক পদের এক শব্দে পরিণত হওয়ার নাম সমাস।

যেমন – **কপোতের ন্যায় অক্ষি যার = কপোতাক্ষ**

❖ **সমাসের প্রয়োজনীয়তা**

০১. **ভাষা সংক্ষিপ্তকরণ :** সমাস ভাষাকে সংক্ষেপ করে।

যেমন: মাস্টার সাহেবের ঘরে আশ্রিত জামাই বৌ পরিবেশিত ভাতের দিন বাষ্প চালিত যানে ঢাকা গেলেন।
মাস্টার সাহেবের ঘরজামাই বৌভাতের দিন বাষ্পযানে ঢাকা গেলেন।

০২. **নতুন শব্দ গঠন :** সমাস নতুন নতুন শব্দ গঠন করে। যেমন: জায়া ও পতি মিলে নতুন শব্দ দম্পতি

০৩. **ভাষার শ্রুতিমধুরতা বৃদ্ধি :** সমাস ভাষাকে শ্রুতিমধুর, প্রাঞ্জল ও ছন্দময় করে তোলে। যেমন : 'রাজা সিংহ চিহ্নিত আসনে বসে আছেন' না বলে 'রাজা সিংহাসনে বসে আছেন' বললে বাক্যটি শ্রুতিমধুর হয়।

০৪. **তুলনাকরণ :** দুই পদের মধ্যে তুলনা বোঝাতেও সমাস ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন: বিষাদ রূপ সিন্ধু = বিষাদসিন্ধু সহচর

০৫. **পারিভাষিক শব্দ তৈরি :** ক্ষেত্রেও সমাস বিশেষ ভূমিকা পালন করে। যেমন- 'তিন ফলের সমাহার' = 'ত্রি- ফলা'। ত্রি-ফলা একটি পারিভাষিক শব্দ।

অল্প কথায় ভাবকে ব্যাপকভাবে প্রকাশ, **উচ্চারণের সহায়তা, তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য প্রদান** ইত্যাদিসহ সমাসের ফলে ভাষা সমৃদ্ধি হয় । কারণ, যে কোনো ভাষারই সম্পদ হল তার শব্দ ভাণ্ডার অর্থাৎ শব্দ সংখ্যা। সমাস নতুন নতুন শব্দ তৈরি হয়। যেমন — জায়া ও পতি দুটি শব্দের মিলনে সমাসসাধিত নতুন শব্দ দম্পতি। এইভাবে সমাস ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তার শব্দ সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

	প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাস
১.	উপকণ্ঠ	কণ্ঠের সমীপে	অব্যয়ীভাব
২.	বিশালাক্ষী	বিশাল অক্ষি যার	বহুব্রীহি (পদোলোপি)
৩.	দেশান্তর	অন্য দেশ	নিত্য
৪.	সাত-সতের	সাত ও সতের	দ্বন্দ্ব (সংখ্যাবাচক)
৫.	সপ্তর্ষি	সপ্ত ঋষির সমাহার	দ্বিগু

সমাস যেভাবে পড়লে অন্তরে গেঁথে যায় এবং আমরা যেভাবে পড়াবো

STEP 1 > বেসিক ভিত্তি স্থাপন

STEP 2 > বোর্ড প্রশ্ন সমাধান

STEP 3 > কৌশলী অনুশীলন

STEP 4 > ৫/৫ নিশ্চিতকরণ

ভিডিও ক্লাস

STEP 1 > সমাস বেসিক ভিত্তি স্থাপন

❖ সমাস কাকে বলে ? ★★★

বাক্যের মধ্যে পরস্পর সম্পর্কিত একাধিক পদের এক শব্দে পরিণত হওয়ার নাম সমাস।

যেমন – **কপোতের ন্যায় অক্ষি যার = কপোতাক্ষ** নিচের বাক্য দুটির দিকে তাকানো যাক:

১ম বাক্য : পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক পরীক্ষার সময় সংক্রান্ত সূচি স্কুল ও কলেজে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

২য় বাক্য : পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পরীক্ষার সময়সূচি স্কুল-কলেজে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

'পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক', 'সময় সংক্রান্ত সূচি' এবং 'স্কুল ও কলেজ' পদগুলো যথাক্রমে 'পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক', 'সময়সূচি' এবং 'স্কুল-কলেজ' হিসেবে সংক্ষিপ্ত হয়েছে। এই সংক্ষেপ প্রক্রিয়ার নাম সমাস।

❖ সমাস শব্দের বিভিন্ন বিশ্লেষণ

ক) প্রত্যয় : সম্-অস+অ(ঘঞ) খ) সন্ধি : সম+আস গ) সমাস : সম্(এক) আস(হওয়া)= এক হওয়া।

❖ সমাসের বৈশিষ্ট্য ★

০১. সমস্তপদ সাধারণত এক শব্দ হিসেবে দেখা হয়। যেমন 'সময়সূচি'।

০২. উচ্চারণ বা অর্থের বিভ্রান্তি ঘটার আশঙ্কায় কিছু ক্ষেত্রে পূর্বপদ ও পরপদের মাঝখানে হাইফেন (-) বসে। যেমন স্কুল-কলেজ'।

০৩. কিছু ক্ষেত্রে পূর্বপদ ও পরপনকে আলাদা লেখা হয়। যেমন : পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক।

❖ সমাসের প্রয়োজনীয়তা ★★★

০১. **ভাষা সংক্ষিপ্তকরণ :** সমাস ভাষাকে সংক্ষেপ করে। যেমন: মাস্টার সাহেবের ঘরে আশ্রিত জামাই বৌ পরিবেশিত ভাতের দিন বাষ্প চালিত যানে ঢাকা গেলেন। মাস্টার সাহেবের ঘরজামাই বৌভাতের দিন বাষ্পযানে ঢাকা গেলেন।

০২. **নতুন শব্দ গঠন :** সমাস নতুন নতুন শব্দ গঠন করে। যেমন: জায়া ও পতি মিলে নতুন শব্দ দম্পতি

০৩. **ভাষার শ্রুতিমধুরতা বৃদ্ধি :** সমাস ভাষাকে শ্রুতিমধুর, প্রাঞ্জল ও ছন্দময় করে তোলে। যেমন : 'রাজা সিংহ চিহ্নিত আসনে বসে আছেন' না বলে 'রাজা সিংহাসনে বসে আছেন' বললে বাক্যটি শ্রুতিমধুর হয়।

০৪. **তুলনাকরণ :** দুই পদের মধ্যে তুলনা বোঝাতেও সমাস ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন: বিষাদ রূপ সিন্ধু = বিষাদসিন্ধু সহচর

০৫. **পারিভাষিক শব্দ তৈরি :** ক্ষেত্রেও সমাস বিশেষ ভূমিকা পালন করে। যেমন- 'তিন ফলের সমাহার' = 'ত্রি- ফলা'। ত্রি-ফলা একটি পারিভাষিক শব্দ।

অল্প কথায় ভাবকে ব্যাপকভাবে প্রকাশ, **উচ্চারণের সহায়তা, তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য প্রদান** ইত্যাদিসহ সমাসের ফলে ভাষা সমৃদ্ধি হয় । কারণ, যে কোনো ভাষারই সম্পদ হল তার শব্দ ভাণ্ডার অর্থাৎ শব্দ সংখ্যা। সমাস নতুন নতুন শব্দ তৈরি হয়। যেমন — জায়া ও পতি দুটি শব্দের মিলনে সমাসসাধিত নতুন শব্দ দম্পতি। এইভাবে সমাস ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তার শব্দ সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

❖ সমাসের সাথে সম্পৃক্ত বিষয় ★★

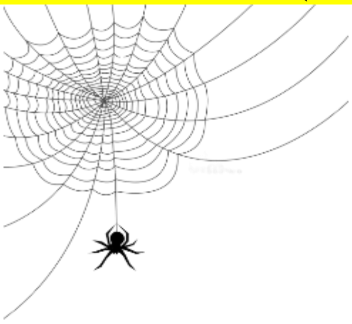

পূর্বপদ পরপদ

উর্ণনাভ = উর্ণ নাভিতে যার

সমস্যমান পদ সমস্যমান পদ সমস্যমান পদ

সমস্ত পদ/সমাস নিষ্পন্ন পদ

ব্যাসবাক্য/সমাসবাক্য/বিগ্রহ বাক্য

❖ সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য ★

পার্থক্য	সমাস	সন্ধি
সংজ্ঞা	পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক শব্দের একশব্দে মিলনের নাম সমাস।	পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ধ্বনি একত্র মিলনকে সন্ধি বলে।
প্রকারভেদ	সমাস ৪ প্রকার। যথা: ক) দ্বন্দ্ব খ) কর্মধারয় গ) তৎপুরুষ ঘ) বহুব্রীহি	সন্ধি প্রথমত ২ প্রকারের। যথা: তৎসম শব্দের সন্ধি ও বাংলা শব্দের সন্ধি। বাংলা শব্দের সন্ধি আবার ৩ প্রকার। যথা: ক)স্বরসন্ধি খ) ব্যঞ্জন সন্ধি গ) বিসর্গ সন্ধি
কাজ	সমাস বাক্যকে সংক্ষেপ করে	সন্ধি শব্দকে সংক্ষেপ করে।
মূল উদ্দেশ্য	সমাস মূল লক্ষ্য অর্থের প্রাঞ্জলতার ঠিক রাখা।	সন্ধির লক্ষ্য উচ্চরণকে সহজ করা
উদাহরণ	মাতা পিতা, গাছপাকা, চৌরাস্তা, বিষাদসিন্ধু	সূর্যোদয়, বিদ্যালয়

❖ সন্ধি ও সমাসের মিল

অনেক ক্ষেত্রে একই শব্দ সন্ধি ও সমাস উভয় মাধ্যমেই গঠিত হতে পারে। যেমন– **ইত্যাদি** = ইতি ও আদি, **ইত্যাদি** = ইতি+আদি

✔ সমাসে ৫/৫ পেতে করনীয়

১. **বেসিকে গুরুত্ব :** সমাসের প্রতিটি প্রকার চেনার উপায়টা ধরে ফেলতে পারলেই সমাস সহজ। তার মধ্যে যেগুলো সহজ সমাস ও গুলো আগে আত্মস্থ করে নিলে নম্বর ও আত্ম বিশ্বাস দুটোই বেড়ে যায়।

২. **অনুশীলন করা :** বোর্ড প্রশ্নগুলো অনুশীলন করে দেখা ৮ টার মধ্যে কয়টা হচ্ছে এবং ৫/৫ না পাওয়া পর্যন্ত হাল না ছাড়া।

৩. **অর্থ জানা ও শব্দ গঠন :** সমাসকে কেবল একাডেমিক নয়, বাস্তব জীবনেও চর্চা করতে হবে। তাহলে পড়া ও জীবন এক সাথে স্মার্ট হবে। তাছাড়া অর্থ জানলে সমাস নির্ণয়ও সহজ হয়ে যায়।

✘ সমাসে ৫/৫ পেতে বর্জনীয়

১. **কঠিন মনে করা :** যেহেতু বিষয়টি শিক্ষাগত, পেশাগত কিংবা কর্মমুখী জীবনে লাগবেই, সুতরাং একে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

২. **সময় নষ্ট করা :** অভিধানে শব্দ আছে লক্ষ লক্ষ। তার মানে এক পাশ থেকে সব সুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া শতভাগ সুদ্ধ করারও সম্ভব না। তাই পরীক্ষায় যা আসে সেগুলোর বারবার দেখলে পরীক্ষা ও ব্যক্তি জীবন দুই জায়গায়ই কাজে লাগবে।

৩. **দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া :** প্রচুর দ্বিধামূলক সমাস আছে। এগুলোর কোনটা সঠিক এর ব্যাখ্যা জানতে হবে আর কিছু আছে সবটাই সঠিক। মনে রাখতে হবে স হজগুলো থেকেই পূর্ণ কমন পড়ে সুতরাং কঠিন গুলো নিয়ে পড়ে থাকার মানেই হয় না।

সমাস ব্যবহারিক জীবনে কিভাবে কাজে লাগে

১. **লেখালেখিতে** → সংক্ষিপ্ত, সুন্দর ও প্রভাবশালী ভাষা ব্যবহার করতে।
২. **শিক্ষা ও পরীক্ষায়** → সংজ্ঞা, সংক্ষেপণ, অনুবাদ ও সাহিত্য রচনায়।
৩. **চাকরি বা অফিসিয়াল কাজে** → আনুষ্ঠানিক প্রতিবেদন বা নথিপত্রে।
৪. **সৃজনশীল কাজ** → কবিতা, গল্প, বিজ্ঞাপন, স্লোগানে আকর্ষণীয়তা আনার জন্য।

❖ সমাসের প্রকারভেদ

আধুনিক ব্যাকরণ অনুযায়ী সমাস মূলত চার প্রকার । যথা-

০১. দ্বন্দ্ব সমাস	০২. তৎপুরুষ সমাস	০৩. কর্মধারয় সমাস	০৪. বহুব্রীহি সমাস

(নতুন ব্যাকরণে দ্বিগুকে কর্মধারয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং অব্যয়ীভাবকে বিলুপ্ত করা হয়েছে।)

পূর্ব ব্যাকরণ অনুযায়ী সমাস মূলত ছয় প্রকার । যথা-

০১. দ্বন্দ্ব সমাস	০২. তৎপুরুষ সমাস	০৩. কর্মধারয় সমাস	০৪. বহুব্রীহি সমাস	০৫. দ্বিগু সমাস	০৬. অব্যয়ীভাব সমাস

আরো কিছু অপ্রধান সমাস যথা- **প্রাদি, নিত্য, অলুক, উপপদ, সুপসুপা**

❖ সমাস ভেদে পদের অর্থের প্রাধান্য

উভয় পদ প্রধান : **দ্বন্দ্ব** যেমন- মাতা ও পিতা = মাতা-পিতা
পূর্ব পদ প্রধান : **অব্যয়ীভাব** যেমন- দিন দিন = প্রতিদিন
পর পদ প্রধান (দ্বিতক) : **দ্বিগু, তৎপুরুষ, কর্মধারয়** যেমন- চার রাস্তার সমাহার=চৌরাস্তা, গাছে পাকা=গাছপাকা, গজের ন্যায় মূর্খ=গজমূর্খ
অন্য পদ প্রধান : **বহুব্রীহি** যেমন - দুই কান কাটা যার = দুকানকাটা

এক নজরে সমাস শেষ

অর্থের প্রাধান্য	সমাস	প্রকার	চেনার উপায়	ব্যাসবাক্যসহ উদাহরণ	আরো উদাহরণ
উভয় পদ প্রধান	**দ্বন্দ্ব**		ব্যাস বাক্যে **ও** থাকে	সাত-পাঁচ = সাত **ও** পাঁচ	আজকাল
পূর্ব পদ প্রধান	**অব্যয়ীভাব**		শব্দে **উপসর্গ** থাকে	**উপ**কূল = কূলের সমীপে,	প্রত্যহ, আকণ্ঠ
পর পদ প্রধান (দ্বিতক)	**দ্বিগু**		**সংখ্যা** + বিশেষ্য = সমাহার	**চৌ**রাস্তা = চৌ(চার)রাস্তার সমাহার	দ্বিগু, সপ্তর্ষি,
	তৎপুরুষ		**বিভক্তি** থাকে	লোকদেখানো = লোক**কে** দেখানো	গাছেপাকা
		উপপদ	পরপদ **ক্রিয়াপদ** হয়	ছেলে**ধরা** = ছেলে **ধরে** যে	ছাপোষা
	কর্মধারয়	সাধারণ বিশেষ্য + বিশেষ্য বিশেষণ + বিশেষণ বিশেষ্য + বিশেষণ বিশেষণ + বিশেষ্য	**যে, যা, যিনি......তিনি** সহ আরো কিছু থাকতে পারে।	**জজসাহেব** = যিনি জজ তিনি সাহেব **কাঁচামিঠা** = যা কাঁচা তাই মিঠা **নরাধম** = অধম যে নর [চা. বো. ২৪] **মহানবী** = মহান যে নবী	গিন্নিমা কাঁচামিঠা বেগুনভাজা নীলপদ্ম
		মধ্যপদলোপী	মধ্যপদের লোপ হয়	**সিংহাসন** = সিংহ চিহ্নিত আসন	আয়কর
		উপমান (N+A)	**বিশেষ্য+বিশেষণ (সত্য তুলনা)**	কাজলকালো = কাজলের **ন্যায়** কালো	কুসুমকোমল
		উপমিত (N+N)	**বিশেষ্য+বিশেষ্য (মিথ্যা তুলনা)**	মুখচন্দ্র = মুখ চন্দ্রের **ন্যায়**	বীরকেশরী
		রূপক (N+N)	**বিশেষ্য+বিশেষ্য (অদৃশ্য তুলনা)**	মনমাঝি = মন **রূপ** মাঝি	বিষাদসিন্ধু
অন্য পদ প্রধান	**বহুব্রীহি**	ব্যাতিহার	**শব্দজোড়**	**লাঠালাঠি** = লাঠিতে লাঠিতে যে লড়াই	হাতাহাতি
		সমানাধিকরন	ব্যাস বাক্যে **যার** থাকে	দশ আনন = দশ আনন **যার**	নীলকণ্ঠ
		ব্যাধিকরণ	ব্যাস বাক্যে **যার** থাকে	বীণাপাণি = বীণা পাণিতে **যার**	নদীমাতৃক
		পদোলোপি	ব্যাস বাক্যে **যার** থাকে	বিড়ালাক্ষী = বিড়ালের অক্ষির মতো অক্ষি **যার**	তিমিরকুন্তলা
		অলোপ/অলুক	ব্যাস বাক্যে **যার** থাকে	মুখেভাত = মুখে ভাত দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে	গায়েহলুদ
		সংখ্যাবাচক	ব্যাস বাক্যে **যার** থাকে	চৌচালা = চৌ(চার) চাল **যার**	বেওয়ারিশ
			ব্যাস বাক্যে **বর্তমান** থাকে	সশস্ত্র = অস্ত্রসহ **বর্তমান** [রা. বো. ১৯]	সহৃদয়

	নিত্য		শব্দে **অন্তর** থাকে	গ্রামান্তর, মতান্তর, গৃহান্তর, কালান্তর, দেশান্তর,
	প্রাদি		**প্র**	প্রবচন, প্রগতি, প্রশান্তি, প্রবাদ, প্রভাব, প্রভাত, প্রভাষক

দ্বন্দ্ব

➤ **সংজ্ঞা :** যে সমাসে প্রতিটি সমস্যমান পদের অর্থের সমান প্রাধান্য থাকে , তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন - মাতা ও পিতা = মাতা পিতা

➤ **চেনার উপায় :** ব্যাসবাক্যে **ও, এবং, আর** সাধারনত এ তিনটি অব্যয়ী থাকে । যেমন- আয় ও ব্যয় , ভালো এবং মন্দ , চা আর বিস্কুট

ভিডিও ক্লাস

➤ **বৈশিষ্ট্য : ১।** পদগুলো সব সময় এক জাতীয় পদবিশিষ্ট হয়।

যেমন - হাট ও বাজার = হাট বাজার (উভয় পদ বিশেষ্য)
যে ও সে = যে সে (উভয় পদ সর্বনাম)
হেসে ও খেলে = হেসে-খেলে (উভয় পদ ক্রিয়াপদ)
শুভ্র ও তুষার = শুভ্র তুষার (এখানে শুভ্র বিশেষণ এবং তুষার বিশেষ্য তাই এটা দ্বন্দ্ব সমাস হবে না। কারণ উভয় পদ সম জাতীয় পদ হয়নি।)

২। সাধারণত অল্প স্বর বিশিষ্ট শব্দ পূর্বে বসে। যেমন - মা-বাবা, ধুতি-চাদর, সাত-সতেরো ইত্যাদি

➤ প্রকারভেদ ও উদাহরণসহ ব্যাসবাক্য ও সমস্ত পদ।

প্রকারভেদ	ব্যাসবাক্য সমস্ত পদ	উদাহরণ
মিলনার্থক দ্বন্দ্ব	**মা-বাবা** = মা ও বাবা	**চাল-ডাল, মাসি-পিসি, জ্বিন-পরি, চা-বিস্কুট, রবিশশী, চর্ব্যচোষ্য***,
সমার্থক দ্বন্দ্ব	**সুখ-শান্তি** = সুখ ও শান্তি	**জনমানব** *ঢা.বো-০৬; কু.বো.-'০৯; চ.বো.-'০৬; ব.বো.-'১২,০৭,* **অত্যাচার-অবিচার** *ব.বো.-'০৮,০৭,* **বেশ-ভূষা***, **সৈন্যসামন্ত** *দি.বো.-১৩; য.বো.-১৯; ঢা.বো.-'০৯; চ.বো.-'১৬,* **কাজ-কর্ম, ঘর-দুয়ার, ছাইভস্ম,**
প্রায় সমার্থক/সহচর দ্বন্দ্ব	**কাপড়-চোপড়** = কাপড় ও চোপড়	**আঁট-সাঁট** *কু.বো.-'১৯,* **দুধভাত** *কু.বো.-'১১,* **দোয়াত-কলম** *য.বো.-১৬,* **রক্তমাংস** *রা.বো.-'০৯,* **দয়া-মায়া, আদর-অভ্যর্থনা, মানইজ্জত, আদবকায়দা, হাসিঠাট্টা**
বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব	**লাভ-লোকসান** = লাভ ও লোকসান	**আজকাল** *য.বো.-'০৫,* **ভালোমন্দ** *রা.বো.-'০৭,* **শীতাতপ** *ব.বো.-'১৪,* **সত্যাসত্য** *ঢা.বো.-'১৬,* **হিতাহিত** *চ.বো.-১৭; রা.বো.-'১৬; য.বো.-'১৪,* **দিন-রাত, জমা-খরচ, ছেলে-বুড়ো, বাঁচামরা, অগ্রপশ্চাত, পাপ-পূণ্য**
বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব	**অহি-নকুল** = অহি ও নকুল *HSC-'১৮*	**দা-কুমড়ো** *রা.বো.-'১২,* **স্বর্গ-নরক,** অহিনকুল [সকল বোর্ড '১৮; য. বো. '২৪, '২২; সি. বো. ২২]
বিকল্পার্থক দ্বন্দ্ব	**হার-জিৎ** = হার অথবা জিৎ	
দুটি সর্বনামযোগে	**যথা-তথা** = যথা ও তথা	**যা**-তা, যে-সে, তুমি-আমি, এখানে-সেখানে,
দুটি বিশেষণযোগে	**ভালো-মন্দ** = ভালো ও মন্দ	**ভালোমন্দ** *রা.বো.-'০৭,*
দুটি ক্রিয়াযোগে	**দেখা-শোনা** = দেখা ও শোনা *রা.বো.০৪]*	**লেনদেন** *দি.বো.-'০৯,* **যাওয়া-আসা, দেওয়া-থোওয়া, হাসিখেলি**
দুটি ক্রিয়াবিশেষণযোগে	**ধীরে-সুস্থে** = ধীরে ও সুস্থে	**আগে-পাছে, আকারে-ইঙ্গিতে**
অঙ্গবাচক শব্দযোগে	**হাত-পা** = হাত ও পা	**নাক-কান, বুক-পিঠ, মাথা-মুণ্ডু, নাক-মুখ, হাত-পা-নাক-মুখ-চোখ,**
সংখ্যাবাচক শব্দযোগে	**সাত-পাঁচ** = সাত ও পাঁচ	**সাত-সতেরো** *রা.বো.-'১৭; ঢা.বো.-'১৯,১১; সি.বো.-'১১,* **নয়-ছয়, উনিশ-বিশ**
অনুকার দ্বন্দ্ব	**কাজ-টাজ** = কাজ ও টাজ	
বহুপদী দ্বন্দ্ব ★ ★	**সাহেব-বিবি-গোলাম**=সাহেব বিবি ও গোলাম	**রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ, তেল-নুন-লাকড়ি,** পদ্মা-মেঘনা-যমুনা[কু. বো, '২২]
একশেষ দ্বন্দ্ব ★ ★	**আমরা** = তুমি, আমি ও সে *য.বো.-'১৯; সি.বো.-১৬; কু.বো.-'১০; ঢা.বো.-'১০; রা.বো.-'১৪,০৮,০৫*	**তোমরা = তুমি ও সে, তোরা** [ঢা. বো. ২৩]
অলুক দ্বন্দ্ব ★ ★	**দুধেভাতে** = দুধে ও ভাতে *য.বো.-'০৭*	**বনেবাদাড়ে** *চ.বো.-'০৪,* **হাতে-পায়ে** *দি.বো.-'১০; কু.বো.-'১৩,* **পথেঘাটে** *কু.বো.-'১৭,* **কাগজে-কলমে, হাতে-কলমে, জলে-স্থলে, দেশে-বিদেশে, পথে-প্রান্তরে, চলনে-বলনে, মায়েঝিয়ে,**
নিপাতনে সিদ্ধ ★ ★	**অহোরাত্র** = অহঃ ও রাত্রি *সি.বো.-'১৭,*	**দম্পতি** *ঢা.বো.-'০৭; কু.বো.-'১৪; দি.বো.-১৭,১৪: ব.বো.-'১৬: চ.বো.-'০৬; সি.বো.-'১৪,* **কুশীলব** *রা.বো.-'১৯,* **অহর্নিশ,**

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
দম্পতি	দম্(জায়া) ও পতি
অহর্নিশ	অহঃ ও নিশি
কুশীলব	কুশ ও লব
উত্তরোত্তর[ব.বো.১৯]	উত্তর ও উত্তর
সত্যাসত্য	সত্য ও অসত্য

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
হিতাহিত *চ.বো.-১৭*	হিত ও অহিত
শীতাতপ *ব.বো.-'১৪*	শীত ও আতপ
আদ্যন্ত	আদি ও অন্ত
ইত্যাদি	ইতি ও আদি
গতায়াত	গত ও আয়াত

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
কায়মনোবাক্য	কায়, মনঃ ও বাক্য
আগাপাছতলার	আগে, পেছনে ও তলায়
তোরা [ঢা. বো. ২৩]	তুই ও সে

ব্যাকরণ

বাক্যতত্ত্ব

ইয়াসিন রাকিব

HSC স্পেশাল

সকল ভিডিও ক্লাস

যেভাবে প্রশ্ন আসে

বর্ণনামূলক

ক) বাক্য কাকে বলে? একটি সার্থক/আদর্শ বাক্যে কয়টি গুণ/বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক। উদাহরণসহ আলোচনা করো। *(ঢা.বো. ১৬; রা.বো. ২২, ১৯, ১৬; ব.বো. ২২, ১৫; য.বো. ১৬; চ.বো. ১৭, ১৬; সি.বো. ২২, ১৬; দি.বো. ১৬; কু.বো. ১৪, ২২;)*

ক) বাক্য কাকে বলে? গঠনগতভাবে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা করো। *(ঢা.বো. ১৯, ১৭, ১৫; রা.বো. ১৭; ব.বো. ১৭, ১২; য.বো. ২২, ১৭, ১৫; চ.বো. ২২, ১৫; কু.বো. ১৫, ১৬, ১৭;)*

ক) বাক্য কাকে বলে? অর্থগতভাবে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা করো। *(ঢা.বো. ২২, রা.বো. ০১, ০৭, ০৯, ১১; ব.বো. ১৯; য.বো. ১২, ১৪, সি.বো. ০২;)*

ক) পদক্রম কী? বাংলা বাক্যে পদক্রমের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ আলোচনা করো। *[সি.বো. ০৭]*

অথবা,

নির্ণয়মূলক

খ) বন্ধনীর নির্দেশ অনুযায়ী যে কোনো ৫ টি বাক্যান্তর কর -

i. যা বার্ধক্য, তাকে সবসময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। (সরল)
ii. পরশমণির বয়স হইলেও শিক্ষা হয় নাই। (যৌগিক)
iii. ইহাদের ন্যায় রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই। (জটিল)
iv. জননী ও জন্মভূমি কি স্বর্গের চেয়েও প্রিয় নয়? (নির্দেশাত্মক)
v. দেশকে ভালোবেসে শত শহীদ জীবন উৎসর্গ করেছেন। (প্রশ্নবোধক)
vi. ভুলগুলো এখনই সংশোধন করতে বলছি। (অনুজ্ঞাবাচক)
vii. শম্ভুনাথ এ কথায় একেবারে যোগই দিলেন না। (অস্তিবাচক)
viii. একেই কি বলে সভ্যতা? (নেতিবাচক)

বাক্যান্তর নির্দেশনা

০১. (সরল)
০২. (যৌগিক)
০৩. (জটিল)

০৪. (নির্দেশাত্মক)
০৫. (প্রশ্নবোধক)
০৬. (অনুজ্ঞাবাচক)
০৭. (আবেগবাচক)

০৮. (অস্তিবাচক)
০৯. (নেতিবাচক)

ভিডিও ক্লাস

ভিডিও ক্লাস

বাক্য

(গঠন বিবেচনায়)

১. সরল (Simple)	২. যৌগিক (Compound)	৩. জটিল/মিশ্র (Complex)
একটিমাত্র **সমাপিকা ক্রিয়া** থাকলে তাকে সরল বাক্য বলে।	এক বা একাধিক বাক্য বা বাক্যাংশ যোজকের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে যৌগিক বাক্য গঠন করে।	**একটি মূল বাক্যের** অধীনে এক বা একাধিক **আশ্রিত বাক্য** বা বাক্যাংশ থাকলে জটিল বাক্য তৈরি হয়।
স্বাধীন বাক্য কর্তা + সমাপিকা ক্রিয়া	স্বাধীন বাক্য + স্বাধীন বাক্য **যোজক** কর্তা+সমাপিকা ক্রিয়া কর্তা+ সমাপিকা ক্রিয়া	স্বাধীন বাক্য + আশ্রিত বাক্য/অধীন বাক্য সাপেক্ষ সর্বনাম/যোজক সাপেক্ষ সর্বনাম/যোজক কর্তা+ক্রিয়া, কর্তা+ক্রিয়া
সত্য কথা বললে ছাড়া পাবে।	সত্য কথা বলো **এবং** ছাড়া পাও।	**যদি** সত্য কথা বলো, **তবে** ছাড়া পাবে।
দিন দিন সময় জটিল হচ্ছে।	দিন যাচ্ছে **আর** সময় জটিল হচ্ছে।	**যত** দিন যাচ্ছে, **তত** সময় জটিল হচ্ছে।
লোকটা মূর্খ হলেও উত্তম চরিত্রের।	লোকটি মূর্খ বটে, **কিন্তু** তার চরিত্র উত্তম।	**যদিও** লোকটি মূর্খ, **তথাপি** তার চরিত্র উত্তম।
তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি	তার বয়স হয়েছে **কিন্তু** বুদ্ধি হয়নি	**যদিও** তার বয়স হয়েছে, **তবুও** বুদ্ধি হয়নি।
পরীক্ষায় লিখার সময় কলমে কালি ফুরিয়ে গেল।	পরীক্ষায় লিখবো **অথচ** কলমে কালি ফুরিয়ে গেল	**যেই** পরীক্ষায় লিখবো, **সেই** কালি ফুরিয়ে গেলো।
মন অত্যন্ত জটিল ও বিচিত্র অনুভূতির।	মন অত্যন্ত জটিল, **সুতরাং** তার অনুভূতিও বিচিত্র।	মন **যেমন** অত্যন্ত জটিল, **তেমন** তার অনুভূতিও বিচিত্র।
তিনি আসা ও দেখা মাত্রই জয় করলেন।	তিনি এলেন, দেখলেন **ও** জয় করলেন।	**যখন** তিনি এলেন, **তখন** দেখলেন ও জয় করলেন।
বিপদের সঙ্গে দুঃখও আসে।	বিপদ **ও** দুঃখ একই সঙ্গে আসে।	**যখন** বিপদ আসে, **তখন** একই সঙ্গে দুঃখও আসে।
সে দরিদ্র হলেও সৎ	সে দরিদ্র **তবুও** সৎ	**যদিও** সে দরিদ্র, **তবুও** সৎ
বৃষ্টি সত্ত্বেও কোচিংএ এসেছে।	বৃষ্টি হয়েছে, **তবু** সে কোচিংএ এসেছে।	**যদিও** বৃষ্টি হয়েছে, **তবুও** সে কোচিংএ এসেছে।
তুমি সত্য বলাতে মুক্তি পেয়েছো।	তুমি সত্য কথা বলেছো, **এজন্য** মুক্তি পেলে।	**যেহেতু** তুমি সত্য বলেছো, **তাই** মুক্তি পেলে।
চেষ্টা বন্ধ করলে জীবনে পিছিয়ে পড়বে।	চেষ্টা বন্ধ করো না, **নতুবা** জীবনে পিছিয়ে পড়বে	**যদি** চেষ্টা বন্ধ করো, **তাহলে** জীবনে পিছিয়ে পড়বে।
ও বুঝে পড়ার ফলে এত ভালো রেজাল্ট করেছে।	ও বুঝে বুঝে পড়েছে,**ফলে** এত ভালো রেজাল্ট করেছে	**সেহেতু** ও বুঝে পড়েছে, **সেহেতু** এত ভালো রেজাল্ট করেছে।
হামিদ বই পড়ার সময় সীমা রান্না করছে।	হামিদ বই পড়ছে **আর** সীমা রান্না করছে।	হামিদ **যখন** বই পড়ছে, সীমা **তখন** রান্না করছে।
সময়ের কাজ সময়ে না করলে অসময়ে হাহুতাশ করবে।	সময়ের কাজ সময়ে কর **অথবা** অসময়ে হা হুতাশ কর।	**যদি** সময়ের কাজ সময়ে না কর, **তাহলে** অসময়ে হা হুতাশ করবে।
সময় নষ্ট করার ফলে এর ফল ভোগ কর।	সময় নষ্ট করেছো, **এতএব** এর ফল ভোগ কর।	**যেহেতু** সময় নষ্ট করেছো, **এতএব** এর ফল ভোগ কর।
স্বার্থ হাসিল হওয়া মাত্রই তারা উধাও।	তাদের স্বার্থ হাসিল হয়েছে, **এরপর** তারা উধাও।	**যেইনা** স্বার্থ হাসিল হলো, **অমনি** তারা উধাও।
পড়াশোনা শেষ করে খেলতে যাব।	পড়াশোনা শেষ করব, **তারপর** খেলতে যাব।	**যখন** পড়াশোনা শেষ হবে, **তখন** খেলতে যাব।
তুমি আসলে আমি যাবো।	তুমি এলে **তবে** আমি যাবো।	**যদি** তুমি আসো, **তবে** আমি যাবো।
পরিশ্রম করলে ফল পাবে।	পরিশ্রম করো, **তাহলে** ফল পাবে।	**যদি** পরিশ্রম করো, **তাহলে** ফল পাবে।
	আমি এসেছি, **কারণ** তোমাকে নিয়ে যাব	
টাকা দিলে ছাড়া পাবে।	টাকা দাও, ছাড়া পাবে।	**যদি** টাকা দাও, **তাহলে** ছাড়া পাবে।
বাঁচার মতো না বাঁচলে মরো।	মরো, নইলে বাচার মতো বাঁচো।	**হয়** মরো, **নয়** বাঁচার মতো বাঁচো।
রাজা থাকতে কোটালের দোহাই কেন?	রাজা আছেন কোটালের দোহাই কেন?	**যেহেতু** রাজা আছেন, **তাহলে** কোটালের দোহাই কেন
প্রত্যেক মা সন্তানকে স্নেহ করেন।		**এমন** কোনো মা নেই, **যিনি** সন্তানকে স্নেহ করেন না
তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না।		তুমি **যা** বলছ **তা** আমি বিশ্বাস করি না।
লেখাপড়া করলে গাড়িঘোড়ায় চড়া যায়।		লেখাপড়া করে **যে**, গাড়িঘোড়া চড়ে **সে**।
দরিদ্রকে সাহায্য করো।		**যে** দরিদ্র, **তাকে** সাহায্য করো।
		সে যা বলল, **তার** এক বর্ণও সত্য নয়।
		যারা ফলে ফরমালিন দিচ্ছে, **তারা** আদৌ মানুষ।

★★★★★★ প্রত্যয়জনিত অপপ্রয়োগ ★★★★★★

বিশেষণ	বিশেষ্য (বিশেষণ+তা) ✓	বিশেষ্য (বিশেষণ+য) ✓	অপপ্রয়োগ (বিশেষণ+য+তা) ✗
মধুর	মধুরতা	মাধুর্য	মাধুর্যতা
গম্ভীর	গম্ভীরতা	গাম্ভীর্য	গাম্ভীর্যতা
ধীর	ধীরতা	ধৈর্য	ধৈর্যতা
অধীর	অধীরতা	অধৈর্য	অধৈর্যতা
চতুর	চতুরতা	চাতুর্য	চাতুর্যতা
দীন	দীনতা	দৈন্য	দৈন্যতা
বহুল	বহুলতা	বাহুল্য	বাহুল্যতা
দরিদ্র	দরিদ্রতা	দারিদ্র্য	দারিদ্র্যতা
কৃপণ	কৃপণতা	কার্পণ্য	কার্পণ্যতা
অলস	অলসতা	আলস্য	আলস্যতা
এক	একতা	ঐক্য	ঐক্যতা
সরল	সরলতা	সারল্য	সারল্যতা
মিত্র	মিত্রতা	মৈত্র্য	মৈত্র্যতা
সুন্দর		সৌন্দর্য	সৌন্দর্যতা
বিশিষ্ট		বৈশিষ্ট্য	বৈশিষ্ট্যতা
বিচিত্র		বৈচিত্র্য	বৈচিত্র্যতা
বিষম		বৈষম্য	বৈষম্যতা
সুজন		সৌজন্য	সৌজন্যতা
সখি		সখ্য	সখ্যতা
সুহৃদ		সৌহার্দ্য	সৌহার্দ্যতা
সমঞ্জস		সামঞ্জস্য	সামঞ্জস্যতা
অপকৃষ্ট	অপকৃষ্টতা	অপকর্ষ	অপকর্ষতা
উৎকৃষ্ট	উৎকৃষ্টতা	উৎকর্ষ	উৎকর্ষতা
সহন	সহনীয়	সহ্য	সহ্যনীয়
		ভারসাম্য	ভারসাম্যতা
বশ/বশ্য	বশ্যতা		

ভুল : তার **দারিদ্রতা** অসহনীয়। *(কু.বো.১২)*
শুদ্ধ : তার **দারিদ্র্য** অসহনীয়।
তার **দরিদ্রতা** অসহনীয়।

ভুল : **দৈন্যতা** প্রশংসনীয় নয়। *(চ.বো.১০)*
শুদ্ধ : **দৈন্য** প্রশংসনীয় নয়।
দীনতা প্রশংসনীয় নয়।

ভুল : আবশ্যক ব্যয়ে **কার্পণ্যতা** উচিত নয়। *(চ.বো.০...)*
শুদ্ধ : আবশ্যক ব্যয়ে **কার্পণ্য** অনুচিত।
আবশ্যক ব্যয়ে **কৃপণতা** উচিত নয়।

ভুল : কাব্যটির **উৎকর্ষতা** প্রশংসনীয়। *(কু.বো.১২)(সি.বো...)*
শুদ্ধ : কাব্যটির **উৎকর্ষ** প্রশংসনীয়।
কাব্যটির **উৎকৃষ্টতা** প্রশংসনীয়।

ভুল : **ঐক্যতার** মহাত্ম্য হচ্ছে মনের ঐশ্বর্য।
শুদ্ধ : **একতার** মহাত্ম্য হচ্ছে মনের ঐশ্বর্য।
ঐক্যের মহাত্ম্য হচ্ছে মনের ঐশ্বর্য।

ভুল : তার কথার **মাধুর্যতা** নাই।
তার কথার **মাধুর্য** নাই।
তার কথার **মধুরতা** নাই।

ভুল : সে **চাতুর্যতা** দেখাতে গিয়ে বাদ পড়লেন।
শুদ্ধ : বেশি **চাতুর্য** দেখাতে গিয়ে বাদ পড়লেন।
বেশি **চতুরতা** দেখাতে গিয়ে বাদ পড়লেন।

ভুল : ঢাকার **সৌন্দর্যতায়** মুগ্ধ হয়েছি। *(রা.বো০৬)*
শুদ্ধ : ঢাকার **সৌন্দর্যে** মুগ্ধ হয়েছি।

ভুল : প্রকৃতিই দার্জিলিং-এর **বৈচিত্রতা** এনে দিয়েছে
শুদ্ধ : প্রকৃতিই দার্জিলিং-এর **বৈচিত্র্য** এনে দিয়েছে।

ভুল : আধুনিক চেতনাই এই কবির **বৈশিষ্ট্যতা**।
শুদ্ধ : আধুনিক চেতনাই এই কবির **বৈশিষ্ট্য**।

ভুল : সর্ববিষয়ে **বাহুল্যতা** বর্জন কর।
শুদ্ধ : সব বিষয়ে **বাহুল্য** বর্জন কর।

ভুল : **ধৈর্যতা,** সহিষ্ণুতা মহত্ত্বের লক্ষণ।
শুদ্ধ : **ধৈর্য** ও সহিষ্ণুতা মহত্ত্বের লক্ষণ।

ভুল : উদ্ধত আচরণকে বলা হয় **ঔদ্ধত্ত**।
শুদ্ধ : উদ্ধত আচরণকে বলা হয় **ঔদ্ধত্য**।

ভুল : আপনার **সৌজন্যতার** কমতি নাই।
শুদ্ধ : আপনার **সৌজন্যের** কমতি নাই। [রা.বো.২৩]

ভুল : মন্ত্রী নর-নারীর **বৈষম্যতা** দূর করেছেন।
শুদ্ধ : মন্ত্রী নর-নারীর **বৈষম্য** দূর করেছেন।

ভুল : তাদের মধ্যে **সখ্যতা** দেখতে পাই।
শুদ্ধ : তাদের মধ্যে **সখ্য** দেখতে পাই। [ম.বো.'২২]

ভুল : এটি **সার্বজনীন** ব্যাপার।
শুদ্ধ : এটি **সর্বজনীন** ব্যাপার।

ভুল : লোকটা **নির্দোষী**।
শুদ্ধ : লোকটা **নির্দোষ**।

ভুল : **নীরোগী** লোক প্রকৃত সুখী ।
শুদ্ধ : **নীরোগ** লোক প্রকৃত সুখী।

ভুল : **সুক**-দুঃখের অনুভূতি ধনী **নির্ধনী** সকলেই সমান।
শুদ্ধ : **সুখ**-দুঃখের অনুভূতি ধনী-**নির্ধন** সকলেরই সমান।

ভুল : **অসহনীয়** ব্যথায় তিনি কাতর হইলেন।
শুদ্ধ : **অসহ্য** ব্যথায় তিনি কাতর হলেন।

ভুল : **ব্যাকুলিত** চিত্তে আমি তাকে দেখলাম।
শুদ্ধ : **ব্যাকুল** চিত্তে আমি তাকে দেখলাম।

ভুল : তবলা**ওয়ালা** ভালোই তবলা বাজায়।
শুদ্ধ : তবল**চি**/তবলাবাদক ভালোই বাজায়।

উপসর্গের মাধ্যমে ভাষার অপপ্রয়োগ

বাংলা ভাষায় উপসর্গ শব্দগঠনের অন্যতম মাধ্যম। তো, উপসর্গের মাধ্যমে ভুল ভাবে শব্দগঠন করলে তা বাক্যের অপপ্রয়োগ ঘটায়।

ভুল : তাঁকে **সুস্বাগতম** জানানো সবার কর্তব্য।
শুদ্ধ : তাঁকে **স্বাগতম** জানানো সম্ভার কর্তব্য

ভুল : **অক্লান্তিহীন**ভাবে সবাই সমবেত হচ্ছে।
শুদ্ধ : **ক্লান্তিহীন**ভাবে সবাই সমবেত হচ্ছে।

ভুল : **কুআকারের** মানুষগুলো ভালো স্বভাবেরও হয়।
শুদ্ধ : **কদাকার** মানুষগুলো ভালো স্বভাবেরও হয়।

পক্ষ/পুরুষ অপপ্রয়োগ

১. ক্রিয়াপদের বিভক্তি তার কর্তার পক্ষ বা পুরুষ অনুযায়ী হবে।
২. একই বাক্যে একাধিক পক্ষ উপস্থিত হলে (১ম পক্ষ,২য় পক্ষ, ৩য় পক্ষ) এই ধারাবাহিকভাবে হবে।

ভুল : **আমি, সে** আর **তুমি** কাজটি করব।
শুদ্ধ : **সে, তুমি** আর **আমি** কাজটি করব।

ভুল : **আমি** অর্থাৎ হাসান জেনে শুনে ভুল **করি না**।
শুদ্ধ : **আমি** অর্থাৎ হাসান জেনে শুনে ভুল **করে না**।

ভুল : এ ব্যাপারে আমার অর্থাৎ হাসানের ভুল **হবে না**।
শুদ্ধ : এ ব্যাপারে আমার অর্থাৎ হাসানের ভুল **হয় না**।

পদাশ্রিত নির্দেশকজনিত অপপ্রয়োগ

পদাশ্রিত নির্দেশক শব্দকে নির্দিষ্ট করে। আবার নির্দেশক সর্বনামও শব্দকে নির্দিষ্ট করে। সুতরাং উভয় নির্দেশক একসাথে ব্যবহার করা যাবে না।

ভুল : **ঐ** লোক**টি** খুব সৎ।
শুদ্ধ : **ঐ** লোক**টি** খুব সৎ।
শুদ্ধ : লোকটি খুব সৎ।

ভুল : আমি **এই** মানুষ**টিকে** চিনি।
শুদ্ধ : আমি এই মানুষকে চিনি।
শুদ্ধ : আমি মানুষটিকে চিনি।

বিগত HSC পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

.... ক. নির্ণয়মূলক যে কোন পাঁচটি বাক্য শুদ্ধ করে লেখ : ৫

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
বানানগত অপপ্রয়োগ	
১. অদ্যবধি/অধ্যবধি তাহার দেখা নাই। [য. বো. '২৪; ব. বো. '২২]	অদ্যাবধি তাহার দেখা নাই।
২. 'অপরাহ্ন' শব্দটি লিখতে অনেকেই ভুল করেন। [রা.বো.২৩; চ.বো.২২; সি.বো.১৯; দি.বো.২২,১৬]	'অপরাহ্ণ' শব্দটি লিখতে অনেকেই ভুল করেন।
৩. অধ্যাপনাই/অধ্যায়নই ছাত্রদের তপস্যা। [ঢা. বো. '০৩; য. বো. '১৭; ব. বো. '২৩]	অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা।
৪. আজ আমার কণিষ্ঠ বোনের বাগদান অনুষ্ঠান। [দি.বো. '১৯]	আজ আমার ছোট বোনের বাগদান অনুষ্ঠান।
৫. আমি অহর্নিশি সে কথাই ভেবেছি। [ঢা. বো. '২১]	আমি অহর্নিশ সে কথাই ভাবছি।
৬. আমি গীতাঞ্জলী পড়েছি। [ম. বো. '২২] [রা.বো. '১৭; চ.বো. '০৩] [চ.বো. '০৫]	আমি গীতাঞ্জলি পড়েছি।
৭. বিজয় দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলী দাও। [দি. বো. '২৪] [রা. বো.১৯ সি. বো.১৯]	বিজয় দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি দাও।
৮. উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়। [ঢা.বো.'২২; রা.বো.'২২; য.বো.'২২; কু.বো.'২২,'১৭; ব.বো.'১৯; দি.বো. '২৪]	উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।
৯. এবারের বন্যায় লোকটি সর্বশান্ত হলো। [রা.বো. '২৩] [চ. বো. '২৩; ব. বো. '১৯]	এবারের বন্যায় লোকটি সর্বস্বান্ত হলো।
১০. গৃহিনী গৃহের শোভা।	গৃহিণী গৃহের শোভা।
১১. গৃহটি ধূলিস্মাৎ হলো। [চ. বো. '০৩]	গৃহটি ধূলিসাৎ হলো।
১২. কালীদাস বিখ্যাত কবি। [কু. বো. '১২]	কালিদাস একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন।
১৩. কীর্তিবাস বাংলায় রামায়ণ লিখেছেন। [কু. বো. ১৭]	কৃত্তিবাস বাংলায় রামায়ণ লিখেছেন।
১৪. গণিত শাস্ত্র সকলের নিকট নিরস নহে। [কু. বো. '২৩]	গণিতশাস্ত্র সকলের নিকট নীরস নহে।
১৫. প্রাণীবিজ্ঞানের তিনজন শিক্ষকই গুণী সমাবেশে যাবেন। [চ. বো. '২২]	প্রাণিবিজ্ঞানের তিনজন শিক্ষকই সুধী সমাবেশে যাবেন।
১৬. প্রাণী সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রাণীবিদ্যা পড়। [দি. বো. '২৪]	প্রাণী সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রাণিবিদ্যা পড়।
১৭. প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করাই বড় কথা। প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বীতা থাকবেই। [কু.বো. '১৭; সি.বো. '১৯; দি.বো. '১৭]	প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করাই বড় কথা। প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবেই।
১৮. তিনি শিরোপীরায় ভুগছেন। [ম. বো. '২২]	তিনি শিরঃপীড়ায় ভুগছেন।
১৯. পরিশ্রম করে তার শারিরীক অবস্থা শোচনীয়। [চ. বো. '২৪]	পরিশ্রম করে তার শারীরিক অবস্থা শোচনীয়।
২০. দুর্বিসহ যন্ত্রণায় ভুগছি। [য. বো. '২৪]	দুর্বিষহ যন্ত্রণায় ভুগছি।
২১. মাস্ক পড়ুন, সুস্থ্য থাকুন। [ঢা. বো. '২৪]	মাস্ক পড়ুন, সুস্থ থাকুন।
২২. বয়োজেষ্ঠ ও বয়োকনিষ্ঠকে সম্মান ও স্নেহ করা উচিত।	বয়োজ্যেষ্ঠ ও বয়ঃকনিষ্ঠকে সম্মান ও স্নেহ করা উচিত।
২৩. সারথি কষাঘাত করিবামাত্র ঘোড়াগুলি বায়ুবেগে ধাবমান হইল। [চ. বো. '০৩]	সারথি কশাঘাত করিবামাত্র, অশ্বগণ বায়ুবেগে ধাবমান হইল।
২৪. সূর্য পূর্বাহ্নে ওঠে, মধ্যাহ্নে মধ্যগগনে এবং অপরাহ্নে অস্তগামী হয়।	সূর্য পূর্বাহ্ণে ওঠে, মধ্যাহ্নে মধ্যগগনে এবং অপরাহ্ণে অস্তগামী হয়।
২৫. সড়ক দূর্ঘটনায় আহত ছাত্রটি বেঁচে আছে। [রা. বো. '২৪; ঢা. বো. '২৪]	সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ছাত্রটি বেঁচে আছে।
২৬. মিমাংসিত বিষয়ে বিরোধিতা করা উচিত নয়। [কু. বো. '২৪]	মীমাংসিত বিষয়ে বিরোধিতা করা উচিত নয় ।
২৭. মহারাজা সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। [রা. বো. '০৬; সি. বো. '১৯]	মহারাজ সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন ।
২৮. বিদ্যান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। [ঢা. বো. '১৭; ব. বো. '০৫; দি. বো. '২২] [ঢা. বো. '১৯; সি. বো. '০৩; ব. বো. '২৪] [দি. বো. '২৪]	বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
বিশেষণের অপপ্রয়োগ	
২৯. অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতূহলী হওয়া অনুচিত। [চ. বো. '২৪]	অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতূহলী হওয়া অনুচিত।
৩০. ছেলেটি ভয়ানক/দুর্দান্ত মেধাবী। [য.বো.'১৭; কু.বো.'১৬; সি.বো.'১৬] [কু.বো.১৬, ঢা.বো. '২৩]	ছেলেটি অত্যন্ত/খুব মেধাবী।
৩১. নিরোগী লোক আসলেই সুখী। [চ.বো. '১৬; ঢা.বো. '১৬; কু.বো. '১৭; চ. বো. '২৪; দি.বো. '২২]	নীরোগ লোক আসলেই সুখী ।
৩২. পৃথিবী সর্বদা সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণীয়মান। [য.বো. '১৬]	পৃথিবী সর্বদা সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণায়মান।
৩৩. বিনুদাদার ভাষাটা ভয়ঙ্কর আঁট। [ব. বো. '২৪]	বিনুদাদার ভাষাটা অত্যন্ত আঁট ।
বিশেষ্য-বিশেষণের অপপ্রয়োগ	
৩৪. অপহরণ ব্যবসায়ীকে এখনো উদ্ধার করা যায়নি। [ঢা. বো. '২৪]	অপহৃত ব্যবসায়ীকে এখনো উদ্ধার করা যায়নি।
৩৫. আমার টাকার আবশ্যক নাই। [ঢা.বো. '১৭; সি.বো. '১৯] [ব.বো. '১৭; ব.বো. '১৬]	আমার টাকার আবশ্যকতা নাই ।
৩৬. তিনি আরোগ্য হয়েছেন। [য.বো. '১৭, '০৩; ম. বো. '২২;; য.বো. '২৪]	তিনি আরোগ্য লাভ করেছেন ।

পারিভাষিক শব্দ

ইয়াসিন রাকিব

HSC স্পেশাল

সকল ভিডিও ক্লাস

যেভাবে প্রশ্ন আসে

ক) যেকোনো দশটি শব্দের পারিভাষিক রূপ লেখো। ১০

Annexation, Edition, Blue-print, Catalogue, Brand, Deputation, Fine-arts, Pass-Word, Attestation, Concession, Surety, Myth, Subsidy, Publicity, White-Paper,

অথবা,

খ) নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করো। ১০

A good teacher is one of the most important people in any country. Bangladesh needs good teachers. A good teacher makes lessons interesting. He discovers the treasure hidden inside each student.

যেভাবে উত্তর করতে হবে

১ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

০১. **Annexation** – সংযোজন
০২. **Edition**- সংস্করণ
০৩. **Blue-print**- নীল নকশা
০৪. **Catalogue**- তালিকা
০৫. **Brand**- মার্কা, প্রতীক, ছাপ
০৬. **Deputation**- প্রতিনিধিত্ব
০৭. **Fine-arts** - চারুকলা
০৮. **Pass-Word** – গুপ্তশব্দ
০৯. **Attestation**- সত্যায়ন
১০. **Subsidy**- ভর্তুকি

১ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

❑ **বঙ্গানুবাদ:** একজন ভালো শিক্ষক যেকোনো দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের অন্যতম। বাংলাদেশে ভালো শিক্ষকের প্রয়োজন রয়েছে। একজন ভালো শিক্ষক পাঠকে আকর্ষণীয় করে তোলেন। তিনি প্রত্যেক ছাত্রের সুপ্ত প্রতিভাকে উদ্ঘাটন করেন।

A

Acting - ভারপ্রাপ্ত *(সি.বো. ১৪, য. বো. ১৬, ঢা. বো. ২২, ব. বো. ২২)*	Abbreviation - সংক্ষেপণ *(ঢা.বো. ০৭)*	Act - আইন *(দি. বো. ২২)*
Acting editor - ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক *(ব.বো.০৪)*	Academic - প্রাতিষ্ঠানিক *(য.বো. ১৫)*	Auditor - নিরীক্ষক *(সি. বো. ১৩)*
Audio - শ্রবণ বিষয়ক *(ব.বো. ১৫, রা. বো. ২২, ঢা. বো. ১৯)*	Academic year - শিক্ষাবর্ষ *(ক.বো. ০৮)*	Award - পুরস্কার *(ব. বো. ১২)*
Attestation - সত্যায়ন *(ঢা.বো.১৬, য.বো.১৭, য.বো.১৯)*	Adaptation - অভিযোজন *(ব.বো. ১১)*	Accessories-সরঞ্জাম *(চ.বো. ২২)*
Autograph - স্বাক্ষর/স্বহস্তলিপি *(চ.বো. ০৮, চ. বো. ২২, দি.বো.১৯)*	Administrative- প্রশাসনিক *(চ.বো. ১৪)*	Auction - নিলাম *(সি. বো. ২২)*
Autonomous - স্বায়ত্বশাসিত *(ঢা.বো. ১০, য. বো. ২২, কু. বো. ১৯)*	Administrator - প্রশাসক *(ব. বো. ০৫)*	Admit-Card - প্রবেশপত্র
Affidavit - শপথপত্র/ হলফনামা *(ক.বো. ১১, চ.বো.১৯)*	Air-mail - বিমান ডাক *(কু. বো. ০৫)*	Advertisement- বিজ্ঞাপন
Agenda - আলোচ্যসূচি *(দি.বো. ১৫, রা. বো. ১৬, কু. বো. ২২)*	Analysis - বিশ্লেষণ *(দি. বো.১০)(দি. বো. ১৭)*	Agent - প্রতিনিধি
Allegation - অভিযোগ *(ব.বো.১৩, ঢা. বো.১৭)*	Anatomy - শরীর বিদ্যা *(বা.বো. ১৩)*	Alliance - মৈত্রী জোট
Annexation - সংযোজন *(কু. বো. ১৭, রা. বো. ১৯)*	Approve - অনুমোদন করা *(ব.বো. ০৯)*	Allowance - ভাতা
Acknowledgement – প্রাপ্তিস্বীকার *(ঢা.০৯,সি.১৭)*	Abstract - বিমূর্ত *(সকল বোর্ড ১৮)*	Alternative - বিকল্প
Ad hoc - তদর্থক, অনানুষ্ঠানিক *(ঢা.বো.১৩, চ.বো.১৭, দি.বো.২২, ব.বো. ১৯)*	Account - হিসাব *(কু. বো. ০৩)*	Ambassador - রাষ্ট্রদূত
Aid - সাহায্য *(ঢা. বো. ১৩, য. বো. ১৭)*	Adviser - উপদেষ্টা *(ব. বো. ০৯)*	Amnesty - রাষ্ট্রীয় ক্ষমা
Air-conditioned - শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত *(রা.বো.০৬)*	Assembly - পরিষদ *(ব. বো. ০৮)*	Appendix - পরিশিষ্ট
Allotment - বরাদ্দ *(রা.বো. দি.বো. ১৫)*	Articles - নিয়মাবলি *(বা. বো. ০৮)*	Artificial - কৃত্রিম
Anti-corruption - দুর্নীত দমন *(ব.বো.০৮)*	Adjust - সমন্বয় করা *(দি.বো. ১৬)*	Association - সংঘ
Architecture - স্থাপত্য *(কু.বো. ১৬,য.বো.১৬)*	Author - গ্রন্থকার *(চ. বো. ০২)*	Authority - কর্তৃপক্ষ

ইংরেজি শব্দ	আসলে কী	ব্যবহারিক জীবন / উদাহরণ
Abbreviation(অ্যাব্রিভিয়েশন)	সংক্ষেপণ; কোনো শব্দ বা বাক্যাংশ ছোট করে লেখা	যেমন: *etc.=et cetera*, *UNO*=United Nations Organization
Attestation(অ্যাটেস্টেশন)	সত্যায়ন; কোনো নথি/তথ্য সত্য বলে প্রমাণ করা	চাকরির কাগজে বা পরীক্ষার ফরমে শিক্ষকের সিল-সাক্ষর দেওয়া
Adaptation(অ্যাডাপ্টেশন)	অভিযোজন; নতুন পরিবেশ/পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেওয়া	কোনো গল্পকে নাটক বা সিনেমায় রূপ দেওয়া, অথবা প্রাণীর পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো
Autonomous(অটোনোমাস)	স্বায়ত্তশাসিত; নিজে থেকে পরিচালিত হয়, বাইরের নিয়ন্ত্রণ কম	যেমন: বিশ্ববিদ্যালয়, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান
Affidavit(অ্যাফিডেভিট)	শপথপত্র; লিখিতভাবে শপথ করে দেওয়া আইনি ঘোষণা	আদালতে বা সরকারি কাজে ব্যবহার হয়
Anatomy(অ্যানাটমি)	শরীরবিদ্যা; শরীরের গঠন বিষয়ক বিদ্যা	ডাক্তাররা শরীরের হাড়, পেশী, অঙ্গ বিশ্লেষণ করতে পড়েন
Alliance(অ্যালায়েন্স)	মৈত্রী জোট; একাধিক পক্ষের মধ্যে চুক্তি বা সমঝোতা	দেশগুলোর মধ্যে সামরিক বা রাজনৈতিক জোট (যেমন NATO)
Annexation(অ্যানেক্সেশন)	সংযোজন; কোনো কিছুর সাথে আরেকটি যোগ করা	রাষ্ট্র কোনো ভূমি দখল করে নিজ ভূখণ্ডে যুক্ত করলে
Acknowledgement	প্রাপ্তিস্বীকার; কিছু পাওয়ার বা জানার স্বীকৃতি দেওয়া	বইয়ে "Acknowledgement" অংশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ থাকে
Abstract(অ্যাবস্ট্রাক্ট)	বিমূর্ত; যা চোখে দেখা যায় না, ধারণাগত	প্রেম, দুঃখ, ন্যায়বিচার—এগুলো বিমূর্ত বিষয়
Ad hoc(অ্যাড হক)	তদর্থক/অস্থায়ী; নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে গঠিত	জরুরি কোনো কমিটি গঠন করা হলে তাকে বলা হয় Ad hoc committee
Amnesty(অ্যামনেস্টি)	রাষ্ট্রীয় ক্ষমা; অপরাধীদের জন্য সরকারের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা	সরকার রাজনৈতিক কারণে কারাগারে থাকা বন্দিদের ক্ষমা করলে
Assembly(অ্যাসেম্বলি)	পরিষদ; আলোচনা/সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সভা	জাতীয় সংসদ, স্কুলের সকালের অ্যাসেম্বলি
Appendix(অ্যাপেন্ডিক্স)	পরিশিষ্ট; বইয়ের শেষে বাড়তি তথ্য যোগ করা অংশ/শরীরের একটি ছোট অঙ্গ	বইয়ের *Appendix*-এ বাড়তি তথ্য থাকে; মানবদেহেও Appendix নামক অঙ্গ আছে
Artificial(আর্টিফিশিয়াল)	কৃত্রিম; প্রাকৃতিক নয়, মানুষের তৈরি	কৃত্রিম ফুল, Artificial Intelligence (AI)

Attestation

Annexation

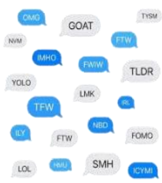

Abbreviation

Anatomy

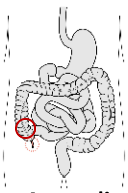
Appendix

Action

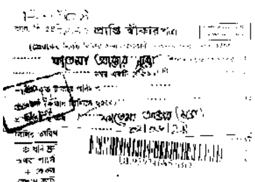
Acknowledgement

দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫	
Auction	নিলাম
Bibliography	গ্রন্থপঞ্জি
White-paper	শ্বেতপত্র
Delta	বদ্বীপ
Ethics	নীতিবিদ্যা
Fascism	ফ্যাসিবাদ
Surplus	উদ্বৃত্ত
Hoarder	অন্তর্বর্তীকালীন
Interim	জনশক্তি
Manpower	মালবোঝাই জাহাজ
Cargo	বেতন বিল
Pay-bill	অষ্টক
Octave	সংস্কার
Reform	অভিসন্দর্ভ/গবেষণাপত্র
Thesis	মজুদদার
	/১০

কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫	
Appendix	পরিশিষ্ট
Dialect	উপভাষা
Catalogue	তালিকা
Governing body	পরিচালনা পর্ষদ
Fundamental	মৌলিক
Forecast	পূর্বাভাস
Brand	প্রতীক / মার্কা
Agenda	আলোচ্যসূচি
Editor	সম্পাদক
Basic-pay	মূল বেতন
Octave	অষ্টক
Public-works	গণপূর্ত
Memorandum	স্মারকলিপি
Miscreant	দুষ্কৃতকারী
War-crime	যুদ্ধাপরাধ
	/১০

সিলেট বোর্ড ২০২৫	
Aid-help	সাহায্য / ত্রাণ
Book-post	খোলা ডাক
Cartoon	ব্যঙ্গচিত্র
Embargo	নিষেধাজ্ঞা
Fiction	কথাসাহিত্য
Worship	পূজা / আরাধনা
Ad-hoc	তদর্থক / অনানুষ্ঠানিক
Memorandum	বৃত্ত / চক্র
Circle	পাণ্ডুলিপি
Manuscript	ট্রাইব্যুনাল / বিচারালয়
Tribunal	উপভাষা
Dialect	বর্ণবাদ
Racism	তালিকা
Catalogue	হালনাগাদ
Up-to-date	স্মারকলিপি
	/১০

যশোর বোর্ড ২০২৫	
Optional	ঐচ্ছিক
File	নথি
Equation	সমীকরণ
Radio	বেতার
Training	প্রশিক্ষণ
Graduate	স্নাতক
Secretary	সচিব / সম্পাদক
Forecast	নীহারিকা
Nebula	কোটা / নির্ধারিত অংশ
Quota	তত্ত্ব
Theory	কর
Tax	নোট / মন্তব্য
Note	পুরাণ
Myth	ছায়াপথ
Galaxy	পূর্বাভাস
	/১০

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫	
Impeachment	অভিশংসন
Fitness	উপযুক্ততা / যোগ্যতা
Bankrupt	দেউলিয়া
Legend	কিংবদন্তি
Catalogue	তালিকা
Comet	ধূমকেতু
Alphabet	বর্ণমালা
Surplus	উদ্বৃত্ত
Octave	অষ্টক
Ordinance	অধ্যাদেশ
Proctor	প্রক্টর / পরিদর্শক
Hybrid	সংকর
Dual	দ্বৈত
Diplomatic	কূটনৈতিক
White-paper	শ্বেতপত্র
	/১০

ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩	
Bio-data	জীবনবৃত্তান্ত
Dynamic	গতিশীল
Adviser	উপদেষ্টা
Constitution	সংবিধান
Equation	সমীকরণ
Famine	দুর্ভিক্ষ
Hygiene	স্বাস্থ্যবিদ্যা
Irrigation	সেচ
Legend	কিংবদন্তি
Memorandum	স্মারকলিপি
Option	ইচ্ছা / বিকল্প
Reform	সংস্কার
Subsidy	ভর্তুকি
Tradition	ঐতিহ্য
Viva-voce	মৌখিক পরীক্ষা
	/১০

নির্মিতি

অনুবাদ

ইয়াসিন রাকিব

HSC স্পেশাল

সকল ভিডিও ক্লাস

যেভাবে প্রশ্ন আসে

ক) যেকোনো দশটি শব্দের পারিভাষিক রূপ লেখো। ১০

Annexation, Edition, Blue-print, Catalogue, Brand, Deputation, Fine-arts, Pass-Word, Attestation, Concession, Surety, Myth, Subsidy, Publicity, White-Paper,

অথবা,

খ) নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করো। ১০

A good teacher is one of the most important people in any country. Bangladesh needs good teachers. A good teacher makes lessons interesting. He discovers the treasure hidden inside each student.

যেভাবে উত্তর করতে হবে

১ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

০১. Annexation – সংযোজন
০২. Edition- সংস্করণ
০৩. Blue-print- নীল নকশা
০৪. Catalogue- তালিকা
০৫. Brand- মার্কা, প্রতীক, ছাপ
০৬. Deputation- প্রতিনিধিত্ব
০৭. Fine-arts - চারুকলা
০৮. Pass-Word – গুপ্তশব্দ
০৯. Attestation- সত্যায়ন
১০. Subsidy- ভর্তুকি

১ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

❑ **বঙ্গানুবাদ:** একজন ভালো শিক্ষক যেকোনো দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের অন্যতম। বাংলাদেশে ভালো শিক্ষকের প্রয়োজন রয়েছে। একজন ভালো শিক্ষক পাঠকে আকর্ষণীয় করে তোলেন। তিনি প্রত্যেক ছাত্রের সুপ্ত প্রতিভাকে উদ্ঘাটন করেন।

STEP 2 > বিগত HSC বোর্ড প্রশ্ন সমাধান

	অনুচ্ছেদ	বঙ্গানুবাদ
০১. ঢাকা, চট্টগ্রাম বোর্ড- ২০২২	He who loves his country is a patriot. The partiots love their country more dearly than their lives. They are ready to lay down their lives for the welfare of their country. Everybody honours them. They live even after their death.	যে নিজের দেশকে ভালোবাসে সেই দেশপ্রেমিক। দেশপ্রেমিকরা তাদের জীবনের চেয়ে তাদের দেশকে বেশি ভালোবাসে। দেশের মঙ্গলের জন্য তারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। প্রত্যেকে তাদের সম্মান করে। এমনকি মৃত্যুর পরও তারা বেঁচে থাকে।
০২. যশোর বোর্ড- ২০১৭	A patriot is a man who loves his country, works for it, and is willing to fight and die for it. Every soldier is bound to do his duty, but the best soldiers do more than this. They risk their lives because they love the country. They are the best friends of the people.	যিনি নিজের দেশকে ভালোবাসেন, এর জন্য কাজ করেন এবং এর জন্য যুদ্ধ করতে ও জীবন দিতে ইচ্ছুক তিনিই দেশপ্রেমিক। প্রত্যেক সৈন্য তার দায়িত্ব পালনে বাধ্য, কিন্তু শ্রেষ্ঠ সৈনিকেরা এর চেয়ে বেশি কিছু করে থাকেন। তারা তাদের জীবনের ঝুঁকি নেন কারণ তারা দেশকে ভালোবাসেন। তারা জনগণের সর্বোত্তম বন্ধু।
০৩. কুমিল্লা বোর্ড- ২০২২	Time is very precious. It should not be neglected. The man who makes good use of time is sure to succeed. All the famous persons of the world have made the right use of time. We should follow them.	সময় অত্যন্ত মূল্যবান। একে অবহেলা করা উচিত নয়। যে লোক সময়ের সদ্ব্যবহার করে তার সাফল্য নিশ্চিত। পৃথিবীর সব বিখ্যাত লোকেরা সময়ের সদ্ব্যবহার করেছেন। আমাদের উচিত তাঁদের অনুসরণ করা।
০৪. ময়মনসিংহ বোর্ড- ২০২২	Time is very valuable. To neglect it is not proper. The success of the man who makes the right use of his time is inevitable. All the famous men of the world have made the right use of time. We should follow them.	সময় অত্যন্ত মূল্যবান। একে অবহেলা করা ঠিক নয়। যে লোক সময়ের সদ্ব্যবহার করে তার সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবীর সব বিখ্যাত লোকেরা সময়ের সদ্ব্যবহার করেছেন। আমাদের উচিত তাঁদের অনুসরণ করা।
০৫. সিলেট, দিনাজপুর বোর্ড-২০২২	Bengali language has a glorious tradition. In this country, students and people laid down their lives to keep the honour of our language. Those martyrs are the pride of our nation and history.	বাংলা ভাষার এক গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে। আমাদের ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য এদেশে ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষ তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। সেসব শহিদ আমাদের জাতি এবং ইতিহাসের গর্ব।
০৬. যশোর বোর্ড- ২০২২	Our life is short. But we have to do many things. Human life is nothing but the collection of moments. So, we must not spend a single moment in vain. To kill time is to shorten life.	আমাদের জীবন ছোট। কিন্তু আমাদেরকে অনেক কাজ করতে হয়। মানবজীবন আর কিছুই নয় কেবল কিছু মুহূর্তের সমষ্টি। অতএব, আমরা অবশ্যই এক মুহূর্ত সময়ও বৃথা কাটাব না। সময় নষ্ট করার অর্থ হলো জীবনকে ক্ষয় করা।
০৭. ঢাকা বোর্ড- ২০১৯	Punctuality is to be cultivated and formed into a habit. The quality is to be acquired through all our works from our boyhood. Boyhood is the seed-time. The habit formed at this time will continue all through our life. 'Everything at right time', should be our motto.	সময়ানুবর্তিতা চর্চা করতে হবে এবং অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। আমাদের শৈশবকাল থেকেই বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে এই গুণটি অর্জন করতে হবে। শৈশবকাল বীজ বপনের সময়। এ সময়ের গঠিত অভ্যাসই জীবনব্যাপী চলমান থাকবে। সবকিছু যথাসময়ে'- এটাই আমাদের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত।
০৮. রাজশাহী বোর্ড- ২০১৯	Shaheed Minar is the symbol of our love and sincerity for supreme sacrifice of our language martyrs. It is located in front of Dhaka Medical College. Hamidur, Rahman, a famous architect designed this significant monument. Its vertical lines symbolize the manifestations of inner strength. The four columns on both sides of the central structure reflect, the balance and harmony of united stand. Today, it has become a part of our political as well as cultural achievement and national Source of inspiration.	ভাষা শহিদদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের প্রতি আমাদের ভালোবাসা ও আন্তরিকতার প্রতীক শহিদ মিনার। এটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে অবস্থিত। প্রখ্যাত স্থপতি হামিদুর রহমান এই গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিসৌধটির নকশা করেন। এর উল্লম্ব রেখাগুলো মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিকশিত করে। কেন্দ্রীয় কাঠামোর দু'পাশের চারটি স্তম্ভ ঐক্যবদ্ধ অবস্থানের মধ্যে ভারসাম্য ও সুসঙ্গতিকে তুলে ধরেছে। শহিদ মিনার আজ আমাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অর্জনের অংশ এবং জাতীয় উদ্দীপনার উৎসে পরিণত হয়েছে।
০৯. যশোর বোর্ড- ২০১৯; চট্টগ্রাম বোর্ড- ২০১৭	A good teacher is one of the most important people in any country. Bangladesh needs good teachers. A good teacher makes lessons interesting. He discovers the treasure hidden inside each student.	একজন ভালো শিক্ষক যেকোনো দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের অন্যতম। বাংলাদেশে ভালো শিক্ষকের প্রয়োজন রয়েছে। একজন ভালো শিক্ষক পাঠকে আকর্ষণীয় করে তোলেন। তিনি প্রত্যেক ছাত্রের সুপ্ত প্রতিভাকে উদ্ঘাটন করেন।

দিনলিপি

অভিজ্ঞতা বর্ণনা

ভাষণ

প্রতিবেদন

আবেদনপত্র

নির্মিতি-৭০

ই-মেইল

সারাংশ

সারমর্ম

ভাব সম্প্রসারণ

সংলাপ

খুদে গল্প

প্রবন্ধ

দিনলিপি

- ইয়াসিন রাকিব

সকল ভিডিও ক্লাস

দিনলিপি লিখন কি?

ইংরেজি Diary এসেছেন ল্যাটিন শব্দ Diarium থেকে। শব্দটির বাংলা আভিধানিক অর্থ ব্যক্তিগত দৈনিক জীবনযাত্রার কাহিনি বা দিনলিপি। ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ঘটনাক্রমের সুলিখিত রূপকে বলা হয় দিনলিপি। এটির ফার্সি পরিভাষা রোজনামচা। অর্থাৎ দিনলিপি হচ্ছে তা-ই, যেখানে মানুষ তার প্রতিদিনের জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনা গুলো লিপিবদ্ধ করে। ডাইরি, জার্নাল, দিনলিপি, রোজনামচা একাধিক নাম বিষয় একই। 'দিনলিপি' হলো জীবনের ঘটনাবহুল দিনগুলোর প্রামাণ্য দলিল। পলায়নপর সময়কে ধরে রাখা এবং ঘটনাবহুল বর্তমানকে ভবিষ্যৎকালের করে তোলার প্রয়াসই মানুষকে দিনলিপি লেখার অনুপ্রেরণা জোগায়। প্রতিদিনকার ব্যস্ত জীবনে মানুষ মুখোমুখি হয় বিচিত্র অভিজ্ঞতার সেগুলো কখনো সুখের কখনো দুঃখের। কিন্তু মনে হয় সেই সুখ বা দুঃখটাই জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া। শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তিটুকুকেই মানুষ অক্ষয় করে তুলতে ভালোবাসে সেজন্য কেউ কেউ সেই বিষয় নিয়ে প্রিয় খাতায় তার গদ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করে। একজন ব্যক্তি জীবনের ঘটে যাওয়া বিশেষ ঘটনাগুলো যখন লিপিবদ্ধ যখন দিনলিপিতে লিপিবদ্ধ করেন তখন ওই ব্যক্তির মানসিক অবস্থা, ইচ্ছা, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাইরের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানার ইচ্ছা ভালবাসার প্রকৃতির ব্যাপারে সুস্পষ্ট তথ্যসূত্র আবিষ্কার করা সহজ হয়।

দিনলিপির বিখ্যাত কয়েকটি দৃষ্টান্ত

দিনলিপি ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় হলেও সুলিখিত দিনলিপি শিল্পগুণসম্পন্ন সাহিত্য হয়ে ওঠে। উল্লেখযোগ্য শিল্পগুণসমৃদ্ধ দিনলিপির কয়েকটি দৃষ্টান্ত হলো—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের **'জাপান-যাত্রী'**, জাহানারা ইমামের **'একাত্তরের দিনগুলি'**, সুফিয়া কামালের **'একাত্তরের ডায়েরি'**, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতিবাহী **'আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি'** এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের **'কারাগারের রোজনামচা'** ইত্যাদি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সাধারণত স্কুল বা কলেজ জীবনের প্রথম দিনের অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করার মাধ্যমে দিনলিপি লিখনের হাতেখড়ি দেওয়া হয়। এরপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন অনুভূতির কথা, যেমন পরীক্ষার ফল প্রকাশ, কোনো ঐতিহাসিক স্থান দর্শন, মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা, লঞ্চডুবি, যানজট, মেলা দেখা, জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন, পয়লা বৈশাখ/নববর্ষ উদ্‌যাপন, বর্ষণমুখর দিন বা ঝড়ের দিন ইত্যাদি বিষয়ের ওপর দিনলিপি লিখনের কথা বলা হয়।

দিনলিপি লেখার উপকারিতা

- ✓ হাতের লেখা সুন্দর হয়
- ✓ আজকের মনের ভাব পরবর্তীতে দেখে নেওয়া যায়।
- ✓ একজন ভালো লেখক হতে সহায়তা করে।
- ✓ স্মৃতিগুলি সংরক্ষিত থাকে।
- ✓ অতীতের ভুলগুলো শুধরানো যায়।

মানবজীবনের ভালো ও সুন্দর অভ্যাসগুলোর একটি দিনলিপি লেখা। এর মধ্য দিয়ে ব্যক্তির সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটে। সারা দিনের কাজকর্মের ধারাবাহিক উপস্থাপন দিনলিপি লেখকের শিল্প-প্রতিভার বিকাশ ঘটায়। সর্বোপরি, সুলিখিত দিনলিপি একটি অমূল্য ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হয়। অনেক সময় কোনো বিষয়ভিত্তিক বা তাত্ত্বিক বইয়েও এমন যুগান্তকারী ও চাঞ্চল্যকর জীবন-অনুসন্ধানী বিষয় মেলে না, যা এসব ডাইরি বা জার্নালে পাওয়া যায়। দিনলিপি আমাদের মনের ভাব প্রকাশের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একজন নিঃস্বার্থ বন্ধু। দিনলিপি যা নিজেকে যাচাই করার সুযোগ করে দেয়। নিজের আত্ম উপলব্ধি বাড়ায়। নিজের ভুলগুলো যাচাই-বাছাই করার সুযোগ দেয়। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গঠন এবং নতুন আচরণ মূল্যবোধ প্রদর্শন এবং নতুন ভাবে পরিবর্তনে আস্থাবান হতে সাহায্য করে। এজন্য দিনলিপির গুরুত্ব অপরিসীম।

দিনলিপির ইতিহাস

অনেক গবেষক মনে করেন দিনলিপির শুরু সেই আদি যুগ থেকে। দিনলিপি লেখার সুনির্দিষ্ট তথ্য মিলে দশম শতাব্দীতে। পশ্চাত্যে দিনলিপি জনপ্রিয় হয়ে উঠে **রেনেসাঁ যুগে**। ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে জন্ম নেয়া স্যামুয়েল পেপিসকে বলা হয়ে থাকে দিনলিপির শেক্সপিয়ার। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কাগজের সহজলভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে দিনলিপিও আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি বাহিনীর অত্যাচারের দিনগুলোতে লেখা **অ্যানা ফ্রাংকের ডায়েরির** ঐতিহাসিক মূল্য আজ সর্বজনবিদিত।

দিনলিপি লেখার নিয়ম

০১. দিনলিপির পৃষ্ঠার একেবারে উপরের ডান বা বাম পাশে **তারিখ, বার, সময় ও স্থানের** নাম লিখতে হয়।

০২. দিনে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা এর বিস্তারিত বিবরণ নয়, বরং উল্লেখযোগ্য **বিশেষ বিশেষ ঘটনা সংক্ষেপে** লিপিবদ্ধ করতে হবে।

০৩. দিনলিপিতে সাধারণত কোন অনুষ্ঠান, কোন বিপর্যয়, কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, কোন **বিশেষ ভাবনাচিন্তা বা কৌতূহলজনক** কিছু লিখতে হয়।

০৪. দিনলিপিতে **নিজের বা উত্তম পুরুষ (আমি, আমরা)** লেখা হয়।

০৫. দিনলিপিতে **সহজ, সরল, স্পষ্ট, গোছালো, পরিচ্ছন্ন ও প্রত্যক্ষ** ভাষায় লিখতে হবে। হবে **আকর্ষণীয়** ও **অনুসরণীয়** বা **অনুকরণীয়** ।

০৬. দিনলিপি একান্ত **ব্যক্তিগত রচনাবলী**। এতে **নিজস্ব অভিমত দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতার** ইত্যাদি খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করা চলে।

০৭. দিনলিপিতে সব সময় **সত্য ও প্রকৃত ঘটনা** তুলে ধরতে হবে।

০৮. দিনলিপিতে সাধারণত একটি দিনের ঘটনাবলির বর্ণনা থাকলেও অতীতের ঘটনা প্রসঙ্গক্রমে আসতে পারে।

দিনলিপিতে নম্বর তোলার উপায়

০১. দিনলিপি কতটুকু লিখতে হবে, তা নির্ভর করে নির্বাচিত বিষয়ের ওপর।

০২. দিনলিপি এক প্যারায় লেখা ভালো, তবে প্রয়োজনে একাধিক প্যারা করা যাবে।

০৩. দিনলিপি মোটামুটি গল্পের আকারে লিখলে সুন্দর হয়। দিনলিপি লিখতে গেলে অবশ্যই ভাষা জ্ঞান প্রয়োজন।

০৪. দিনলিপি লেখার আগে মস্তিষ্কে একটি খসড়া চিত্র দাঁড় করিয়ে নিতে হয়।

9/10

HSC স্পেশাল

যেভাবে প্রশ্ন আসে

ক) তোমার কলেজে মহান বিজয় দিবস উদযাপনের একটি দিনলিপি প্রস্তুত করো। ১০

[ঢা বো ২২, ১৬: রা বো ১৭, ১৬: কু বো ১৭, ১৬, য বো ১৯,১৬,১৫, চ বো ১৯, ব বো ১৯,১৭, সি. বো ১৯, ১৫, দিবো ১৯]

অথবা,

খ) নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশযোগ্য একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

[রা.বো.'২৩, ১৯, সি.বো.১৩,'০৫, ব,বো. ১২

যেভাবে উত্তর করতে হবে

১ নং প্রশ্নের উত্তর

(ক) দিনলিপি

১৬ ডিসেম্বর, ২০২৪
রাত ১০টা
শবিবার,

ভোর পাঁচটায় ঘুম ভেঙে গেল। মা উঠেছেন আগেই। নাশতা তৈরি করছেন। আমাকে তাড়াতাড়ি তৈরি হতে বললেন। আজ বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের পর এই দিনে দেশ শত্রুমুক্ত হয়। এই দিন চূড়ান্ত পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এ দেশের অকুতোভয় ও পরাক্রমশালী যৌথবাহিনীর (মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সেনাবাহিনী) কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে। ত্রিশ লাখ শহিদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা বিজয় অর্জন করেছি। বাংলাদেশ আজ স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র। কাজেই আজকের দিনটি বাঙালি জাতির জন্য পরম পবিত্র ও তাৎপর্যময়।

আমাদের কুমুদিনী কলেজ থেকে সকাল ছয়টায় বিজয় র‍্যালি বের হলো। আমি যথাসময়ে পৌছে 'জয় বাংলা' স্লোগানমুখর বিজয় র‍্যালিতে অংশ নিই। শহরের মূল সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিজয় র‍্যালি আবার কলেজ গেটে এসে থামি। আমরা শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করি। সেখানে শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করি। তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া প্রার্থনা করি। পাশেই মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংবলিত চিত্র প্রদর্শনী উদ্বোধন করলেন কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়। ছবিগুলো সংগ্রহ করেছে 'আমরা মুক্তিযোদ্ধার সন্তান'রা। এতে স্থান পেয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতই মার্চের ভাষণ, পঁচিশে মার্চের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ, পাকিস্তানি সেনা ও তাদের দোসরদের হত্যাযজ্ঞ, মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর নির্মম অত্যাচার, নারীর সম্ভ্রমহরণ, নির্যাতন, গ্রামে গ্রামে অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ও হত্যাযজ্ঞের দৃশ্য, পরাজিত পাকিস্তানি সেনাদের পিছু হটা, মুক্তিযোদ্ধাদের অপারেশন, খণ্ডযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের আত্মসমর্পণ, মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন বৈঠক, এলাকাবাসীর সতর্ক অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ের চিত্রগুলো চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠল। সেগুলো অপূর্ব দীপ্তি ছড়াল হৃদয়জুড়ে। সকাল নয়টায় কলেজ মিলনায়তনে শুরু হলো আলোচনা সভা। পর্যায়ক্রমে দেশাত্মবোধক গান ও কবিতা আবৃত্তি হলো। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন জেলা প্রশাসক টাঙ্গাইল, বিশেষ অতিথি ও আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি নির্মলেন্দু গুণ। তাঁদের তথ্যনির্ভর ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আমি একটি পূর্ণ ধারণা লাভ করলাম। আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে কবিতা আবৃত্তি ও দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করছিল কলেজের ছাত্রীরা। আমিও কবি শামসুর রাহমানের 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতাটি আবৃত্তি করেছি। মিলনায়তনের দর্শক-শ্রোতারা দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এই উজ্জীবিত হৃদয় দেশ ও জাতির কল্যাণে অকৃপণভাবে নিবেদিত হবে। উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার সংগ্রামে দৃপ্ত সৈনিক হওয়ার আহ্বান জানিয়ে অধ্যক্ষ মহোদয় অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

ঘরে ফিরে এসে মাকে আমার অনুভূতি জানালাম। যাঁরা বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন তাঁদের মতো দেশপ্রেমিক হতে মা আমাকে আশীর্বাদ করলেন। টিভিতে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান উপভোগ করার পর রাত এগারোটায় ঘুমাতে গেলাম।

প্রজা
টাঙ্গাইল

বিগত HSC পরীক্ষার প্রশ্ন

		দিনলিপি লিখন	পৃষ্ঠা নং
★★★	০১.	**কলেজ জীবনের প্রথম দিনের** অনুভূতি নিয়ে একটি দিনলিপি লেখো। *[দি. বো. ১৯, ১৬; রা.বো. ১৭] [ব. বো, ২৫]* অথবা, **'কলেজের প্রথম দিন'** বিষয়টি অবলম্বন করে একটি দিনলিপি রচনা কর। *[রা. বো. ১৭]*	
★★	০২.	তোমার এসএসসি **পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিনের** একটি দিনলিপি রচনা কর। *[কু. বো. ১৯; ব. বো. ১৬] [ম. বো. ২৫]*	
★★	০৩.	তোমার কলেজে **'বসন্তবরণ'** পালিত হয়েছে। ঐদিনের বর্ণনা দিয়ে একটি দিনলিপি লেখ। *[ঢা.বো.২৩, সি.বো.২৩]*	
★★★	০৪.	অমর **একুশে গ্রন্থমেলা** ২০২৩ এর সমাপনী দিবস নিয়ে একটি দিনলিপি রচনা কর। *[চ.বো. ২০২৩, দি.বো. ১৭]* অথবা, মনে কর, কোনো একটি **বইমেলা** তোমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। সেই বইমেলার কথা উল্লেখ করে একটি দিনলিপি লেখ। *[দি. বো. ১৭]*	
★	০৫.	**পহেলা বৈশাখ/বাংলা নববর্ষ উদযাপনের** অনুভূতি ব্যক্ত করে একটি দিনলিপি লেখ। *[য.বো.২৩,১৬; ব.বো.১৭; সি.বো.১৬]* অথবা, তোমার কলেজে **পহেলা বৈশাখ উদযাপনের** ওপর একটি দিনলিপি লেখ। *[ঢা. বো. ২৪; ব. বো, ২৩] [সি. বো. ২৫]* অথবা, বাংলা **নববর্ষ কীভাবে উদযাপন করেছ** তার ওপর একটি দিনলিপি রচনা কর। *[দি. বো, ২৩]*	
★	০৬.	একটি **গ্রাম্যমেলা দেখার অনুভূতি** ব্যক্ত করে দিনলিপি রচনা কর। *[কু. বো. ১৭] [রা. বো. ২৫]*	
★★	০৭.	তোমার কলেজে **মহান বিজয় দিবস উদযাপনের** একটি দিনলিপি প্রস্তুত কর। *[য.বো,২৪; কু.বো.২৪,২৫; ম.বো,২৪; সকল বোর্ড ২০১৮]*	
★★★	০৮.	তোমার কলেজে **আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস** উদযাপনের একটি দিনলিপি রচনা কর। *[সি. বো. ২৩, চ. বো. ২৪]* অথবা, **একুশের প্রথম প্রহর- উদযাপনের** বর্ণনা দিয়ে একটি দিনলিপি রচনা কর। *[দি. বো. ২৪]* অথবা, **আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে** তোমার অনুভূতি ব্যক্ত করে দিনলিপি রচনা কর। *[কু. বো. ২৩]*	
★	০৯.	একটি **নৌকা ভ্রমণের** বর্ণনা দিয়ে দিনলিপি রচনা কর। *[ব. বো. ২৪]*	
	১০.	**লঞ্চডুবির ঘটনা** নিয়ে একটি দিনলিপি লেখ। *[য. বো. ১৭]*	
★★★	১১.	তোমার **কলেজে উদযাপিত নবীনবরণ অনুষ্ঠানে**র উপর একটি দিনলিপি লেখ। *[রা. বো. '২৪] [ঢা. বো. '২৫]*	
★★★	১২.	কোনো একটি **ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের** দিনলিপি তৈরি কর। *[ময়মনসিংহ ২০২৩]*	
	১৩.	তোমার **এইচ.এস.সি. পরীক্ষার পূর্বরাতে**র একটি দিনলিপি লেখ। *[য. বো. ২৫]*	
★★	১৪.	তোমার কলেজ জীবনের বিদায় অনুষ্ঠান / কলেজের শেষ দিনের অনুভূতি নিয়ে দিনলিপি। *[দি. বো. ২৫]*	
★★	১৫.	বৃক্ষমেলা দেখার অনুভূতি ব্যক্ত করে একটি দিনলিপি লেখ। *[চ. বো. ২৫]*	
★★★	১৬.	সুন্দরবন/ সেন্টমার্টিন ভ্রমণের বর্ণনা দিয়ে একটি দিনলিপি রচনা কর।	
★★	১৭.	প্রথম ট্রেন ভ্রমণের অনুভূতি ব্যক্ত করে দিনলিপি লেখ।	
★★	১৮.	একজন মুক্তিযোদ্ধার মুক্তিযুদ্ধকালীন দিনলিপি লেখ।	
	১৯.	জন্মদিন উদযাপন সম্পর্কে দিনলিপি লেখ।	
★★	২০.	বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শনের দিনলিপি লেখ।	
★★	২১.	শিক্ষাসফরের এক দিনের দিনলিপি লেখ।	
★	২২.	বর্ষণমুখর দিন/সন্ধ্যা সম্পর্কে দিনলিপি লেখ।	
★★	২৩.	তোমার দেখা দেশের ভয়াবহ এক পরিস্থিতি নিয়ে একটি দিনলিপি রচনা কর। দেশের বড় এক বিপ্লবে তোমার অংশ গ্রহণ বিষয়ে দিনলিপি লেখ।	
★★	২৪.	তোমার এলাকার সামাজিক কাজে অংশ গ্রহণ বিষয়ক একটি দিনলিপি রচনা কর।	
★	২৫.	বন্ধুদের নিয়ে দেয়াল গ্রাফিতি অঙ্কন অনুভূতি ব্যক্ত করে দিনলিপি রচনা কর।	
	২৬.		

দিনলিপির একটি বিষয় তুমি তৈরি কর

০১. তোমার কলেজের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে একটি দিনলিপি রচনা করো। *[দি.বো.-১৯.১৬: রা.বো.-'১৭]*

১ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
শনিবার
রাত ৯টা ১৫ মিনিট
ঢাকা

'কলেজের প্রথম দিন'

আজ আমার কলেজের প্রথম দিন ছিল। স্কুলজীবনে স্বপ্ন ছিল কবে কলেজে ভর্তি হব, কবে কলেজে ক্লাস করব। সেই সুযোগ এলো আজকে। কিন্তু তখনকার মতো কৌতূহল অনুভব করছি না। বরং এক ধরনের আনন্দে শিহরিত হচ্ছি। এক বন্ধু এসে টেনে নিয়ে গেল ক্লাসে। নাম পরিচয় বলে আমিও সবার সঙ্গে পরিচিত হলাম। প্রথম ক্লাসে এলেন ইংরেজি স্যার। আমাদের রোল নোট করে তিনি সবার সঙ্গে পরিচিত হলেন। তারপর প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিলেন। আমরা অডিটোরিয়ামে গিয়ে বসলাম। প্রিন্সিপাল স্যার নিজের পরিচয় দিয়ে টিচারদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। দুজন অধ্যাপক কলেজের পরিচিতিমূলক বক্তব্য রাখলেন। সব শেষে প্রিন্সিপাল স্যার উপদেশ ও নির্দেশনামূলক বক্তব্য রেখে দশ মিনিট অপেক্ষা করতে অনুরোধ করলেন। আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো ক্লাস রুটিন, বুকলিস্ট ও কলেজ ম্যাগাজিন। খুশিমনে চলে এলাম বাসায়।

ওসমান গাজী
সরকারি সিটি কলেজ
ঢাকা।

০২. তোমার এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিনের একটি দিনলিপি রচনা করো। *[কু. বো. ১৯: ব. বো, ১৬]*

২ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

২৮ ডিসেম্বর, ২০২৩
বৃহস্পতিবার
রাত ১০টা ১৫ মিনিট
রংপুর

গত রাত থেকেই কেমন একটা অস্থিরতা অনুভব করছিলাম। জানি পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে, তবু একটা চিন্তা ঘিরে রেখেছে কী হয় না হয়! আজ কিন্তু এমন চিন্তা বা অস্থিরতা নেই। ভালো ঘুম হওয়ার কারণে মনটা ফুরফুরে হয়ে আছে। যা হয় হবে- এমন একটা সাহসী মনোভাব এসে গেছে। গোসল করে নাশতা সেরে নিলাম। মা তাগিদ দিচ্ছেন, 'কী রে, স্কুলে যাবি না?' বাবা এসে মাথায় হাত বুলিয়ে বলছেন, 'চল, আমি তোর সঙ্গে যাই।' তাঁদেরকে আশা দিয়ে চলে এসেছি স্কুলে। বন্ধুরা অনেকেই এসেছে। চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছি। দু-একজনের মুখ ভার হয়ে আছে। তাদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছি। এমন সময় নোটিশ বোর্ডে রেজাল্ট টানানো হলো। গণিত স্যার রোল নম্বর এবং ফল ঘোষণা করছেন। আমি GPA-5 পেয়েছি। হেডস্যার ও অন্য স্যারদের সালাম করে দোয়া চাইলাম। বাসায় আসতেই বাবা-মা আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন। মিষ্টি বিতরণ করা হলো ঘরে ঘরে। আত্মীয়স্বজনরা ফোনে খবর নিচ্ছেন আর দোয়া করছেন। বেশ রাত পর্যন্ত কেটে গেল এভাবেই। একসময় চোখজুড়ে ঘুম চলে এলো।

০৩. তোমার কলেজে 'বসন্ত বরণ' উৎসব-এর একটি দিনলিপি প্রস্তুত কর। *ঢাকা বোর্ড ২০২৩, সিলেট বোর্ড ২০২৩,*

৩ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
সোমবার
ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রিয় দিনলিপি,
আজ বসন্তবরণ, ঋতুরাজের আগমনী। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনে হলো যেন এক অন্যরকম আনন্দে পৃথিবী ভরে আছে। পাখির কলতান, সূর্যের উষ্ণতা, বাতাসের মিষ্টি স্পর্শে যেন এক অপার্থিব অনুভূতি। সকালে বাড়ির সামনে ফুলগাছগুলোতে দেখলাম, নতুন করে ফুটে উঠেছে নানা রঙের ফুল। হলুদ, কমলা, লাল, সাদা - সব রঙের ফুলে ভরে গেছে গাছের ডালপালা। মনে হলো যেন ঋতুরাজ বসন্ত এসে প্রকৃতিকে নতুন করে সাজিয়ে দিয়েছে।
বিকেলে বন্ধুদের সাথে রমনা পার্কে গেলাম। পার্কটা মানুষে ভরে গেছে। সবাই রঙিন পোশাক পরেছে। মুখে হাসি, আনন্দে মুখরিত সবাই। কেউ কেউ আবার ছবি তুলছে। আমরাও বন্ধুরা এক সাথে ছবি তুললাম। বসন্তের আনন্দে আমরা সবাই মাতোয়ারা হয়ে গেলাম।
সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখলাম, মা বসন্তের পায়েস তৈরি করেছেন। পায়েস খেয়ে মনটা আরো ভরে গেলো।
আজকের দিনটা ছিলো সত্যিই অসাধারণ। বসন্তের আনন্দে আমার মন ভরে গেছে। আশা করি, এই আনন্দ চিরকাল আমাদের জীবনে বজায় থাকবে।
শুভ রাত্রি।

জাবের আহমাদ

০৪. অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২৩ এর সমাপনী দিবস নিয়ে একটি দিনলিপি রচনা কর। *[চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩, দি.বো. ১৭]*

৪ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
শুক্রবার
রাত ১১ টা ১০ মিনিট
ঢাকা

গত বছর বইমেলার স্মৃতি আমি কখনোই ভুলতে পারব না। সকালের পড়ার টেবিল ছেড়ে কলেজে গেলাম। আমাদের বাংলা শিক্ষকের কাছে কয়েকটি বইয়ের নাম চাইলাম, বইমেলা থেকে যেগুলো কিনতে পারি। তিনি আনন্দের সাথে তা লিখে দিলেন। সেগুলোর সঙ্গে আমার তালিকায় রাখা বইয়ের নাম স্যারকে দেখালাম। কোনগুলোর প্রয়োজন নেই তিনি বললেন। আমি তা মেনে নিলাম। বাসায় ফিরে দুপুরের খাবার খেয়ে মেলায় যাওয়ার জন্য তৈরি হলাম। মাকে বললাম বই কেনার কথা। মা টাকা দিলেন। বললেন রাত ৮টার আগে বাসায় ফিরতে। বাংলা একাডেমি আয়োজিত একুশের বইমেলার উদ্দেশে বাসা থেকে বের হলাম বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে। ভিড় ছিল না, লাইনে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হলো না; ভিতরে ঢুকে গেলাম। প্রথমেই কিনলাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনী', জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি'। মেলায় তালিকার সব বই পেলাম না। এরপর আমার প্রিয় লেখক কাজী নজরুল ইসলামের কিছু বই কিনলাম। হঠাৎ দেখলাম আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যার একটি স্টলে বসে আছেন। আমি তাকে সরাসরি দেখে সত্যিই হতবাক হয়ে গেলাম। ছোটবেলা থেকে তিনি আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব। তাঁকে আজ বাস্তবে দেখে, কথা বলে, অটোগ্রাফ নিয়ে খুবই আনন্দিত হলাম। আর এই কারণেই এই বইমেলা আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে।

ওমর ফারুখ
উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ,

অভিজ্ঞতা বর্ণনা

- ইয়াসিন রাকিব

সকল ভিডিও ক্লাস

বিগত HSC পরীক্ষার প্রশ্ন

		দিনলিপি লিখন		পৃষ্ঠা নং
★★★	০১.	তোমার কলেজে প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।	[Dhaka: 2017][Chittagong: 2019]	২১৩
★★	০২.	একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরিতে শহিদ মিনারে যাওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।	[Chittagong: 2017]	২১৩
★★	০৩.	তোমার কলেজ জীবনের কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।	[Jessore: 2019] [Sylhet: 2017]	২১৩
★★★	০৪.	ঐতিহাসিক স্থানের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।	[Dhaka: 2019][Rajshahi : 2019]	২১৩
★	০৫.	শীতকালীন ছুটি কীভাবে কাটিয়েছ তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।	[Barisal: 2019]	২১৪
	০৬.	তোমার কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতার বর্ণনা করো।	[Sylhet: 2019]	

বিগত HSC পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

১. তোমার কলেজে প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

কলেজে প্রথম দিন: এক নতুন দিগন্তের সূচনা

স্কুল জীবনের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজ জীবনের পথে পা রাখা আমার জন্য ছিল এক রোমাঞ্চকর এবং কিছুটা ভয়ের মিশ্র অনুভূতি। মনে হাজারো স্বপ্ন আর চোখে একরাশ কৌতূহল নিয়ে আমি আমার কলেজের প্রথম দিনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। নির্দিষ্ট দিনে সুন্দর পোশাক পরে, বুকে আশা আর ভয় নিয়ে কলেজের বিশাল গেটের সামনে দাঁড়ালাম। চারদিকে কত নতুন মুখ, কত কলরব! মুহূর্তের জন্য নিজেকে খুব একা মনে হচ্ছিল।

ধীরে ধীরে হেঁটে কলেজের নোটিশ বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেলাম আমাদের ক্লাসের সময়সূচি দেখার জন্য। সেখানেই কয়েকজন আমার মতো নতুন ছাত্রছাত্রীর সাথে পরিচয় হলো। তাদের সাথে কথা বলে ভয়টা কিছুটা কেটে গেল। আমরা একসাথে আমাদের ক্লাসরুম খুঁজে বের করলাম। ক্লাসে ঢোকার পর দেখলাম, আমাদের মতোই আরও অনেকে বসে আছে, সবার মুখেই এক অজানা ভীতি আর উত্তেজনার ছাপ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের প্রথম ক্লাস শুরু হলো। শিক্ষক(যাঁরা) আমাদের সঙ্গে পরিচিত হলেন এবং কলেজ জীবন সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন। তাঁর আন্তরিক ব্যবহার আমাদের ভয় অনেকটাই দূর করে দিল। এরপর একে একে আরও কয়েকটি ক্লাস হলো। নতুন শিক্ষক, নতুন বন্ধু আর নতুন পরিবেশ—সবকিছু মিলিয়ে দিনটা ছিল অসাধারণ।

ক্লাসের ফাঁকে আমরা পুরো কলেজ ক্যাম্পাস ঘুরে দেখলাম। বিশাল লাইব্রেরি, খেলার মাঠ, ক্যান্টিন আর গাছগাছালিতে ভরা সুন্দর প্রাঙ্গণ দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মনে হলো, আগামী দুটি বছর আমার জীবনের সেরা সময় হতে চলেছে। দিন শেষে যখন বাড়ি ফিরছিলাম, তখন আমার মনে কোনো ভয় ছিল না, ছিল কেবল একরাশ আনন্দ আর নতুন জীবনের স্বপ্ন। কলেজের প্রথম দিনটি আমার জীবনে একটি স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকবে।

২. একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরিতে শহিদ মিনারে যাওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির জীবনে এক গৌরব ও বেদনার দিন। এই দিনে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রভাতফেরিতে অংশ নেওয়া আমার জীবনের অন্যতম এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। সেবার খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেছিলাম। চারপাশে ছিল ভোরের স্নিগ্ধ কুয়াশা আর শান্ত পরিবেশ। আমি আমার বন্ধুদের সাথে কালো ব্যাজ পরে খালি পায়ে প্রভাতফেরির জন্য প্রস্তুত হলাম। আমাদের হাতে ছিল ফুলের তোড়া।

রাস্তায় নামতেই দেখলাম, শত শত মানুষ—ছোট-বড়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে—ধীর পায়ে শহীদ মিনারের দিকে এগিয়ে চলেছে। সবার পরনে শোকের প্রতীক সাদা-কালো পোশাক। চারদিকে মাইকে বাজছিল আব্দুল গাফফার চৌধুরীর লেখা অমর সেই গান, "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি

প্রতিবেদন

- ইয়াসিন রাকিব

সকল ভিডিও ক্লাস

প্রতিবেদন কি?

প্রতিবেদন কথাটি ইংরেজি Report রিপোর্ট শব্দের বাংলা পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ হলো সমাচার, বিবৃতি বা বিবরণী। নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের তথ্য-উপাত্ত, সিদ্ধান্ত, ফলাফল ইত্যাদি খুঁটিনাটি অনুসন্ধানের পর সেটিকে সুসংগঠিত করে বিবরণী আকারে তৈরি করে কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোনো যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করাই হল প্রতিবেদন। অর্থাৎ, যেকোন নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে তথ্য সমৃদ্ধ বিবরণীকেই সংক্ষেপে প্রতিবেদন বলা যেতে পারে। প্রতিবেদন লেখার নিয়ম ও উদাহরণ এই ব্লগের মূল আলোচ্য বিষয়।

প্রতিবেদন লেখার উদ্দেশ্য

প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য হলো নির্দিষ্ট কোনো বিষয়বস্তু সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে সুস্পষ্টভাবে অবহিত করা। এর বক্তব্য হবে নিরপেক্ষতার বৈশিষ্ট্য অনুসারী। এতে জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যা থাকবে। প্রতিবেদনে কোনো বিষয় সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদন কাজের সমন্বয় সাধন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

বর্তমান সমাজব্যবস্থায় প্রতিবেদনের সীমা-পরিসীমা যেমন তেমনি এর উপযোগিতা ও গুরুত্ব অপরিসীম। বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ বা বিবরণের জন্য প্রতিবেদনের কোনো বিকল্প নেই। প্রতিবেদনে কোনো বিশেষ ঘটনা বা বিষয়কে সরেজমিনে তদন্ত করে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষলব্ধ ফলাফল প্রকাশ করা হয় বলে, তা থেকে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি তথ্য অবগত হওয়া যায়। কর্তৃপক্ষও সহজে সেই প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিরূপণ, সমন্বয়সাধন ইত্যাদি কাজে সহায়তা পাওয়া যায়। প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনা, নীতি নির্ধারণে প্রতিবেদন সহায়ক হয়।

প্রতিবেদন রচনার বৈশিষ্ট্যসমূহ

০১. **পরিকল্পনা :** প্রতিবেদন রচনার আগে প্রতিবেদককে স্থির করতে হয় কোন ধরনের প্রতিবেদন তৈরি হবে এবং কীভাবে তা লেখা হবে। এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে প্রথমে মূল এবং পরবর্তী অংশে অন্যান্য তথ্য উপস্থাপন করা প্রয়োজন। এটি বিশেষ করে স্বাধীনভাবে প্রতিবেদন লেখার সময় প্রযোজ্য। প্রশ্নপত্রে প্রতিবেদনের বিষয় উল্লেখ করে দেওয়া থাকে।

০২. **সুনির্দিষ্ট কাঠামো :** কোনো প্রতিবেদন প্রণয়নকালে একটি নির্দিষ্ট কাঠামো অনুসারে করতে হয়। এতে থাকবে একটি শিরোনাম, প্রাপকের নাম-ঠিকানা, আলোচ্য বিষয়ের সূচিপত্র, বিষয়বস্তু, তথ্যপঞ্জি, স্বাক্ষর, তারিখ ইত্যাদি।

০৩. **সঠিক তথ্য :** প্রতিবেদন রচিত হবে সঠিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে। তথ্যানুসন্ধানই হলো প্রতিবেদকের প্রধান কাজ। সেজন্য তথ্যের যথার্থতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। প্রতিবেদনে অবশ্যই পর্যাপ্ত তথ্য থাকতে হবে। কখন, কোথায়, কী, কেন, কীভাবে ঘটনা ঘটেছে এবং কে বা কারা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইত্যাদি তথ্য প্রতিবেদনে থাকতে হয়।

০৪. **নিরপেক্ষতা :** প্রতিবেদক কোনো ব্যক্তি বা সমষ্টির পক্ষে পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। প্রতিবেদককে নিরপেক্ষ ও নির্মোহভাবে সব পক্ষের মতামত সমান গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপন করতে হয়। এমনকি কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলে তার বক্তব্যও উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

০৫. **অনুচ্ছেদ:** প্রতিবেদনে ভিন্ন প্রসঙ্গের জন্য নতুন অনুচ্ছেদ তৈরি করা বাঞ্ছনীয়। একই অনুচ্ছেদ অন্য ধরনের প্রসঙ্গের অবতারণা করা উচিত নয়।

০৬. **সূত্র নির্দেশ :** প্রতিবেদনে অবশ্যই যথাসম্ভব সর্বজন গৃহীত ও স্বীকৃত সূত্র উল্লেখ করে তথ্য উপস্থাপন করতে হয়। সূত্রবিহীন প্রতিবেদন অন্যদের কাছে বানোয়াট ও ভিত্তিহীন মনে হতে পারে।

০৭. **সংগতি রক্ষা :** প্রতিবেদন অবশ্যই উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে রচিত হতে হবে। অর্থাৎ প্রতিবেদক কিছুতেই তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হবে না।

০৮. **সম্পূর্ণতা :** প্রতিবেদনে যেসব তথ্য পরিবেশিত হবে তা হতে হবে নির্ভুল ও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য।

০৯. **স্পষ্টতা :** প্রতিবেদনের বক্তব্যের মধ্যে স্পষ্টতা থাকবে যাতে বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ সহজ হয়।

১০. **সংক্ষিপ্ততা :** প্রতিবেদন হতে হবে বাহুল্যবর্জিত। বক্তব্য হবে সুনির্বাচিত এবং কোনো অনাবশ্যক বক্তব্য সংযোজিত হতে পারবে না।

১১. **সুন্দর উপস্থাপনা :** প্রতিবেদনের উপস্থাপন হতে হবে আকর্ষণীয়। বক্তব্য যেন সহজ-সরল ভাষায় প্রকাশ পায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

১২. **সুপারিশ :** প্রতিবেদনের উপসংহারে সুপারিশ সংযোজন করতে হবে, যাতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

প্রতিবেদনের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ

প্রতিবেদনকে নির্দিষ্টভাবে শ্রেণিবিভাগ করা সম্ভব নয়, কেননা বিষয়ের বৈচিত্র্য অনুযায়ী প্রতিবেদনও নানা প্রকার হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রতিবেদনকে নানা নামে ও বিশেষণে অভিহিত করা হয়। তবে মোটাদাগে প্রতিবেদনকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :-

প্রতিবেদনের কোন সুনির্দিষ্ট শ্রেনীবিভাগ নেই। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রতিবেদন নানা রকম হতে পারে। তবে বহুল প্রচলিত কিছু প্রতিবেদন আছে ;
১। সংবাদ প্রতিবেদন
২। তদন্ত প্রতিবেদন
৩। সাধারণ প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন।
৪। খেলাধুলা বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রতিবেদন।
৫। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিষয়ক প্রতিবেদন
৬। সাক্ষাৎকার মুলক প্রতিবেদন।
৭। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন।
৮। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ইত্যাদি।

০১. **সাধারণ প্রতিবেদন:** এ ধরনের প্রতিবেদন যেকোনো সচেতন ব্যক্তি লিখতে পারেন।

০২. **দাপ্তরিক বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন :** এ ধরনের প্রতিবেদন যেকোনো **কর্তৃপক্ষের লিখিত আদেশ বা নির্দেশক্রমে লেখা** হয়ে থাকে। দাপ্তরিক বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন এমন এক ধরনের বিবরণ যাতে প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ঘটনা, স্থান, অবস্থা প্রভৃতি বিষয় যাচাই করে সে-সম্পর্কিত তথ্য, তত্ত্ব, উপাত্ত তুলে ধরা হয়। দাপ্তরিক প্রতিবেদন দুই ধরনের হয়। যেমন :

(ক) তদন্ত প্রতিবেদন : এটি কোনো ঘটনা, দুর্ঘটনা, গোলযোগ, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশ তদন্ত সাপেক্ষে প্রকাশ করা হয়।

(খ) কারিগরি প্রতিবেদন : এটি সাধারণত উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয়, প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতা, জনস্বার্থে অবদান, অর্থনৈতিক বিষয় ইত্যাদি তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

০৩. **সংবাদ/প্রতিবেদকের প্রতিবেদন :** পত্রপত্রিকা, টিভি চ্যানেলসমূহের নিজস্ব প্রতিবেদক এ ধরনের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনো ঘটনাসম্পর্কিত প্রতিবেদনকে সংবাদ প্রতিবেদন বলে। নিজস্ব সংবাদদাতা বা প্রতিবেদক এবং বিভিন্ন দেশি-বিদেশি সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে এসব সংবাদ সংগ্রহ করা হয়।

প্রতিবেদন লেখার নিয়ম:

১। সাধারণ প্রতিবেদন :

প্রতিবেদনের বিষয় :
প্রতিবেদকের নাম :
স্থান/এলাকার নাম :
সময় ও তারিখ :
প্রতিবেদনের শিরোনাম :

শিরোনাম

মূল প্রতিবেদন
ভূমিকা
বিষয়/সমস্যার বর্ণনা
সমস্যার কারণসমূহ
সমাধানের সুপারিশ
কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ

প্রতিবেদক-
তারেক হোসেন

২। দাপ্তরিক/প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন :

তারিখ

বরাবর,
অধ্যক্ষ,
ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজ,
ঢাকা।

মহোদয়,
আপনার পত্র নং- তারিখ ... মোতাবেক 'কলেজ গ্রন্থাগার' সম্পর্কে সরেজমিন তদন্ত করে নিম্নোক্ত প্রতিবেদনটি আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পেশ করছি।

প্রতিবেদনের বিষয় :
প্রতিবেদকের নাম :
স্থান/এলাকার নাম :
সময় ও তারিখ :
প্রতিবেদনের শিরোনাম :

শিরোনাম

মূল প্রতিবেদন
ভূমিকা
সমস্যার বিবরণ
সমস্যার কারণ
সমাধানের সুপারিশ
মন্তব্য

প্রতিবেদক-
সুষমা বাড়ৈ

৩। সংবাদ/প্রতিবেদকের প্রতিবেদন :

প্রতিবেদনের বিষয় :
প্রতিবেদকের নাম :
স্থান/এলাকার নাম :
সময় ও তারিখ :
প্রতিবেদনের শিরোনাম :

শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিবেদক:মুন্সীগঞ্জ, ৭ফেব্রুয়ারি,২০২৩, সকাল ৯টা
মূল প্রতিবেদন
ভূমিকা
বিষয়/সমস্যার বর্ণনা
সমস্যার কারণসমূহ
সমাধানের সুপারিশ
মন্তব্য/কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ

প্রতিবেদক-
মুন্নি সাহা

ভাষণ

ইয়াসিন রাকিব

সকল ভিডিও ক্লাস

ভাষণ কি?

ভাষণ হলো— কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে জনসমক্ষে বা বিশেষ শ্রোতাদের উদ্দেশে সুসংগঠিত ও প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপিত মৌখিক বক্তব্য। সাধারণত বক্তা কোনো সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষামূলক, ধর্মীয় কিংবা সাংস্কৃতিক বিষয়ে শ্রোতাদের অবহিত করা, প্রভাবিত করা বা উদ্বুদ্ধ করার জন্য ভাষণ প্রদান করেন।

☞ সংক্ষেপে বলা যায়, **ভাষণ মানে জনসমক্ষে বক্তব্য প্রদান**, আর এটি বক্তৃতা বা স্পিচ নামেও পরিচিত।

ভাষণ লেখার ধাপ বা কৌশল

১. প্রস্তুতি ধাপ

i. **বিষয় নির্ধারণ** – কোন বিষয় নিয়ে ভাষণ দিতে হবে তা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা।
ii. **উদ্দেশ্য ঠিক করা** – ভাষণের উদ্দেশ্য কি (শ্রোতাদের অবহিত করা, অনুপ্রাণিত করা, প্রভাবিত করা, না কি বিনোদন দেওয়া)।
iii. **শ্রোতা বিশ্লেষণ** – শ্রোতাদের বয়স, পেশা, শিক্ষাগত মান, আগ্রহ ইত্যাদি অনুযায়ী ভাষণ সাজানো।
iv. **তথ্য সংগ্রহ** – নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য, যুক্তি, উদাহরণ, প্রবাদ-প্রবচন বা উদ্ধৃতি সংগ্রহ করা।

২. রচনা ধাপ

১. **প্রারম্ভ/উদ্বোধন**
   - শ্রোতাদের সম্ভাষণ করা।
   - বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহ জাগানো (কোনো প্রশ্ন, উদ্ধৃতি বা ঘটনা দিয়ে শুরু করা ভালো)।

২. **মূল অংশ**
   - বিষয়কে সুসংগঠিতভাবে ব্যাখ্যা করা।
   - যুক্তি, উদাহরণ ও তথ্য দিয়ে বক্তব্যকে শক্তিশালী করা।
   - প্রয়োজনে আবেগ জাগানো (দেশপ্রেম, নৈতিকতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা ইত্যাদি)।

৩. **সমাপ্তি**
   - মূল বক্তব্যের সারসংক্ষেপ দেওয়া।
   - শ্রোতাদের উদ্দেশে আহ্বান বা প্রেরণাদায়ক বার্তা রাখা।
   - ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা।

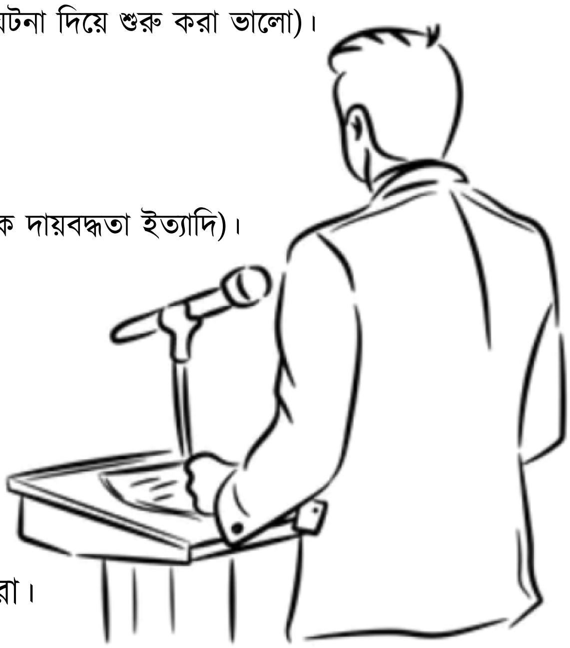

৩. উপস্থাপন ধাপ

i. **ভাষার ব্যবহার** – সহজ, স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষা ব্যবহার করা।
ii. **শব্দচয়ন** – শ্রোতার উপযোগী শব্দ ব্যবহার করতে হবে।
iii. **ভঙ্গি ও কণ্ঠস্বর** – আত্মবিশ্বাসী ও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে হবে।
iv. **অঙ্গভঙ্গি ও দৃষ্টি** – শ্রোতার সঙ্গে চোখের যোগাযোগ রাখা এবং অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করা।
v. **সময় নিয়ন্ত্রণ** – নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বক্তব্য শেষ করা।

HSC স্পেশাল

যেভাবে প্রশ্ন আসে

ক) তোমার কলেজে মহান বিজয় দিবস উদযাপনের একটি দিনলিপি প্রস্তুত করো। ১০

[ঢা বো ২২, ১৬: রা বো ১৭, ১৬: কু বো ১৭, ১৬, য বো ১৯,১৬,১৫, চ বো ১৯, ব বো ১৯,১৭, সি. বো ১৯, ১৫, দিবো ১৯

অথবা,

খ) 'সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমন' শীর্ষক সেমিনারে উপস্থাপনের জন্য একটি ভাষণ প্রস্তুত করো। ১০

[কু বো. ১২]

যেভাবে উত্তর করতে হবে

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

(খ) ভাষণ

"আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রয়োগ"

সম্মানিত সভাপতি মহোদয়, মান্যবর অতিথিবৃন্দ, প্রিয় শিক্ষকবৃন্দ, সহপাঠী ও উপস্থিত সুধীজন—
আসসালামু আলাইকুম।
আজকের আলোচনা সভায় আমি অত্যন্ত গর্ব ও আবেগের সঙ্গে দাঁড়িয়েছি, কারণ আজকের বিষয় আমাদের জাতীয় অস্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিষয়টি হলো— **"আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস: এর তাৎপর্য ও বাংলাদেশে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রয়োগ।"**

প্রিয়, শ্রোতাবৃন্দ,
ভাষা মানুষের আত্মার সঙ্গে যুক্ত। আমরা যা অনুভব করি, তা প্রথমেই প্রকাশ করি আমাদের মাতৃভাষায়। মাতৃভাষা আমাদের চিন্তা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রাণস্বরূপ। অথচ বেদনাদায়ক হলেও সত্য— আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য এ দেশের তরুণেরা বুকের রক্ত ঢেলেছিল।

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস-

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর পাকিস্তান সরকার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্র শুরু করে। কিন্তু বাংলাভাষী সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ তা মেনে নেয়নি। ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চে ঢাকায় প্রথম প্রতিবাদ শুরু হয়। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে আন্দোলন তীব্র রূপ নেয়।
২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে সালাম, রফিক, বরকত, জব্বারসহ অনেক সাহসী তরুণ পুলিশের গুলিতে শহীদ হন। তাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। এই রক্তস্নাত ইতিহাস শুধু আমাদের নয়, বিশ্বের সকল ভাষাভাষী মানুষের কাছে গর্বের প্রতীক।
১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে **আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস** হিসেবে ঘোষণা করে, আর ২০০০ সাল থেকে পৃথিবীর ১৯০টিরও বেশি দেশে দিবসটি পালন করা হচ্ছে। এ যেন আমাদের জন্য চরম সম্মান ও গৌরবের বিষয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য

১. এটি আমাদের শহীদদের আত্মত্যাগের স্মৃতিকে জাগ্রত করে।
২. এটি বিশ্বের সব ভাষাভাষী মানুষকে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় অনুপ্রাণিত করে।
৩. এটি ভাষাগত বৈচিত্র্য, সংস্কৃতির বহুমাত্রিকতা ও পারস্পরিক সম্মানকে প্রতিষ্ঠিত করে।
৪. এটি আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে তুলে ধরে।

বৈদ্যুতিন চিঠি/ই-মেইল

1. ইয়াসিন রাকিব

সকল ভিডিও ক্লাস

বৈদ্যুতিন চিঠি বা ইমেইল কী?

পত্র-যোগাযোগের আধুনিক মাধ্যমই হলো ই-মেইল(E-mail) বা ইলেক্ট্রনিক মেইল। এর বাংলা পারিভাষিক অর্থ বৈদ্যুতিন চিঠি। ১৯৭২ সালে সর্বপ্রথম ই-মেইল পদ্ধতি চালু হয়। ইমেইল লেখা ও আদান-প্রদানের জন্য প্রয়োজন হয় ইন্টারনেট সংযোগ সংবলিত একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র। যেমন কম্পিউটার বা স্মার্টফোন। কম্পিউটার প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির ফলে এখন সাধারণ বার্তা, চিঠি, প্রতিবেদন, তথ্য-উপাত্ত, সারণি, চিত্র ইত্যাদি বৈদ্যুতিনভাবে এক কম্পিউটার বা স্মার্ট ফোন থেকে অন্য কম্পিউটার বা স্মার্ট ফোনে চোখের পলকেই পাঠানো সম্ভব হচ্ছে। ফলে বর্তমান কালে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ডাক মারফত চিঠি পাঠানোর চেয়ে বৈদ্যুতিন চিঠি লিখন ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এর কারণ, এই উপায়ে বলতে গেলে যে-কোনো জায়গা থেকে যে-কোনো সময়ে মুহূর্তের মধ্যেই বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে ডকুমেন্ট বা চিঠি প্রেরন করা সম্ভব হচ্ছে। ই-মেইল সময়, শ্রম ও অর্থ সাশ্রয় করে। একটি ই-মেইল যেমন একজন ব্যক্তির কাছে পাঠানো যায়, তেমনি সমষ্টিগতভাবে একযোগে একাধিক ব্যক্তির কাছেও পাঠানো যায়।

বৈদ্যুতিন চিঠি বা ইমেইল লেখার উদ্দেশ্য

ভাষার মূল উদ্দেশ্য যোগাযোগ। সেই যোগাযোগের ব্যক্তিগত মাধ্যম চিঠি আর প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যম আবেদন পত্রের আধুনিক রূপই হলো ই-মেইল(E-mail) মানুষের সার্বক্ষণিক যোগাযোগকে ইমেইল করে তুলেছে সহজ ও দ্রুততর।

- ই-মেইল এমন কিছু যা আপনি কম্পিউটারে লেখেন এবং চিঠি এমন কিছু যা আপনি হাতে লেখেন।
- ই-মেইল দ্রুত এবং আরও দক্ষ, কারণ টাইপ করা এবং ই-মেইল পাঠানো অবশ্যই লেখা এবং পোস্ট করার চেয়ে অনেক কম সময় নেয়।
- ই-মেইল কখনও বেশ নৈমিত্তিক হতে পারে যদি এটি ব্যবসার বিষয়ে না হয়, আপনি বিন্যাসে খুব বেশি মনোযোগ না দিয়ে কেবল কয়েকটি বাক্য টাইপ করতে পারেন। কিন্তু একটি চিঠি লেখার সময়, একজনের কাছে সবসময় অনেক কিছু বলার আছে বলে মনে হয় এবং বিন্যাসটি কঠোর ধরনের।
- ই-মেইল আরও পরিবেশ-বান্ধব, অক্ষরের বিপরীতে, যার জন্য কাগজের ব্যবহার প্রয়োজন।
- ই-মেইল অর্থ সাশ্রয়ী, এটি বেশিরভাগই বিনামূল্যে, কিন্তু একটি চিঠি পোস্ট করার চেষ্টা করার সময় আপনাকে স্ট্যাম্পের জন্য অর্থ প্রদান করতে হবে।
- ই-মেইল অবিলম্বে প্রেরণ, চিঠি পেতে দিন লাগে।
- যদি একটি ই-মেইল না যায়, তাহলে আপনাকে দ্রুত অবহিত করা হবে। চিঠি অবশ্যই এক সপ্তাহ বা তার বেশি পরে ফেরত দিতে হবে।
- একটি ছবি প্রিন্ট করার চেয়ে একটি ই-মেইলে একটি সংযুক্তি যোগ করা সহজ এবং এটি একটি চিঠির সাথে অন্তর্ভুক্ত করা
- ই-মেইল এবং চিঠি উভয়ই লিখিত যোগাযোগের রূপ, কিন্তু বিন্যাস, বিতরণ এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের আলাদা পার্থক্য রয়েছে।

বৈদ্যুতিন চিঠি বা ইমেইল বৈশিষ্ট্যসমূহ

বৈদ্যুতিন চিঠি বা ই-মেইল হলো ইলেক্ট্রনিক মেইল বা ডিজিটাল বার্তা। এই বার্তা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। শুরুর দিকে ই-মেইল পেতে প্রেরক ও প্রাপক দুজনকেই অনলাইনে থাকতে হতো। বর্তমানে সেই সমস্যা নেই। এখন ই-মেইল সার্ভারগুলো মেইল গ্রহণ করে, সংরক্ষণ করে এবং পরে প্রাপকের কাছে প্রেরণ করে।

বৈদ্যুতিন চিঠি বা ই-মেইলে দুটি প্রধান এবং দুটি অপ্রধান অংশ থাকে। প্রধান অংশ দুটির একটি হচ্ছে ইউজার বা ব্যবহারকারীর নাম (user name) এবং অন্যটি হচ্ছে ই-মেইল সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের নাম। যেমন: জি-মেইল (gmail): ইয়াহু (yahoo): হট মেইল (hotmail)। অপ্রধান অংশ দুটি হচ্ছে এ চিহ্নটি ব্যবহারকারীর নামের পরে এবং '.com' (ডটকম) সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের নামের শেষে লিখতে হয়। যেমন- kamruzzzaman@gmail.com

বৈদ্যুতিন চিঠি বা ইমেইল যেভাবে করতে হয়-

- ই-মেইল পাঠানোর পূর্বশর্ত হলো নির্দিষ্ট মেইল সার্ভিসে মেইল প্রদানকারী এবং গ্রহণকারীকে অবশ্যই একাউন্ট খুলে নিতে হবে।
- ই-মেইল পাঠানোর জন্য প্রথমেই account-টি log-in করে open করতে হয়। তারপর প্রদর্শিত পৃষ্ঠার বাম পাশে Compose/new mail অপশনে ক্লিক করে পরবর্তী কাজ শুরু করতে হয়।
- ই-মেইলের To লেখা বক্সে প্রাপকের ঠিকানা লিখতে হয়। একই মেইল একাধিক ব্যক্তির কাছে পাঠাতে হলে Cc/Bcc লেখা বক্সে তাদেরও ঠিকানা লিখতে হয়। তবে কোনো মেইল একসাথে একাধিক ব্যক্তিকে পাঠানো না হলে Cc/Bcc বক্সটি খালি রাখতে হবে।
- Note: Cc ও Bcc এর মূল পার্থক্য হলো Bcc-তে ই-মেইল গ্রহণকারী অন্যান্য গ্রহিতাদের দেখতে পাবে না যা-Cc-তে দেখতে পাওয়া যায়।
- ই-মেইলে কারও ঠিকানা হিসেবে একটি ই-মেইল অ্যাড্রেস ব্যবহার করা হয়। এই ই-মেইল অ্যাড্রেস তৈরি করতে নামের সংক্ষিপ্ত রূপের পর কোনো ধরনের স্পেস বা ফাঁক না রেখে ও চিহ্ন দিতে হয়। এই চিহ্ন দেওয়ার পর gmail/hotmail/yahoo লিখে সবশেষে .com (ডটকম) লিখতে হয়। ই-মেইল ঠিকানার ইংরেজি লেখাগুলোতে সবসময় small letter ব্যবহার করা হয়।
- ই-মেইলের সাথে কোনো ছবি বা ফাইল সংযুক্ত করতে হলে attach files অপশনে ক্লিক করার মাধ্যমে নির্দিষ্ট ফাইল থেকে তা আপলোড করতে হয়।
- ইমেইলে বার্তা লেখার পাশাপাশি ভিডিও, ছবি বা নথিপত্র ইত্যাদি প্রেরণ করা যায়। এর জন্য Attachment বা সংযুক্তি অংশের সাহায্য নিতে হবে। যেমন: ই-মেইলে চাকরির আবেদন করার সময় জীবন বৃত্তান্ত বা ছবি সংযুক্ত করে পাঠানো যায়।

বিগত HSC পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১. বাংলা নববর্ষে শুভেচ্ছা জানিয়ে বন্ধুর উদ্দেশ্যে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লেখ। *[কু.বো.২৩; য.বো.২৩][রা.বো.১৭; চ.বো.১৬; সি.বো. ২৩]*

New Mail
From : rudaba45@gmail.com
To : aafrafa@gmail.com
Subject : বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা

প্রিয় আফরা,
মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা,
অগ্নিস্নানে সূচি হোক ধরা।
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছেই ফিরে ফিরে যাই। হাসি-কান্না, জীবন-মৃত্যু, নতুন-পুরাতন সর্বত্রই আমি রবি ঠাকুরের স্পর্শ পাই। এ বছরটা ভীষণ দীর্ঘ, জানি না আগামী বছরটা কেমন হবে। আশা করি এ বছরের থেকে ভালো হবে।
বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা রইল। আজকের দিনটি তোমার জীবনে নিয়ে আসুক নতুন আনন্দ-উচ্ছ্বাস। নতুন অনুপ্রেরণায় নিজেকে বিকশিত করার সুযোগ তৈরি হোক। কল্যাণের বার্তা তোমার জীবনকে সুখময় করে তুলুক এই একান্ত কামনা। শুভ নববর্ষ।

তোমার বান্ধবি
রুদাবা

Send

০২. স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমার বন্ধুকে ই-মেইল প্রেরণ কর। *[ঢা. বো. '১৭]*

New Mail
To : parvej@gmail.com
Subject : স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ

প্রিয় পারভেজ,
আমাদের জাতীয় জীবনে মার্চ মাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা বাঙালির অবিসংবাদী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঘোষণা করেন- 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' শুধু তাই নয়, ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অতর্কিতে নিরীহ মানুষের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করলে বঙ্গবন্ধু ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাই ২৬শে মার্চ আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবস। এ দিনকে যথাযথ মর্যাদায় উদযাপনের জন্য 'সবুজ সংঘ' থেকে দিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। এ অনুষ্ঠানে তোমার উপস্থিতি আমাদেরকে উৎসাহিত করবে। তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

মতিউর রহমান
সিলেট

Send

০৩. বোনের বিয়েতে আমন্ত্রণ জানিয়ে বন্ধুকে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লেখ। *[দি. বো. ২৩, ১৯]*

New Mail
From : sbintemosta45@gmail.com
To : hafsa04@gmail.com
Cc :
Bcc :
Subject : বোনের বিয়েতে নিমন্ত্রণ

প্রিয় বান্ধবি,
আগামী ১৮ এপ্রিল ২০২৪ (৫ বৈশাখ, ১৪২৯) সোমবার আমার বড় বোনের বিয়ে। এ বিয়েতে উপস্থিত থেকে বর-কনেকে দোয়া করার জন্য তোর বাড়ির সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমার বড় আপাকে তোর মনে আছে নিশ্চয়ই। তুই দুদিন আগেই আমাদের বাসায় চলে আসবি। তোরা থাকলে অনেক মজা হবে, অনেক আনন্দ করা যাবে। কাজেই তোর উপস্থিতি অত্যাবশ্যক।

তোর ঘনিষ্ঠ
শাকিরা বিনতে মোস্তফা

০৪. শিক্ষাসফরে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমার বন্ধুর নিকট একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লেখ। *[ঢা. বো. '২৩]*

New Mail
From : jannatulferdousc45@gmail.com
To : tonmondeb@gmail.com
Cc :
Bcc :
Subject : শিক্ষাসফরে যাওয়ার আমন্ত্রণ

প্রিয় তন্ময় দেবনাথ,
শিক্ষাজীবনে শিক্ষাসফরের গুরুত্ব অপরিসীম। ক্লাসের নিয়মিত পাঠে বিষয়ভিত্তিক জানাশোনাকে পরিপূর্ণতা দিতে শিক্ষাসফর অত্যাবশ্যক। এর মাধ্যমে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সমঝোতা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি পাঠানুশীলনের তাৎপর্যপূর্ণ উৎকর্ষ সাধিত হয়। এসব বিষয় সামনে রেখেই এ বছর শিক্ষাসফরের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে মহাস্থানগড়। তিন দিনের এ সফরে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও একজন প্রত্নতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ থাকবেন। আশা করি তুমি পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে আগামী ২৩ এপ্রিল সকাল ৭টায় কলেজ গেটে উপস্থিত থাকবে। ভালো থেকো।

তোমার সহপাঠী,
জান্নাতুল ফেরদৌসি

Send

আবেদন পত্র

ইয়াসিন রাকিব

সকল ভিডিও ক্লাস

❖ পত্র প্রকারভেদ :

সাধারণত চিঠি বা পত্রকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. ব্যক্তিগত চিঠি : যে পত্রে লেখক তার আবেগ-অনুভূতি ও চিন্তা ভাবনা প্রকাশ করে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতজনদের উদ্দেশ্যে লিখে তাই ব্যক্তিগত পত্র/চিঠি।

২. সামাজিক চিঠি : মানুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত সমাজের বিভিন্ন সমস্যা, অভাব-অভিযোগ, দাবি-দাওয়া ইত্যাদি যে পত্র/চিঠির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাই সামাজিক চিঠি। সাধারণত সংবাদপত্র বা প্রশাসনের নিকট সামাজিক পত্র লেখা হয়।

৩. ব্যবহারিক চিঠি : মানুষ ব্যবহারিক বা বৈষয়িক প্রয়োজনে যে পত্র লিখে থাকে তাই ব্যবহারিক পত্র। আবেদন পত্র, ব্যবসায়িক পত্র, অভিনন্দন পত্র ইত্যাদি ব্যবহারিক পত্র।

বিষয়বস্তু, প্রসঙ্গ ও কাঠামো অনুসারে পত্রকে ৭ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. ব্যক্তিগত পত্র

২. আবেদন পত্র/বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক পত্র

৩. সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পত্র

৪. আমন্ত্রণ বা নিমন্ত্রণ পত্র

৫. মানপত্র বা অভিনন্দন পত্র

৬. অভিযোগপত্র বা স্মারকলিপি।

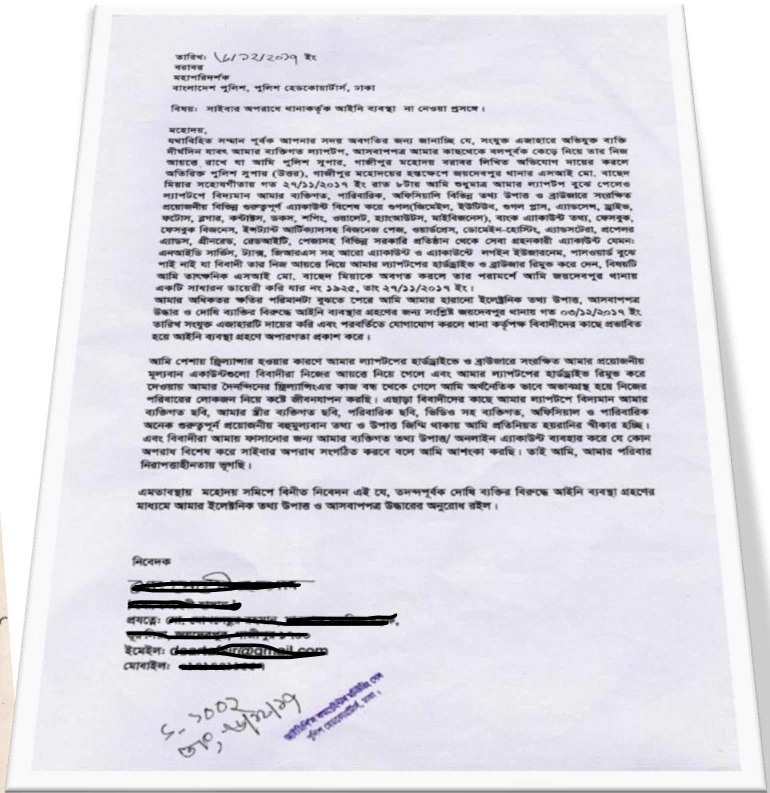

তারিখ: ১৬/১২/২০১৭ ইং
বরাবর
মহাপরিদর্শক
বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা

বিষয়: সাইবার অপরাধে থানাকর্তৃক আইনি ব্যবস্থা না নেওয়া প্রসঙ্গে।

মহোদয়,
যথাবিহিত সম্মান পূর্বক আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, সংযুক্ত এজাহারে অভিযুক্ত ব্যক্তি দীর্ঘদিন যাবৎ আমার ব্যক্তিগত ল্যাপটপ, আসবাপপত্র আমার কাছথেকে বলপূর্বক কেড়ে নিয়ে তার নিজ আয়ত্তে রাখে যা আমি পুলিশ সুপার, গাজীপুর মহোদয় বরাবর লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (উত্তর), গাজীপুর মহোদয়ের হস্তক্ষেপে জয়দেবপুর থানার এসআই মো. বাচ্চেন মিয়ার সহোযগীতায় গত ২৭/১১/২০১৭ ইং রাত ৮টায় আমি শুধুমাত্র আমার ল্যাপটপ বুঝে পেলেও ল্যাপটপে বিদ্যমান আমার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, অফিসিয়ালি বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত ও ব্রাউজারে সংরক্ষিত প্রয়োজনীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এ্যাকাউন্ট বিশেষ করে গুগল(জিমেইল, ইউটিউব, গুগল প্লাস, এ্যাডসেন্স, ড্রাইভ, ফটোস, ব্লগার, কন্টাক্টস, ডকস, শপিং, ওয়ালেট, হ্যাংআউটস, মাইবিজনেস), ব্যাংক এ্যাকাউন্ট তথ্য, ফেসবুক, ফেসবুক বিজনেস, ইন্সট্যান্ট আর্টিক্যালসহ বিজনেস পেজ, ওয়ার্ডপ্রেস, ডোমেইন-হোস্টিং, এ্যাডসটেরা, প্রপেলর এ্যাডস, গ্রীনরেড, রেডআইটি, পেজাসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহনকারী এ্যাকাউন্ট যেমন: এনআইডি সার্ভিস, ট্যাক্স, জিআরএস সহ আরো এ্যাকাউন্ট ও এ্যাকাউন্টে লগইন ইউজারনেম, পাসওয়ার্ড বুঝে পাই নাই যা বিবাদী তার নিজ আয়ত্তে নিয়ে আমার ল্যাপটপের হার্ডড্রাইভ ও ব্রাউজার রিমুভ করে দেন, বিষয়টি আমি তাৎক্ষনিক এসআই মো. বাচ্চেন মিয়াকে অবগত করলে তার পরামর্শে আমি জয়দেবপুর থানায় একটি সাধারন ডায়েরী করি যার নং ১৯২৫, তাং ২৭/১১/২০১৭ ইং।
আমার অধিকতর ক্ষতির পরিমানটা বুঝতে পেরে আমি আমার হারানো ইলেক্ট্রনিক তথ্য উপাত্ত, আসবাপপত্র উদ্ধার ও দোষি ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থার গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট জয়দেবপুর থানায় গত ০৩/১২/২০১৭ ইং তারিখ সংযুক্ত এজাহারটি দায়ের করি এবং পরবর্তিতে যোগাযোগ করলে থানা কর্তৃপক্ষ বিবাদীদের কাছে প্রভাবিত হয়ে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করে।

আমি পেশায় ফ্রিল্যান্সার হওয়ার কারণে আমার ল্যাপটপের হার্ডড্রাইভে ও ব্রাউজারে সংরক্ষিত আমার প্রয়োজনীয় মূল্যবান একাউন্টগুলো বিবাদীরা নিজের আয়ত্তে নিয়ে গেলে এবং আমার ল্যাপটপের হার্ডড্রাইভ রিমুভ করে দেওয়ায় আমার দৈনন্দিনের ফ্রিল্যান্সিংএর কাজ বন্ধ থেকে গেলে আমি অর্থনৈতিক ভাবে অভাবগ্রস্থ হয়ে নিজের পরিবারের লোকজন নিয়ে কষ্টে জীবনযাপন করছি। এছাড়া বিবাদীদের কাছে আমার ল্যাপটপে বিদ্যমান আমার ব্যক্তিগত ছবি, আমার স্ত্রীর ব্যক্তিগত ছবি, পারিবারিক ছবি, ভিডিও সহ ব্যক্তিগত, অফিসিয়াল ও পারিবারিক অনেক গুরুত্বপূর্ন প্রয়োজনীয় বহুমুল্যবান তথ্য ও উপাত্ত জিম্মি থাকায় আমি প্রতিনিয়ত হয়রানির শীকার হচ্ছি। এবং বিবাদীরা আমায় ফাসানোর জন্য আমার ব্যক্তিগত তথ্য উপাত্ত/ অনলাইন এ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে যে কোন অপরাধ বিশেষ করে সাইবার অপরাধ সংগঠিত করবে বলে আমি আশংকা করছি। তাই আমি, আমার পরিবার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।

এমতাবস্থায় মহোদয় সমিপে বিনীত নিবেদন এই যে, তদন্তপূর্বক দোষি ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে আমার ইলেক্টনিক তথ্য উপাত্ত ও আসবাপপত্র উদ্ধারের অনুরোধ রইল।

নিবেদক
[redacted]
প্রযত্নে: [redacted]
[redacted]
ইমেইল: [redacted]
মোবাইল: [redacted]

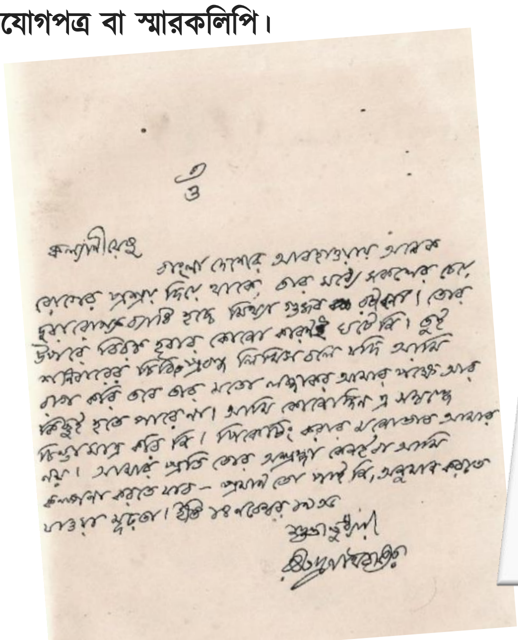

কল্যাণীয়েষু

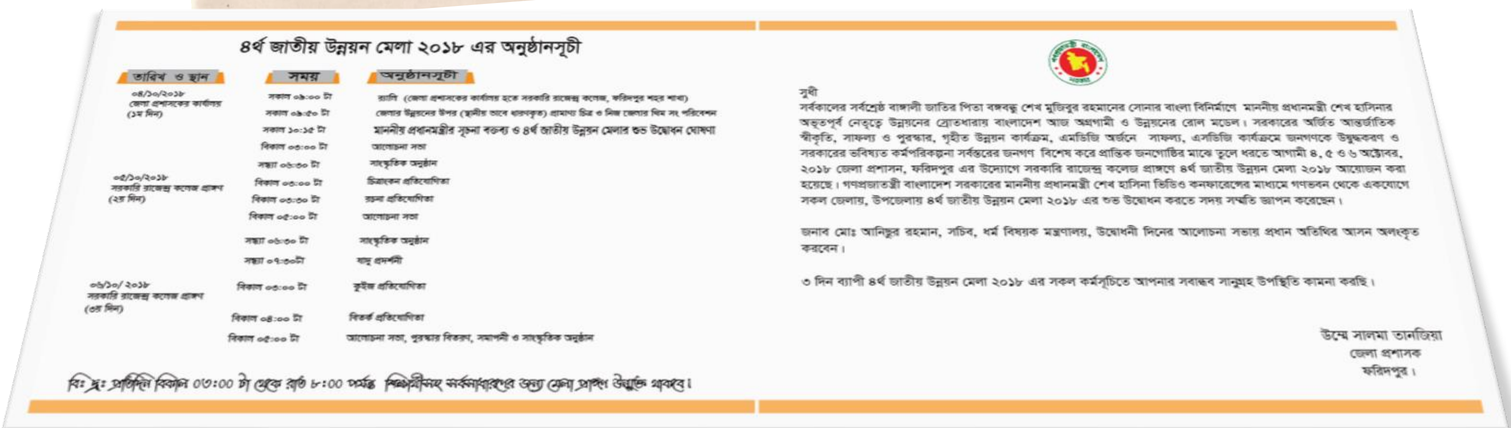

৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা ২০১৮ এর অনুষ্ঠানসূচী

তারিখ ও স্থান	সময়	অনুষ্ঠানসূচী
০৪/১০/২০১৮ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (১ম দিন)	সকাল ০৯:০০ টা	র‍্যালি (জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর শহর শাখা)
	সকাল ০৯:৫০ টা	জেলার উন্নয়নের উপর (স্থানীয় ভাবে ধারণকৃত) প্রামাণ্য চিত্র ও নিজ জেলার থিম সং পরিবেশন
	সকাল ১০:১৫ টা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সূচনা বক্তব্য ও ৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা
	বিকাল ০৩:০০ টা	আলোচনা সভা
	সন্ধ্যা ০৬:৩০ টা	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
০৫/১০/২০১৮ সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ প্রাঙ্গণ (২য় দিন)	বিকাল ০৩:০০ টা	চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা
	বিকাল ০৩:৩০ টা	রচনা প্রতিযোগিতা
	বিকাল ০৫:০০ টা	আলোচনা সভা
	সন্ধ্যা ০৬:৩০ টা	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
	সন্ধ্যা ০৭:৩০টা	যাদু প্রদর্শনী
০৬/১০/ ২০১৮ সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ প্রাঙ্গণ (৩য় দিন)	বিকাল ০৩:০০ টা	কুইজ প্রতিযোগিতা
	বিকাল ০৪:০০ টা	বিতর্ক প্রতিযোগিতা
	বিকাল ০৫:০০ টা	আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ, সমাপনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বিঃ দ্রঃ প্রতিদিন বিকাল ০৩:০০ টা থেকে রাত ৮:০০ পর্যন্ত শিশুদের সহ সর্বসাধারণের জন্য মেলা প্রাঙ্গণ উন্মুক্ত থাকবে।

সুধী
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অভূতপূর্ব নেতৃত্বে উন্নয়নের স্রোতধারায় বাংলাদেশ আজ অগ্রগামী ও উন্নয়নের রোল মডেল। সরকারের অর্জিত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, সাফল্য ও পুরস্কার, গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম, এমডিজি অর্জনে সাফল্য, এসডিজি কার্যক্রমে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও সরকারের ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা সর্বস্তরের জনগণ বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির মাঝে তুলে ধরতে আগামী ৪, ৫ ও ৬ অক্টোবর, ২০১৮ জেলা প্রশাসন, ফরিদপুর এর উদ্যোগে সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ প্রাঙ্গণে ৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা ২০১৮ আয়োজন করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গণভবন থেকে একযোগে সকল জেলায়, উপজেলায় ৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা ২০১৮ এর শুভ উদ্বোধন করতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

জনাব মোঃ আনিছুর রহমান, সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, উদ্বোধনী দিনের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন।

৩ দিন ব্যাপী ৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা ২০১৮ এর সকল কর্মসূচিতে আপনার সবান্ধব সানুগ্রহ উপস্থিতি কামনা করছি।

উম্মে সালমা তানজিয়া
জেলা প্রশাসক
ফরিদপুর।

বিগত HSC পরীক্ষার প্রশ্ন

১. ব্যক্তিগত পত্র

সাজেশন			পৃষ্ঠা নং
	০১.	সম্প্রতি পড়া কোনো বই সম্পর্কে মতামত জানিয়ে বন্ধুকে একটি পত্র লেখো। অথবা, সম্প্রতি তোমার পড়া একটি বই সম্পর্কে প্রবাসী বন্ধুর কাছে পত্র লেখো। *[ঢা.বো,১৯' ঢা,বো,১৫: কু.বো-১১,সি বো,-'১৪, ১২: দিবো-১৪]*	২০৭
	০২.	তোমাদের এলাকায় বিজয় দিবস উৎযাপনের বর্ণনা দিয়ে প্রবাসী বন্ধুকে একটি পত্র লেখ। *[ঢা.বো.-১৬]*	২০৭

২. আবেদন পত্র

★★★	০৩.	শিক্ষাভ্রমণে/শিক্ষাসফরে যাওয়ার অনুমতি ও এ ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রার্থনা করে তোমার কলেজ-অধ্যক্ষ বরাবর একটি আবেদনপত্র রচনা কর। *[রা.বো.২৩; ম.বো.২৪, ঢা.বো.২৪, ১৪; কু.বো,০১; চ.বো,১২,০১; ব.বো. ১২, রা.বো. ১৩; য.বো.২৩,১৬; চ.বো,০৮; ব.বো,২৪; ম.বো.২২]* অথবা, কলেজ থেকে শিক্ষাসফরের অনুমতি চেয়ে অধ্যক্ষ বরাবর একটি আবেদনপত্র লেখ। *[রা.বো.২৫, চ.বো.'২৫, চ.বো.'২৩,'১৫; দি.বো.'১৭]*	২১০
★★★	০৪.	বিনা বেতনে অধ্যয়নের জন্য তোমার কলেজের অধ্যক্ষের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখ। *[রা. বো. '০৫][রা. বো. '১১]*	২১০
★★	০৫.	তোমার কলেজে বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজনের অনুমতি চেয়ে অধ্যক্ষের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখ।*[য.বো.২৪; কু.বো. ২৩]* অথবা, কলেজে বিজ্ঞান ক্লাব প্রতিষ্ঠার জন্য অধ্যক্ষের কাছে আবেদনপত্র লেখ। অথবা, তোমার কলেজে ক্যান্টিন স্থাপনের জন্য একটি আবেদনপত্র লেখ। অথবা, তোমার কলেজের বিজ্ঞান ক্লাবের প্রদর্শনীর অনুমতি চেয়ে অধ্যক্ষের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখ।	২১১
★★★	০৬.	ডেঙ্গু মশার প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কা জানিয়ে কলেজ ক্যাম্পাস পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য অধ্যক্ষ বরাবর একটি আবেদনপত্র লেখ।*[য.বো.২৫,দি.বো.২৪]*	২১১
★★★	০৭.	তোমার এলাকার রাস্তাঘাট নিয়মিত পরিষ্কার রাখার জন্য পৌরসভার মেয়রের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখ। *[ঢা. বো. ২৩]*	২১২
★	০৮.	তোমার এলাকায় ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধের আবেদন জানিয়ে পৌরসভার চেয়ারম্যানের কাছে একটি দরখাস্ত লেখ। *[রা.বো.১০: ব.বো.২২]* অথবা, মশার উপদ্রব নিবারণের জন্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা কামনা করে একটি পত্র লেখ। *[দি. বো. ২৫]*	২১২
	০৯.	কোভিড-১৯ মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্ত তোমার এলাকার জনগণের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর একটি আবেদনপত্র রচনা কর।*[সি.বো. ২২]*	

★★★	১০.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'সহকারী শিক্ষক' পদে নিয়োগ লাভের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখ। *[রা.বো.২৪, দি.বো,২৩]* অথবা, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য একটি আবেদন পত্র লেখ।*[রা,বো.১৬;য.বো.১১:কু,বো,১২;সি,বো,১৬; সি,বো,২২]* অথবা, কোনো মাধ্যমিক স্কুলে সহকারী শিক্ষক পদের জন্য একজন প্রার্থী হিসেবে আবেদন জানিয়ে একটি দরখাস্ত লেখ। *[য. বো. '০৮; সি. বো. '১৯; ব. বো. '২৩, '২৪, দি. বো, '১৯, ০৯] [চ. বো. '২৪]* অথবা, কোনো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিযুক্তি লাভের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও যোগ্যতা সন্নিবেশসহ একখানা আবেদনপত্র রচনা কর। *[রা, বো, ০৭; কু. বো, ২২, ১৭; চ. বো, ০৫: সি, বো, ১৭, ০৬, ব, বো, ১৭]* অথবা, কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহকারী শিক্ষকের পদে নিযুক্তি লাভের জন্য একটি দরখাস্ত লেখ। *[ঢা. বো, ০৭: রা. বো, ১৪, ০২; য. বো, ২০০০; কু. বো, ০৫; চ. বো. ০৭, সি, বো. ০৯; ব. বো. ১৫, ঢা. বো. ১০, ০৮]* অথবা, কোনো বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে চাকরির জন্য একটি দরখাস্ত লেখ। *[ব. বো. ২৩, ২৪]* অথবা, তোমার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক শূন্য পদে নিয়োগের জন্য একটি আবেদনপত্র লেখ। *[য. বো. ০৪]* অথবা,খবরের কাগজে একজন অভিজ্ঞ শিক্ষকের নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। উক্ত পদের প্রার্থী হিসেবে একটি আবেদনপত্র রচনা কর। *[সি.বো.০১]*	২১৩
★★★	১১.	কলেজ প্রভাষক পদে চাকরির জন্য একটি আবেদন কর। *[কু, বো. ০৮] [রা. বো, '২২; সি, বো, ১৩; দি, বো. ১৫]*	২১৩
★★★	১২.	কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অফিস সহকারীর শূন্য পদে চাকুরির জন্য আবেদনপত্র লেখ। *[য. বো. '১৫]*	২১৪
★	১৩.	কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে 'অফিসার পদে' নিয়োগলাভের জন্য একটি আবেদনপত্র রচনা কর। *[ঢা. বো, '২২; রা. বো, '১৭]* অথবা, কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে 'কর্মকর্তা' পদে চাকরির জন্য একটি আবেদনপত্র রচনা কর। *[য. বো. ১৩]* সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরে 'মাঠকর্মী' হিসেবে চাকুরির জন্য যোগ্যতার বিবরণ দিয়ে একটি আবেদনপত্র রচনা কর। *[ব. বো. ১৩]*	২১৪
★★	১৪.	কোনো বেসরকারি ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার পদে নিয়োগ লাভের উদ্দেশ্যে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর একটি আবেদন পত্র লেখো। *[য.বো,২২]*	
★★	১৫.	একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে অফিস সহকারীর শূন্যপদে নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র লেখ। *[ঢা.বো.১২; কু.বো,২৪: চ.বো.১৪; সি.বো.২৩]*	
★★	১৬.	কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের হিসাবরক্ষক পদের জন্য তোমার যোগ্যতার বিবরণ দিয়ে একটি দরখাস্ত লেখ।*[রা.বো.০৯;কু.বো.০৭;দি.বো. ১৩]* অথবা, আর কে গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিডেট, ঢাকা নামের কোম্পানিতে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পদে একজন লোক নিয়োগ করা হবে। এ পদের একজন প্রার্থী হিসেবে একটি আবেদনপত্র লেখ। (তোমার নাম হাসিন আহম্মদ; ঠিকানা-লাকসামরোড, কান্দিরপাড়, কুমিল্লা) *[কু. বো.১৪]*	
★	১৭.	কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে 'বিপণন কর্মকর্তা' পদে নিয়োগলাভের উদ্দেশ্যে আবেদন কর। *[সকল বোর্ড ২০১৮: কু. বো. ১৬]*	
★★	১৮.	কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার পদের জন্য নিজ যোগ্যতার বিবরণ দিয়ে একটি আবেদনপত্র রচনা কর। *[সি. বো. '০৪]* অথবা, কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকের শূন্য পদে নিয়োগের জন্য একটি আবেদনপত্র লেখ। *[ঢা. বো, '১৪; সি, বো, '১১; দি. বো, '১১]*	২১৫
★★	১৯.	একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে "কম্পিউটার অপারেটর" পদে চাকরির জন্য আবেদনপত্র রচনা করো। *[চ. বো, ২২]* অথবা, কম্পিউটার প্রোগ্রামার পদে নিয়োগের জন্য জীবন-বৃত্তান্তসহ একটি আবেদনপত্র লেখ। *[চ. বো. '২২; ব. বো, ১১]*	২১৫

ব্যক্তিগত পত্র/চিঠি

চিঠিপত্র এর পরিচয় :

চিঠির আভিধানিক অর্থ হলো স্মারক বা চিহ্ন। তবে ব্যবহারিক অর্থে চিঠি বা পত্র লিখন বলতে বোঝায়, একের মনের ভাব বা বক্তব্যকে লিখিতভাবে অন্যের কাছে পৌঁছানোর বিশেষ পদ্ধতিকে। আরও সহজ করে বলা যায়, দূরের কিংবা কাছের কোনো আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবের কাছে নিজের প্রয়োজনীয় কথাগুলো লিখে জানানোর পদ্ধতিকে চিঠি বা পত্র লিখন বলে। বিভিন্ন প্রয়োজনে মানুষকে চিঠিপত্র লিখতে হয়। ব্যক্তিগত সংবাদ জানাতে বা জানতে, প্রাতিষ্ঠানিক রীতি বা নিয়ম মান্য করতে, আনুষ্ঠানিক বক্তব্য জ্ঞাপনে, ব্যবসায়িক যোগাযোগ স্থাপনের জন্য পত্র লেখা হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের চিঠিপত্রের নমুনা এই পরিচ্ছেদে দেখানো হলো। এ রকম নানা কারণে ব্যক্তিগত পত্র আত্মীয়-স্বজন এবং পরিচিত-অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে লিখিত যোগাযোগের উপায় হিসেবে ব্যক্তিগত পত্রের জন্ম। ইন্টারনেট প্রযুক্তির যুগেও ব্যক্তিগত পত্রের কদর কমেনি, বরং ধরন বদলেছে। পূর্বে প্রধানত ডাক বিভাগের মাধ্যমে ব্যক্তিগত পত্রের আদান-প্রদান হতো। বর্তমানে ডাকের পাশাপাশি ই-মেইল আকারেও ব্যক্তিগত পত্রের আদান-প্রদান হয়। ব্যক্তিগত পত্রে মানুষের শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা, রুচি ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে। ব্যক্তিগত পত্রের গঠনে উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হতেও দেখা যায়। যেমন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছিন্নপত্র', 'রাশিয়ার চিঠি', 'জাপান-যাত্রী' ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত চিঠি লেখার ক্ষেত্রে যে সব বিষয় লক্ষ রাখতে হয়

- পত্রের শুরুতে পত্ররচনার তারিখ ও স্থানের নাম উল্লেখ করতে হয়।
- যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে, তার সঙ্গে পত্রলেখকের সম্পর্কের উপর নির্ভর করে তাকে কীভাবে সম্বোধন করা হবে। সাধারণত গুরুজনকে **শ্রদ্ধেয়, মাননীয়** ইত্যাদি সম্বোধন করা হয়।
  বয়সে ছোটো কাউকে পত্র লিখলে **স্নেহের, কল্যাণীয়** ইত্যাদি সম্বোধন করা হয়।
  বন্ধু বা প্রিয়জনের ক্ষেত্রে **প্রিয়, প্রীতিভাজনেষু** দিয়ে সম্বোধন করা হয়ে থাকে।
  অপরিচিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে **নাম** বা **পদবির** আগে **প্রিয়** বা **জনাব** লিখা যায়।
- পত্রের মূল বক্তব্যে যাবার আগে সৌজন্য প্রকাশক কথাবার্তা লেখা হয়ে থাকে। সহজ, সরল ও হৃদয়গ্রাহী করে লেখার উপরই চিঠির সার্থকতা নির্ভর করে। চিঠির পূর্বাপর বক্তব্যের সামঞ্জস্য, সংগতি ও ধারাবাহিকতা যেন বজায় থাকে, সেদিকে লক্ষ রাখতে হয়।
- পত্রের শেষে 'ইতি' লেখার একটি রেওয়াজ বাংলায় প্রচলিত আছে। এরপর সম্পর্ক অনুযায়ী বিদায় সম্ভাষণ লিখে চিঠির শেষে নাম লিখতে হয়।
- লিখিত চিঠিটি ডাকযোগে গেলে খামের উপরে নাম-ঠিকানা লিখতে হয়, ই-মেইল আকারে পাঠালে নির্দিষ্ট জায়গায় ই- 'মেইল ঠিকানা ও চিঠির বিষয় লিখতে হয়।

চিঠি বা পত্র লেখার নিয়ম :

চিঠি বা পত্র লেখার সময় সাধারণ কয়েকটি নিয়ম পালন করতে হয়। যেমন:

১. সুন্দর ও স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা;
২. সহজ, সরল ভাষায় লেখা;
৩. নির্ভুল বানানে লেখা;
৪. চলিত ভাষায় লেখা;
৫. বিরামচিহ্নের যথাযথ ব্যবহার করা;
৬. একই কথার পুনরাবৃত্তি না করা;
৭. পাত্রভেদে সম্মান ও স্নেহসূচক বাক্য ব্যবহার ইত্যাদি।

চিঠি বা পত্রের বিভিন্ন অংশ :

পত্রের কাঠামো বা অংশ চিঠিপত্রের সাধারণত দুটি অংশ	পত্রগর্ভ/ ভিতরের অংশ	১) যেখান থেকে চিঠি লেখা হচ্ছে সে জায়গার নাম ও তারিখ (যেমনঃ ২১১, লালবাগ, ঢাকা। তারিখঃ ১২/১০/২০২৩ ইং) ২) সম্বোধন বা সম্ভাষণ (প্রিয় আকাশ, শ্রদ্ধেয় বাবা, স্নেহের নীলা ইত্যাদি।) ৩) মূল বক্তব্য (যেমনঃ সালাম, শুভেচ্ছা প্রদান ও বিষয়ের বিবরন।) ৪) বিদায় সম্ভাষণ ও প্রেরকের স্বাক্ষর। (যেমনঃ ইতি- তোমার বন্ধু, শুভার্থী, আপনার স্নেহের, আশিক ইত্যাদি।)
	শিরোনাম/ বাহিরের অংশ	৫) প্রেরকের (যে চিঠি পাঠাচ্ছে তার) স্বাক্ষর ও ৬) প্রাপকের (যে চিঠি পাবে তার) নাম ও ঠিকানা।

১. মাতার কাছে পুত্রের চিঠি *[নবম-দশম শ্রেণি]*

২ সেপ্টেম্বর ২০১৯
মতিঝিল, ঢাকা

শ্রদ্ধেয় মা,

আমার সালাম নিয়ো। আশা করি ভালো আছ। আমি নিরাপদে ছাত্রাবাসে পৌঁছেছি। যদিও আসার পথে বাড়ির কথা ভেবে আমার মন খারাপ লাগছিল। প্রতিবারই বাড়ি থেকে আসার সময়ে আমার এ রকম হয়। এসেই জানতে পারলাম আগামী ১০ই নভেম্বর থেকে আমাদের প্রাক-নির্বাচনি পরীক্ষা শুরু হবে। তাই পড়াশোনা নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। আমার জন্য আশীর্বাদ কোরো। ছুটিতে বাড়ি গিয়ে লেখাপড়ায় খানিকটা ছেদ পড়েছিল। তাই এখন বেশি পরিশ্রম করে লেখাপড়ার সাময়িক ক্ষতি পুষিয়ে নিচ্ছি। মা, আমি তোমাকে আমার জীবনের লক্ষ্যের কথা জানিয়েছি। আমি সেই লক্ষ্য পূরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করব, তোমাদের মুখ উজ্জ্বল করার চেষ্টা করব। আসার সময়ে মেহরাবকে কিছুটা অসুস্থ দেখে এসেছি। এখন ও কেমন আছে, জানিয়ো। বাবাকে শরীরের প্রতি যত্ন নিতে বোলো। আমার জন্য চিন্তা কোরো না। আমি এখন ভালো আছি। ইতি

তোমার স্নেহের
মাহের

প্রেরক,	প্রাপক, ডাকটিকিট
মাহের আবদুল্লাহ ২৪ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০	ফারজানা রাহমান, প্রযত্নে: আবদুল্লাহ আল মামুন গ্রাম: কামরানির চর ডাকঘর: পাঁচগাঁও উপজেলা: আড়াইহাজার জেলা: নারায়ণগঞ্জ

২. কন্যার কাছে পিতার চিঠি *[নবম-দশম শ্রেণি]*

২৩ নভেম্বর ২০১৯
তেজগাঁও, ঢাকা

স্নেহের প্রাপ্তি

আমার আশীর্বাদ নিয়ো। আশা করি ভালো আছ।

গত চিঠিতে তোমার প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল জেনেছি। প্রায় সবগুলো বিষয়ে ভালো করেছ। গণিতে খানিকটা কম নম্বর পেয়েছ। এতে ঘাবড়ে যাবার কিছু নেই। গণিতের কোন বিষয়গুলো বুঝতে এখনও সমস্যা হচ্ছে, তা আগে শনাক্ত করো। প্রয়োজনে তোমার ক্লাসের গণিত শিক্ষকের সহযোগিতা নাও। মুখস্থ না করে বুঝে পড়ার চেষ্টা কোরো। সামনে তোমার নির্বাচনী পরীক্ষা এবং এসএসসি পরীক্ষারও খুব বেশি দেরি নেই। তাই এই সময়টা খুব ভালোভাবে কাজে লাগাতে হবে। জীবনে প্রতিটি মুহূর্তকে ইতিবাচকভাবে কাজে লাগাতে হবে। পরীক্ষা শিক্ষাজীবনের একটি অংশ। তাই পরীক্ষাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এই সময়ে কীভাবে সুস্থ থেকে নিয়মানুযায়ী পড়াশোনা করা যায়, সেদিকে খেয়াল রেখো। বেশি রাত জেগো না, যথাসময়ে খাবার খেয়ো। আমরা বাসার সবাই ভালো আছি। ইতি

তোমার বাবা
অনিরুদ্ধ রায়

প্রেরক: aniruddharay@gmail.com
প্রতি: praptiray@gmail.com
বিষয়: উপদেশ

০৯. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'সহকারী শিক্ষক' পদে নিয়োগ লাভের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখ। *[রা.বো.২৪, দি.বো,২৩]*

অথবা, **সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য একটি আবেদন পত্র লেখ।** *[রা,বো.১৬; য.বো.১১; কু,বো,১২; সি,বো,১৬; সি,বো,২২]*

অথবা, **কোনো মাধ্যমিক স্কুলে সহকারী শিক্ষক পদের জন্য একজন প্রার্থী হিসেবে আবেদন জানিয়ে একটি দরখাস্ত লেখ।** *[য.বো.০৮;সি.বো.১৯;ব.বো.২৩,২৪, দি.বো,১৯,০৯,চ.বো.২৪]*

অথবা, **কোনো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিযুক্তি লাভের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও যোগ্যতা সন্নিবেশসহ একখানা আবেদনপত্র রচনা কর।** *[রা, বো, '০৭; কু. বো, '২২, '১৭; চ. বো, '০৫: সি, বো, '১৭, '০৬, ব, বো, '১৭]*

অথবা, **কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহকারী শিক্ষকের পদে নিযুক্তি লাভের জন্য একটি দরখাস্ত লেখ।** *[ঢা.বো,০৭;রা.বো,১৪,০২;য.বো,২০০০;কু.বো,০৫;চ.বো.০৭,সি,বো.০৯;ব. বো.১৫,ঢা.বো.১০,০৮]*

অথবা, **কোনো বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে চাকরির জন্য একটি দরখাস্ত লেখ।** *[ব. বো. '২৩, '২৪]*

অথবা, **তোমার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক শূন্য পদে নিয়োগের জন্য একটি আবেদনপত্র লেখ।** *[য. বো. '০৪]*

অথবা, **খবরের কাগজে একজন অভিজ্ঞ শিক্ষকের নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। উক্ত পদের প্রার্থী হিসেবে একটি আবেদনপত্র রচনা কর।** *[সি.বো.০১]* *[কু বো-'২২,১৭,১২; দি.বো.-'২২,১৯,১৭; সি.বো.-১৯,১৬; রা.বো.-১৬, ১৪; ব.বো.-'১৭, '১৪]*

৯ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

তারিখ: ১০ই জানুয়ারি, ২০২৩

প্রধান শিক্ষক
সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ,
ঢাকা।

বিষয়: সহকারী শিক্ষক পদের জন্য আবেদন।

বিনীত নিবেদন এই যে, গত ৫ই জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে 'দৈনিক জনকণ্ঠ' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, আপনার বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক' পদে কিছুসংখ্যক লোক নিয়োগ করা হবে। আমি উক্ত পদের একজন আগ্রহী প্রার্থী। নিম্নে আমার শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ জীবন বৃত্তান্ত উল্লেখ করা হলো-

১. নাম : মোহাম্মদ খালেদ
২. পিতার নাম : মোহাম্মদ আলী
৩. মাতার নাম : মালেকা বেগম
৪. ঠিকানা(স্থায়ী) : গোপালের খামার, পোস্ট-ঘোগাদহ, থানা-কুড়িগ্রাম, জেলা-কুড়িগ্রাম।
৫. ঠিকানা (বর্তমান) : রুম-১২, রোড নং ০৪, ব্লক সি, খিলগাঁও, ঢাকা।
৬. জন্ম তারিখ : ১-২-১৯৯৯
৭. জাতীয়তা : জন্মসূত্রে বাংলাদেশি
৮. ধর্ম : ইসলাম
৯. শিক্ষাগত যোগ্যতা:

পরীক্ষার নাম	পাশের সাল	গ্রুপ/বিভাগ	জিপিএ/সিজিপিএ	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়
এসএসসি	২০১৫	বিজ্ঞান	5,00	ঢাকা বোর্ড
এইচএসসি	২০১৭	মানবিক	4.50	ঢাকা বোর্ড
স্নাতক(পাস)	২০২১	হিসাব বিজ্ঞান	3.5	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১০. ১-১-২০২২ থেকে আমি একটি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত আছি।

অতএব, উপর্যুক্ত তথ্যাবলির আলোকে আমাকে অনুগ্রহপূর্বক উক্ত পদে নিয়োগের জন্যে বিবেচনা করলে বাধিত হব।

বিনীত নিবেদক -
মোহাম্মদ খালেদ

সংযুক্তি :
১. সকল সনদপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি-২ কপি
২. নাগরিকত্ব ও চারিত্রিক সনদের সত্যায়িত কপি
৩. সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজ ছবি-৩ কপি

১০. কলেজ প্রভাষক পদে চাকরির জন্য একটি আবেদন কর। *[কু, বো. '০৮] [রা. বো, '২২; সি, বো, '১৩; দি, বো. ১৫]*

১০ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

তারিখ: ১০ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

বরাবর,
অধ্যক্ষ মহোদয়
ফুলবাড়ীয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।

বিষয়: প্রভাষক পদে নিয়োগের জন্য আবেদন।

বিনীত নিবেদন এই যে, গত ৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, আপনার প্রতিষ্ঠানে বাংলা বিষয়ে একজন প্রভাষক নিয়োগ করা হবে। আমি উক্ত পদের একজন আগ্রহী প্রার্থী। নিম্নে আমার শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ জীবনবৃত্তান্ত উল্লেখ করা হলো-

১. নাম : মো: রেজাউল করিম
২. পিতার নাম : মো: আব্দুল কাদের
৩. মাতার নাম : ফাতেমা খাতুন
৪. জন্ম তারিখ : ০৫ মার্চ, ১৯৯৯
৫. ঠিকানা (স্থায়ী) : গ্রাম: জোরবাড়ীয়া, ডাক: ফুলবাড়ীয়া,
৬. ঠিকানা(বর্তমান) : থানা-ফুলবাড়ীয়া, জেলা-ময়মনসিংহ, ব্লক-'সি', বনশ্রী, ঢাকা
৭. জাতীয়তা : জন্মসূত্রে বাংলাদেশি
৮. ধর্ম : ইসলাম
৯. শিক্ষাগত যোগ্যতা:

পরীক্ষার নাম	পাশের সাল	গ্রুপ/ বিভাগ	জিপিএ/ সিজিপিএ	বোর্ড/ বিশ্ববিদ্যালয়
এসএসসি	২০১৫	বিজ্ঞান	5	ঢাকা বোর্ড
এইচএসসি	২০১৭	মানবিক	5	ঢাকা বোর্ড
বিএ(সম্মান)	২০২১	বাংলা	3.5	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এমএ	২০২২	বাংলা	3.5	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১০. অভিজ্ঞতা : আমি গত ০৮.০৫.২০২২ তারিখ থেকে পুরানা পল্টন কলেজের বাংলা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত আছি।

অতএব, মহোদয়ের নিকট প্রার্থনা, উল্লিখিত তথ্যাবলির ভিত্তিতে ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে আমার মেধা ও দক্ষতা যাচাইপূর্বক উক্ত পদে নিয়োগ প্রদান করলে আমার কর্মদক্ষতা দ্বারা আপনার সন্তুষ্টি বিধানে সচেষ্ট থাকব।

বিনীত নিবেদক-
মো. রেজাউল করিম।

সংযুক্তি।
১. সকল শিক্ষাগত সনদপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি
২. নাগরিকত্ব ও চারিত্রিক সনদের সত্যায়িত ফটোকপি
৩. সদ্য তোলা ৩ কপি সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজ ছবি
৪. শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার সত্যায়িত সনদপত্র
৫. ৩০০ টাকা মূল্যমানের ব্যাংক ড্রাফট।

সারাংশ/সারমর্ম

ইয়াসিন রাকিব

সকল ভিডিও ক্লাস

সারমর্ম কী?

সারাংশ : একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বিস্তারিতভাবে লিখিত এক বা একাধিক অনুচ্ছেদের মূল বক্তব্যটিকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলে একে সারাংশ বলে।

সারমর্ম বা ভাবার্থ : কোন কবিতার একাধিক পঙক্তির মূল ভাবটি সংক্ষেপে উপস্থাপিত হলে, তাকে সারমর্ম বা ভাবার্থ বলে।

সার শব্দের অর্থ হলো 'মূল'। আর 'মর্ম' অর্থ তাৎপর্য। কোনো পদ্য বা কবিতা রচনায় যেসব যুক্তি, দৃষ্টান্ত, উপমা ও অলঙ্কার থাকে তা বাদ দিয়ে সহজ-সরল ভাষায় বিষয়টি সংক্ষেপে প্রকাশ করার নামই সারমর্ম। সাধারণত কোনো কবিতা পড়লে আমরা দেখতে পাই, কবি তার মনের মূলভাবটিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য মূল ভাবের সহায়ক অনেক কথা বলেন। একটি ভাবকে যথার্থ ও সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য উপমা, উদাহরণ ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। সে লেখাটির মূল কথা বা সার কথা বা সারবস্তুই আসলে সারমর্ম।

সারমর্মে মূলভাবটি যথার্থ ও সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করাটাই মূল বিষয়। বাহুল্য কথার মধ্য থেকে মূল কথাটি খুঁজে বের করাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য। একটি রচনা নানা রকম কারণে বড় হতে পারে। বিষয়বস্তুর কারণে সেখানে যুক্ত হতে পারে উপমা, উদাহরণ ও দৃষ্টান্তের বাহুল্য। বিষয়ের আলোচনায় হয়তো এসব কিছুই মানিয়ে যায়। কিন্তু আমাদের সারমর্ম লেখার ক্ষেত্রে এসব বাহুল্য একেবারে পরিত্যাজ্য। সেখানে অতিরিক্ত বিষয় বাদ দিয়ে সহজ সরল ভাষায় মূল বক্তব্য তুলে ধরতে হবে।

মোট কথা, কোনো লেখা ছোট আকারে আকর্ষণীয় ভাষায় প্রকাশ করার নামই সারাংশ বা সারমর্ম। কবিতার ক্ষেত্রে এই সংক্ষিপ্তকরণকে বলা হয় সারমর্ম।

সারমর্ম লেখার নিয়ম :

০১. প্রদত্ত অনুচ্ছেদ অথবা কবিতাংশটি বারবার/তিনবার পড়ে মূল বক্তব্য অনুসন্ধান করতে হবে।

০২. একই কথার পুনরাবৃত্তি করা যাবে না। তেমনি প্রয়োজনীয় অংশ বাদ দেয়া যাবে না।

০৩. মূল বিষয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বিষয় সারমর্মে উল্লেখ করা যাবে না।

০৪. সহজ-সরল মৌলিক ভাষায় বিষয়টি এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে সবার সহজবোধ্য হয়।

০৫. উদ্ধৃত রচনায় একাধিক বিষয় থাকলে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে এবং মূল বিষয়টি থেকে সরে না আসে সেদিকে সজাগ থাকতে হবে।

০৬. শব্দ ও বাক্য প্রয়োগে সংযম অবলম্বন করতে হবে। একাধিক বিশ্লেষণ প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় নয়।

০৭. কোনো সাংকেতিক বিষয় থাকলে তার তত্ত্ব বের করতে হবে।

০৮. উদ্ধৃত অংশের মূলভাবের বাক্য/বাক্যগুলি চিহ্নিত করা।

০৯. উপমা, উদাহরণ, উদ্ধৃতি ও রূপক আলাদাভাবে চিহ্নিত করা।

১০. উদ্ধৃতাংশটি কোন কবি বা লেখকের সেটি বলার দরকার নেই।

১১. যে বাক্য দিয়ে লেখা শুরু করবে তা সহজ সরল ও মূলভাবের প্রতি নির্দেশক হবে।

১২. লেখার পর কয়েকবার পড়ে নিশ্চিত হবে যে প্রয়োজনীয় কোনো কিছু বাদ যায়নি তো।

১৩. বাক্যগুলো আলাদাভাবে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। শব্দ দেখেও ভাববস্তু বোঝার চেষ্টা করতে পারো।

১৪. সাধারণত সারাংশ বা সারমর্ম তিনটি বাক্যে লিখতে হবে।

১৫. প্রথম বাক্যেই মূলকথাটি লিখে দিবে; বাকি কথাগুলো এরপরে লিখবে।

১৬. কোনো ধরনের উপমা ব্যবহার করা যাবে না। মতো/যেন/ন্যায় এ ধরনের শব্দ বর্জন করতে হবে। যেমন, 'ধারালো তরবারির মতো', 'সত্যের ন্যায়' ইত্যাদি লেখা যাবে না।

১৭. পরপর দুটির বেশি বিশেষণ ব্যবহার না করাই ভালো। যেমন, 'অত্যাচারিত, নিপীড়িত, শোষিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে', লেখা যাবে না।

১৮. বক্তব্যের বর্ণনায় বিশেষণ, ক্রিয়াপদ, অলঙ্কার, উপমা, রূপক, দৃষ্টান্ত, ইত্যাদি অবান্তর। বাহুল্য বাদ দিয়ে মূল বিষয়টি সরাসরি লিখতে হবে। কোনো ধরনের অলংকারমণ্ডিত ভাষা ও কাব্যিক উপস্থাপনা করা যাবে না। যেমন, 'পৃথিবীতে আজ অদ্ভুত আঁধার এসেছে' লেখা যাবে না। বরং লিখতে হবে 'পৃথিবী আজ সংকটাপন্ন'।

১৯. বানান নিয়ে সন্দেহ দেখা দিলে বিকল্প শব্দ দিয়ে লিখবেন; ভুল বানান লেখা যাবে না।

HSC স্পেশাল

যেভাবে প্রশ্ন আসে

ক) সারাংশ লেখ :

আমরা ছেলেকে স্কুল কলেজে পাঠিয়ে ভাবি যে, শিক্ষা দেওয়ার সমস্ত কর্তব্য পালন করলাম। বছরের পর বছর পাস করে গেলেই অভিভাবকরা যথেষ্ট তারিফ করেন। কিন্তু তলিয়ে দেখেন না যে, কেবল পাস করলেই বিদ্যা অর্জন হয় না। বাস্তবিকপক্ষে ছাত্রের বা সন্তানের মনে জ্ঞানানুরাগ বা জ্ঞানের প্রতি আনন্দজনক শ্রদ্ধার উদ্রেক হচ্ছে কিনা, তাই দেখবার বিষয়। জ্ঞান চর্চার মধ্যে যে এক পরম রস ও আত্মপ্রসাদ আছে, তার স্বাদ কোন কোন শিক্ষার্থী এক বিন্দুও পায় না।

[কু. বো. '০৩]

অথবা, **খ) ভাব সম্প্রসারণ :**

জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব। *[রা. বো. '১৯]*

যেভাবে উত্তর করতে হবে

১০ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

❑ **সারাংশ:**

বছরান্তে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই বিদ্যার্জন হয় না। জ্ঞানের প্রতি এক আনন্দময় ও শ্রদ্ধামিশ্রিত অনুরাগের জন্মদানই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে এক পরম রস ও আত্মপ্রসাদ।

	অনুচ্ছেদ	সারাংশ
০৮. [য.বো.১১; কু.বো,০২; ব.বো.১০]	ছাত্রজীবন আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ বপনের সময়। এ সময় যে যেমন বীজ বপন করবে, ভবিষ্যৎ জীবনে সে সেরূপ ফল ভোগ করবে। এ সময় যদি আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে জ্ঞানের অনুশীলন করে যাই তবে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় হবে। আর যদি হেলায় সময় কাটিয়ে দেই, তাহলে জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। যে শিক্ষা জীবন ও জীবিকার পথে কল্যাণকর, যে শিক্ষা মানুষকে উন্নত চরিত্রের অধিকারী করে, তাই সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা। ছাত্রদের জীবন গঠনে শিক্ষকসমাজ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের সুষ্ঠু পরিচালনার মধ্য দিয়েই ছাত্রদের জীবন গঠিত হয় এবং উন্মুক্ত হয় মহত্তর সম্ভাবনার পথ।	ছাত্রজীবন নিজেকে গড়ে তোলার শ্রেষ্ঠ সময়। এ সময় হেলায় নষ্ট না করে শিক্ষা-দীক্ষায় উপযুক্ত করে নিজেকে ভবিষ্যতের জন্যে গড়ে তুলতে হয়। চরিত্র গঠন ও জ্ঞানের অনুশীলন করতে হয় এ সময়ে। শিক্ষকের আদেশ-নিষেধ পালন করে ছাত্রজীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে নিষ্ঠার সাথে কাজে লাগালে ভবিষ্যতের জন্যে সুন্দর জীবন গড়ে উঠতে পারে।
০৯. [কু.বো.১০; চ.বো,০৪; ব.বো,০৬]	বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়। তাই, বারবার সেদিকে তাকানো প্রয়োজন, মাটির রস টেনে নিয়ে নিজেকে মোটাসোটা করে তোলাতেই বৃক্ষের কাজের সমাপ্তি নয়। তাকে ফুল ফোটাতে হয়, ফল ধরাতে হয়। নইলে তার জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই বৃক্ষকে সার্থকতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা, সজীবতা ও সার্থকতার এমন জীবন্ত দৃষ্টান্ত আর নেই।	বৃক্ষ ও প্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের গভীর ঐক্য রয়েছে। বৃক্ষ থেকে তাই মানুষকে শিক্ষা নিতে হবে। একথা ভুললে চলবে না প্রকৃতির রূপ, রস, আহরণ করাতেই জীবনের শেষ নয়। প্রজ্ঞা ও মানসিকতা দ্বারা দানের পাত্র পূর্ণ করে যাওয়াতেই মানুষের সার্থকতা। বৃক্ষ থেকে এসব শিক্ষা অর্জন করা উচিত।
১০. [ব.বো.০৩; য.বো.০৫; সি.বো.০১]	সমাজের কাজ কেবল টিকে থাকার সুবিধা দেওয়া নয়, মানুষকে বড় করে তোলা, বিকশিত জীবনের জন্য আগ্রহ জাগিয়ে দেওয়া। স্বল্পপ্রাণ, স্থূলবুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষে সংসার পরিপূর্ণ। তাদের কাজ নিজের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলা নয়, অপরের সার্থকতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা। প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ করেনি বলে এরা নিষ্ঠুর ও বিকৃত বুদ্ধি। এদের একমাত্র দেবতা অহংকার। তারই চরণে তারা নিবেদিত প্রাণ। ব্যক্তিগত অহংকার, পারিবারিক অহংকার, জাতিগত অহংকার- এ সবের নিশান উড়ানোই এদের কাজ।	শুধু টিকে থাকার মাঝেই জীবনের সার্থকতা নয়। সমাজে এক শ্রেণির মানুষ আছে যারা নিজ স্বার্থকে বড় করে দেখে। তারা প্রেম ও সৌন্দর্যের ছোঁয়া পায়নি। তাই তারা নিষ্ঠুর ও বিকৃতবুদ্ধি। তারা মাঝে মাঝে প্রেমের কথা বলে সত্য, তবে তা লোক দেখানো। অহংকারই তাদের দেবতা।
১১. [ঢা. বো, '০৬, য. বো, '০১; সি. বো, '০৩]	নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান গেয়ে শোনায়। অনুভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে জীবনের মানে বৃদ্ধি, ধর্মের মানেও তাই। প্রকৃতিত্ব যে ধর্ম মানুষের সে ধর্ম; পার্থক্য কেবল তরুলতা ও জীবজন্তর বৃদ্ধির ওপর তাদের নিজেদের কোনো হাত নেই, মানুষের বৃদ্ধির ওপরে তার নিজের হাত রয়েছে। আর এখানেই মানুষের মর্যাদা। মানুষের বৃদ্ধি কেবল দৈহিক নয়, আত্মিকও। মানুষকে আত্মা সৃষ্টি করে নিতে হয়, তা তৈরি পাওয়া যায় না। সুখ-দুঃখ-বেদনা উপলব্ধির ফলে অন্তরের যে পরিপক্কতা, তাই তো আত্মা।	আত্মিক বিকাশের মধ্যে জীবনের সার্থকতা নিহিত। বাহ্যিকভাবে বড় হওয়াই বড় কথা নয়। সুখ-দুঃখ, আনন্দ- বেদনা উপলব্ধিতে অন্তরের পূর্ণতা আসে। মানবকল্যাণে সেই আত্ম উৎসর্গতেই জীবনের মর্মবাণী লুক্কায়িত।
১২. [ঢা,বো.১০; চ.বো০৭; সি,বো০৯]	সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারও মনোরঞ্জন করা নয়। এ দুয়ের ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করে পরের জন্য খেলনা তৈরি করতে বসেন। সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয়। কাব্যের ঝুমঝুমি, বিজ্ঞানের চুষিকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙালাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার 'পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্মের জয়ঢাক- এইসব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে। সাহিত্যরাজ্যে খেলনা পেয়ে পাঠকের মনস্তুষ্টি হতে পারে, কিন্তু তা পড়ে লেখকের মন তুষ্ট হতে পারে না।	আনন্দ দান ছাড়া সাহিত্যের অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। এ সত্য ভুলে গেলে সাহিত্য পথভ্রষ্ট হয়। যারা এ সত্য ভুলে যান, তারা সাহিত্যের নামে অপসাহিত্য সৃষ্টি করেন। তাতে পাঠক তুষ্ট হলেও লেখক তুষ্ট হতে পারেন না।
১৩. [কু. বো. '০৮; সি. বো. ১১]	তুমি জীবনকে সুন্দর করতে চাও ভালো কথা, কিন্তু সেজন্য তোমাকে প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হবে। মহৎ কিছু লাভ করতে হলে কঠোর সাধনার দরকার। তোমাকে অনেক দুঃখ সহ্য করতে হবে। এসব তুচ্ছ করে যদি তুমি লক্ষ্যের দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হতে পার, তবে তোমার জীবন সুন্দর হবে। আরও আছে "তোমার ভেতরে এক আমি আছে, সে বড় দুরন্ত। তার স্বভাব পশুর মত বর্বর ও উচ্ছৃঙ্খল। সে কেবল ভোগবিলাস চায়, সে বড় লোভী।" এই 'আমি'কে জয় করতে হবে। তবেই তোমার জীবন সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠবে।	মানুষের জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে তুলতে পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। মানুষের ভিতর পশুত্ব আছে। এ পশুত্বকে বলি দিতে হবে। ভোগ, বিলাস পরিত্যাগ করতে হবে। 'আমিকে' জয় করতে পারলে মানুষ জীবনে সার্থকতা অর্জন করতে পারবে।

ভাব সম্প্রসারণ

- ইয়াসিন রাকিব

সকল ভিডিও ক্লাস

ভাবসম্প্রসারণ কি?

ভাবের সুসঙ্গত সার্থক প্রসারণই ভাব-সম্প্রসারণ। আবৃতকে উন্মোচিত, সংকেতকে নির্মীত করে তুলনীয় দৃষ্টান্ত ও প্রবাদ- প্রবচনের সাহায্যে সহজ ভাষায় ভাবের বিন্দুকে বিস্তার করার নাম ভাব-সম্প্রসারণ। অনেকটা, ভাবসম্প্রসারণ এর ইংরেজি Expansion of the feeling বলা যায়।

সাধারণত কবিতা বা গদ্যের দুই-একটি তাৎপর্যপূর্ণ বা ভাবব্যঞ্জনাময় চরণ ভাব-সম্প্রসারণের জন্যে দেওয়া হয়। এই ভাবব্যঞ্জনায় লুক্কায়িত থাকে মানব-জীবনের কোনো মহৎ আদর্শ কিংবা কোনো ব্যক্তিচরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, নৈতিক কোনো বিচ্যুতি। ভাব-সম্প্রসারণের সময় সেই গভীর ভাবটুকু উদ্ধার করে প্রয়োজনীয় যুক্তি, বিশ্লেষণ, উপমা, উদাহরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে। কবি বা লেখক যেখানে তাঁর বক্তব্যকে ব্যঞ্জনা বা ইঙ্গিতধর্মী করে প্রকাশ করেন, ভাব- সম্প্রসারণে তাকে সেখানে আলোচনাধর্মী করে উপস্থাপিত করা হয়।

ভাব-সম্প্রসারণের জন্য প্রদত্ত কবিতা বা গদ্যের অংশটি সাধারণত খুব সংক্ষিপ্ত হয়। পরিসর যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, তা কিন্তু একটি বড় ভাবকে আশ্রয় দিয়ে থাকে। সতর্কতার সঙ্গে সেই মৌল ভাবটিকে খুঁজে বের করতে হবে। নিচের উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যাক :

কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে
'ভাই বলে ডাক যদি দেব গলা টিপে'।
হেনকালে আকাশেতে উঠিলেন চাঁদা;
কেরোসিন শিখা বলে, 'এসো মোর দাদা'।

এখানে 'কেরোসিন শিখা', 'মাটির প্রদীপ' এবং 'চাঁদ' এই তিনটি বস্তুই রূপক। অর্থাৎ এদের রূপের আড়ালে কবি ভিন্ন কোনো ভাবের কথা ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। যে কেরোসিন শিখা মাটির প্রদীপের আত্মীয়তা অস্বীকার করে, সেই আবার নিজের অবস্থা বিস্মৃত হয়ে চাঁদকে আত্মীয় সম্ভাষণে বিগলিত হয়ে ওঠে। এখানে কেরোসিন শিখার মধ্যেই মূল ভাবটি দ্যোতিত হয়েছে। সে আসলে কেরোসিন শিখা নয়; সে হল আত্মমর্যাদাহীন, সংকীর্ণচিত্ত, আত্মম্ভরী তোষামোদপ্রিয় মানুষ। এখানে সেই মানুষের কথাই বিশদভাবে বলতে হবে। আর একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যাক :

দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।

এই কাব্যাংশটি রূপকাশ্রিত নয়; ভাবব্যঞ্জক এই চরণে একটি বিশেষ চিন্তা নিহিত আছে। কবিতাটির বাচ্যার্থ হল, সেই বিচারই শ্রেষ্ঠ যেখানে দণ্ডদাতা দণ্ডিতের সাথে সমপরিমাণ বেদনা বোধ করেন। কিন্তু বাচ্যার্থ এখানে সমগ্র ভাবটিকে প্রকাশ করতে পারছে না কেননা বাচ্যার্থকে ছাপিয়ে বিষয়টির ভাব ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। বিচারক যদি নিষ্প্রাণ যন্ত্রবিশেষরূপে শুধু আইনের অনুসরণ করেই বিচারকার্য সম্পন্ন করেন তবে সে বিচার সার্থক নয়। দণ্ডিতকে ঘৃণিত অপরাধীরূপে নয়, তাকে মানুষের মর্যাদা দিয়ে, মমতা ও সহানুভূতির সাহায্যে বিচার করতে হবে।

ভাব-সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা :

জ্ঞান এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে ভাব-সম্প্রসারণের অনুশীলন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ, ভাব-সম্প্রসারণ নিয়মিত অনুশীলন করলে-

১। কোনো সংক্ষিপ্ত, অর্থপূর্ণ বক্তব্যকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

২। কোনো বিশেষ বক্তব্য থেকে সাধারণ সিদ্ধান্ত নেয়া যায়।

৩। ভাব-প্রকাশের ক্ষেত্রে ভাষা চর্চার যে গুরুত্ব আছে তা অনুধাবন করা যায়।

ভাবসম্প্রসারণে উচ্চ নম্বর পাওয়ার জন্য কিছু কার্যকর কৌশল

পরিকল্পনা এবং খসড়া: লিখার আগে পরিকল্পনা এবং খসড়া করা যাতে ভাবগুলো সুষ্ঠুভাবে সাজানো যায়।

প্রথম বাক্যের গুরুত্ব: আকর্ষণীয় প্রথম বাক্য লেখার চেষ্টা করা, যা পরীক্ষকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। এটি আপনার লেখার শক্তি বাড়ায়।

প্রচুর উদাহরণ, উপমা, উদ্ধৃতি ব্যবহার: সম্প্রসারিত ভাবকে আরো ফুটিয়ে তোলার জন্য বিভিন্ন উপমা, কবি বা লেখকের নামসহ তাদের উক্তি ব্যবহার করা।

যুক্তিসঙ্গত যুক্তি: বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা। যুক্তি শক্তিশালী হলে ভাবের গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যায়।

অভিযোজন এবং গঠন: লেখাটির গঠন ঠিক রাখা। ভূমিকা, মূল অংশ, এবং উপসংহার থাকা আবশ্যক।

পুনর্বিবেচনা ও সম্পাদনা: লেখা শেষ হওয়ার পর সেটি একাধিকবার প্রুফরিড করা এবং সম্পাদনা করা যাতে বানান এবং ব্যাকরণগত ভুলগুলো খুঁজে বের করা যায়।

উপসংহার: শক্তিশালী উপসংহার তৈরির চেষ্টা করা। এটি লেখার সারাংশ দিতে সাহায্য করে এবং পাঠকের মনে ভাবটি স্থায়ীভাবে বসিয়ে দেয়।

সৃজনশীলতা: সৃজনশীল ভাবে ভাব প্রকাশ করুন। নতুন চিন্তার পাশাপাশি মৌলিকতা প্রদর্শন করাও গুরুত্বপূর্ণ।

এই কৌশলগুলো প্রয়োগ করলে আপনার ভাবসম্প্রসারণের মান বেড়ে যাবে এবং উচ্চ নম্বর পাওয়ার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পাবে। ভালো লেখা এবং সাফল্য কামনা করছি!

HSC স্পেশাল

যেভাবে প্রশ্ন আসে

ক) সারাংশ লেখ :

আমরা ছেলেকে স্কুল কলেজে পাঠিয়ে ভাবি যে, শিক্ষা দেওয়ার সমস্ত কর্তব্য পালন করলাম। বছরের পর বছর পাস করে গেলেই অভিভাবকরা যথেষ্ট তারিফ করেন। কিন্তু তলিয়ে দেখেন না যে, কেবল পাস করলেই বিদ্যা অর্জন হয় না। বাস্তবিকপক্ষে ছাত্রের বা সন্তানের মনে জ্ঞানানুরাগ বা জ্ঞানের প্রতি আনন্দজনক শ্রদ্ধার উদ্রেক হচ্ছে কিনা, তাই দেখবার বিষয়। জ্ঞান চর্চার মধ্যে যে এক পরম রস ও আত্মপ্রসাদ আছে, তার স্বাদ কোন কোন শিক্ষার্থী এক বিন্দুও পায় না। ১০

[কু. বো. '০৩]

অথবা, **খ) ভাব সম্প্রসারণ :**

জন্ম হোক যথা তথা, কর্ম হোক ভালো। ১০

যেভাবে উত্তর করতে হবে

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

জন্ম হোক যথা তথা, কর্ম হোক ভালো।

❑ **ভাব-সম্প্রসারণ:**

কর্মের দ্বারাই মানুষ পৃথিবীর বুকে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা পায়। কোনো মানুষের জন্য যে বংশেই হোক না কেন, কাজই তার পরিচয় নির্ধারণ করে।

প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী মানুষকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয়। তখন পিছনে পড়ে থাকে তার ভালো-মন্দ সব ধরনের কাজ। কাজ ভালো হলে বহু কাল যাবৎ মানুষ তা মনে রাখে। আর কাজ খারাপ হলে যুগ যুগ ধরে সকলে তার নিন্দা করে। বংশমর্যাদার উপরে এইসব সুনাম বা দুর্নাম নির্ভর করে না। বংশে কেউ একজন সুনাম করলে সেই বংশের মর্যাদা বাড়ে। তবে তার অর্থ এই নয় যে, এই মর্যাদা চিরস্থায়ী। কেননা, একই বংশে কোনো কুলাঙ্গার জন্ম নিলে সেই মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হতে পারে। আবার, অনেকে খুব সাধারণ পরিবারে জন্ম নিয়েও নিজ নিজ কৃতিত্বের জন্য পৃথিবীতে অমর হয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন, আবার কাজী নজরুল। ইসলাম জন্মগ্রহণ করেছেন দরিদ্র পরিবারে। এ দুজন ব্যক্তি বংশ পরিচয়ে নয়, বরং কর্ম দ্বারা মানুষের কাছে পরিচিত হয়েছেন। মানুষ নিচু বংশে জন্মগ্রহণ করেও তার কাজের মাধ্যমে নিজেকে অমর করে রাখতে পারেন। নিচু বংশে জন্মালেই নিচু হতে হবে- এমন কোনো কথা নেই। মানুষের সত্যিকারের পরিচয় পাওয়া যায় তার কর্মের মাধ্যমে। বংশের পরিচয়ে মানুষের যথার্থ মূল্যায়ন হয় না। বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক শেক্সপিয়র ছোট ঘরের সন্তান ছিলেন। বেন জনসন নিচু শ্রেণির লোক হতে উদ্ভূত। বিশ্বখ্যাত ফুটবল প্লেয়ার ম্যারাডোনা সাধারণ এক দিনমজুরের ছেলে। কিটসকে ওষুধ বেঁচে জীবিকা নির্বাহ করতে হতো। প্লেটো খুব বড় ঘরের সন্তান ছিলেন না। দার্শনিক ক্লিয়নথাসের পিতা ছিলেন বাগানের মালি। ইউরোপিডিসের পিতা ছিলেন বাগানের মালি। ওসামা বিন জায়েদ ক্রীতদাসের পুত্র হয়েও আপনার চরিত্রগুণে মক্কা বিজয়ের সময় সেনাপতির আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কবি ভার্জিলের পিতা ছিলেন ক্ষৌরকার। অথচ তাঁরা সবাই নিজ কর্মের দ্বারা পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন। তাই জন্মের দ্বারা মানুষের বিচার যুক্তিসম্মত নয়, কর্মের দ্বারা যুক্তিসম্মত। মানুষ মহৎ কর্মের মাধ্যমেই পৃথিবীতে অমর হয়ে থাকেন। তাই প্রতিটি মানুষের উচিত সভ্যতার উন্নয়নে নিজেকে যোগ্য করে তোলা।

মানুষের পরিচয় কখনোই তার বংশ বা পরিবারের মর্যাদা-অমর্যাদার উপর নির্ভর করে না নির্ভর করে তার নিজ নিজ কর্ম ও সুকৃতির উপর। বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, মানবসেবা পছন্দসই যে কোনো ক্ষেত্রে মানুষ নিজেকে উৎসর্গ করে অমর হতে পারে।

বিগত HSC পরীক্ষার প্রশ্ন

		গদ্যাংশ	
★★★	০১.	স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন। *[চ. বো. ২৫, ঢা. বো. ১১; রা. বো. ১৫, ১৪, ১২, ০৫; য. বো. ১২; কু. বো. ০৮, ০২: চ. বো. ১০, ০৮; সি. বো. ১৫, ০৭, ০৫; ব. বো. ১৭, ০৭; দি. বো. ০৯]*	
★★★	০২.	দুর্জন বিদ্বান হলেও পরিত্যাজ্য। *[রা.বো, ২৫, ঢা.বো. ১৫, ০৭; রা.বো, ১৫, ১৩, ০৪; য. বো, ০৯, ০২; কু. বো, ২৪, ০৯; চ. বো, ০২; সি, বো. ১৩. ০৯: ব. বো. ০৯, ০৬: দি. বো. ১৩. ম. বো, ২৪]*	
★★★	০৩.	কীর্তিমানের মৃত্যু নাই। *[দি, বো. ১৬]* অথবা, মানুষ বাঁচে তার কর্মের মধ্যে বয়সের মধ্যে নহে। *[ঢা.বো.১৯,১৭; রা,বো,১৭,১৪; য.বো,১৭,১৫,১০,কু.বো.০৫; রা.বো০৯; ব.বো.২৪, দি.বো.২৫,ম.বো.২৫]*	
★★	০৪.	পথ পথিকের সৃষ্টি করে না, পথিকই পথের সৃষ্টি করে। *[য.বো.২৪; কু.বো.১১; চ. বো. ২৩; সি. বো. ০১; ব. বো. ১১, ০৮; দি. বো, ১৯]*	
★★	০৫.	প্রাণ থাকলেই প্রাণী হয়, কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না। *[য.বো.২৫ ঢা.বো,০৬; রা,বো,০২: য.বো, ২৩; কু.বো.০৬: ব.বো ১৯, দি বো ১০]* তরুলতা সহজেই তরুলতা, পশুপাখি সহজেই পশুপাখি, কিন্তু মানুষ প্রাণপণ চেষ্টায় তবে মানুষ।	
★★★	০৬.	রাত যত গভীর হয়, প্রভাত তত নিকটে আসে। *[য. বো. ১৯; কু. বো. ২২, ১০; চ. বো, ২২, ০১; সি. বো. ১৯, ১২; ব. বো. ১২]* অথবা, মেঘ-দেখে কেউ করিসনে ভয়...... অন্ধকারেই ফিরে আসে।	
★★★	০৭.	দুর্নীতি জাতীয় জীবনে অভিশাপস্বরূপ। *[সি. বো. '০৬, '০৪, ব. বো. '০৫]* অথবা, দুর্নীতি জাতির সকল উন্নতির অন্তরায়।	
★★★	০৮.	তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন? *[ঢা. বো. ২৫, ঢা. বো. ১০; য. বো. ০৬; সি, বো. ১০, ০৮: ব. বো. ১০, দি. বো, ২৪]*	
★★	০৯.	প্রয়োজনে যে মরিতে প্রস্তুত বাঁচিবার অধিকার তাহারই। *[ব. বো. ২৫, রা. বো. ০৭; কু. বো. ০৭, চ. বো. ২৪, ০৪; সি, বো. ০৩]*	
★★	১০.	সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত। *[য. বো. ১৬, ১৩, ১১, ০১; কু. বো, ২৩; চ. বো. ১৭, ১১; ব. বো. ১৬, ১৫; দি. বো. ১৭]*	
★	১১.	মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন, বিলাস ধন নহে। *[ঢা. বো. ০৯; কু. বো, ১৩; চ. বো. ১৩, ০৩: সি, বো. ২২]*	
★	১২.	সাহিত্য জাতির দর্পণ স্বরূপ। *[ঢা. বো. '১৬; রা. বো. '২২, ০১; য. বো. '২২; কু. বো. ১৫; সি. বো. ১৬]*	
★	১৩.	দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর। *[ঢা. বো. ১২; কু. বো, '০১; সি, বো. '০৯; দি. বো. '১৫]*	
★★★	১৪.	প্রকৃতির ওপর আধিপত্য নয়, চাই প্রকৃতির সঙ্গে মৈত্রীর সম্বন্ধ। *[সকল বোর্ড ২০১৮; রা. বো, '২৩]*	
★★★	১৫.	যে সহে, সে রহে। *[ঢা. বো. ০৮, রা. বো. ০৩; য. বো, ১৪; চ. বো, ১৫, ১৩; ব. বো. ০৬, ০৩]*	
★★	১৬.	দুঃখের মতো এত বড় পরশ পাথর আর নাই। *[রা. বো. ১০, ০১: দি, বো. ১১]*	
★★★	১৭.	ভোগে নয়, ত্যাগেই মনুষ্যত্বের বিকাশ। *[ঢা. বো, '২৪, '০৪; চ. বো, '০৭]*	
★★	১৮.	পড়িলে বই আলোকিত হই না পড়িলে বই অন্ধকারে রই। *[রা, বো. ১৬]*	
★★	১৯.	স্পষ্টভাষী শত্রু নির্বাক মিত্র অপেক্ষা ভালো। অথবা, নির্বাক মিত্র অপেক্ষা স্পষ্টভাষী শত্রু অনেক ভালো। *[সি,বো,০২; দি,বো,১৪]* অন্তরে অনিষ্ট চিন্তা মুখেতে মিষ্টতা, তার চেয়ে ঢের ভালো প্রকাশ্যে শত্রুতা	
★	২০.	সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা বা নীতি। *[য, যো, ০৮; ব. যো. ১৪]*	
★★	২১.	অর্থই অনর্থের মূল। *[ঢা. বো, ১৩: চ. বো, ১৪]*	
★	২২.	অতৃপ্তিই অসুখের মূল। *[দি, বো, ২২]*	
★★	২৩.	জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বৃদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব। *[রা. বো. ১৯]*	
★★★	২৪.	বন্যরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। *[ম. বো. ২২]*	
★	২৫.	বই কিনে কেউ দেউলিয়া হয় না।	
★★	২৬.	গতিই জীবন, স্থিতিতে মৃত্যু। *[কু. বো. ১৭]*	
★	২৭.	বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে অর্জন করতে হয়। গুরু উত্তরসাধক মাত্র। *[চ. বো. ১৯; কু. বো. ০৩]*	
★	২৮.	বিদ্যার সাথে সম্পর্কহীন জীবন অন্ধ এবং জীবনের সাথে সম্পর্কহীন বিদ্যা পঙ্গু।	
	২৯.	অর্থ সম্পদের বিনাশ আছে, কিন্তু জ্ঞান সম্পদ কখনও বিনষ্ট হয় না।	
	৩০.	আত্মশক্তি অর্জনই শিক্ষার উদ্দেশ্য।	
★	৩১.	আপনি আচরি ধর্ম শিখাও অপরে।	
★	৩২.	গ্রন্থগত বিদ্যা আর পরহস্তে ধন, নহে বিদ্যা নহে ধন হলে প্রয়োজন।	
★	৩৩.	বার্ধক্য তাহাই - যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে।	

৬২. **দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটাকে রুখি**
সত্য বলে, 'আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি?'

ভাব-সম্প্রসারণ: মিথ্যাকে, ভুলকে রুখতে গিয়ে কর্মহীন ব্যর্থ-জীবন কাটালে সত্য ও সুন্দরের সাক্ষাৎ মিলে না। মানবজীবনে সত্যানুসন্ধান করা পরম সত্য ধর্ম। কিন্তু সত্য নামক বস্তুটি বড়ই দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য। বহু সাধনায়, বহু কষ্টে তাকে লাভ করতে হয়। আর আলোর সঙ্গে যেমন অন্ধকার জড়িয়ে আছে তেমনি সত্যও নানা প্রমাদ, বহু ভুল-ভ্রান্তি ও মিথ্যার দ্বারা আবৃত থাকে। জীবনের পথে চলতে গিয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতার দুর্গম পথ পাড়ি দিতে যেয়ে সেসব প্রমাদ, ভুল-ভ্রান্তি ও মিথ্যাকে অপসৃত ও দূরীভূত করেই তবে মানুষের সত্যের সম্মুখীন হতে হয়। একনিষ্ঠ কর্মের ভেতর দিয়েই সফলতা আসে, সুন্দরের সাক্ষাৎ মেলে। সত্যকে লাভ করতে হলে পবিত্র অনুভূতির বিস্তার ঘটাতে হয়। তাই মিথ্যার ভয়ে দ্বার বন্ধ করে বসে থাকা যায় না। ভুলের পথ মাড়িয়েই একদিন সত্য তীর্থে পৌঁছে যায়। কেউ যদি ভুলের ভয়ে, ভ্রান্তির আশংকায় পথ চলা বন্ধ করে, তবে কোনোদিনই তার পক্ষে সফলতার মঞ্জিলে পৌঁছা সম্ভব হবে না। কথায় বলে, "Failure is the pillar of success." জগতের স্মরণীয় বরণীয় যাঁরা, তাঁরাও প্রথমে কত মিথ্যার বেড়াজালে আচ্ছন্ন ছিলেন। কিন্তু স্বীয় সাধনায় সকল মিথ্যা মোহকে দলিত মথিত করে অত্যন্ত তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আপন লক্ষ্যে পৌঁছতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁরা যদি ভুল বা মিথ্যা জ্ঞান হবে সন্দেহে জ্ঞানান্বেষণ ছেড়েই দিতেন তাহলে কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন সার্থক হতো না।

প্রত্যেক মানুষেরই উচিত ভুলের জন্য অনুতাপ করে বসে না থেকে ভুল শুধরে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের সাধনা করা।

৬৩. **উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে,**
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।

ভাব-সম্প্রসারণ: উত্তম চরিত্রের অধিকারীর মনোবল এত দৃঢ় যে সে অধমের সাথে চলতে ভয় পায় না। কিন্তু যার মনোবল ক্ষীণ সে ছিটকে পড়ার ভয়ে অধমের কাছ থেকে দূরে থাকে। উত্তম আর অধমের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, মধ্যমের সাথে সে পার্থক্য অনেক কম। কেননা, উত্তম ও অধমের মধ্যস্থলেই মধ্যমের স্থান। পথচলা ও জীবনাচরণের ক্ষেত্রেও উত্তম, মধ্যম ও অধমের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। এদের মানসিকতাও ভিন্ন। যে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ, অধমের সঙ্গে পথ চলতে তার কোনো বাধা নেই। কারণ, তার কোনো সংশয় নেই এবং হীনম্মন্যতা নেই। সে নিজের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত। তার ভেতর যেমন স্পষ্ট, বাইরেও তেমনি স্পষ্ট। অধমের সাথে পথ চলতে উত্তমের মনে কোনো সংশয় থাকে না কারণ, অধমের সাথে তার পার্থক্য ও দূরত্ব খুবই স্পষ্ট। তার পদস্খলনের সম্ভাবনাও সেখানে থাকে না। কিন্তু সমস্যা হলো মধ্যমের। কারণ, সে যেমন উত্তমের নিকটবর্তী, তেমনি নিকটবর্তী অধমের। সে উত্তম হতে চায়, কিন্তু উত্তম হওয়ার সাধ্য তার নেই। আবার অধম হতে সে মোটেও চায়না। আসলে এই মধ্যম শ্রেণির মানুষের দোদুল্যমানতা ও হীনতাবোধ বেশি। কারণ, এরা ইচ্ছে করলেই উত্তম হতে পারে না; কিন্তু পদস্খলন হলেই সে অধমের দলে ভিড়ে যাবে। যে কারণে মধ্যম স্তরের মানুষ নিজেকে আলাদা করে রাখে। মধ্যমের সুবিধাবাদও বেশি। সামাজিক স্তরে এদের সংকট ও সমস্যাও অনেক। এদের হারানোর ভয় থাকে, উত্তম বা অধমের সে ভয় নেই। আমাদের সমাজে বর্তমানে উত্তম চরিত্রের অধিকারীর সংখ্যা অতি নগণ্য। তাই অধমের সংখ্যাই বেড়ে চলেছে। কারণ উত্তমের দোয়া পায় না বলে অধমের উত্তরণ ঘটে না; বরং যারা মধ্যম তারাই ছিটকে পড়ে অধমের দলে।

সংলাপ

ইয়াসিন রাকিব

সকল ভিডিও ক্লাস

সংলাপ কী:

সংলাপ হলো কথোপকথন বা দুটি বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে হওয়া কথাবার্তা। এটি সাধারণত কোনো বিশেষ প্রসঙ্গ বা বিষয় নিয়ে আদান-প্রদান করা হয়। সংলাপের মাধ্যমে একটি গল্পের চরিত্রদের ভাবনা, অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়। এটি সাহিত্য, নাটক, সিনেমা এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংলাপ হলো একটি আকর্ষণীয় বাকৌশল। সংলাপ রচনায় কাল্পনিক ভঙ্গি প্রয়োগ করতে হয়। ফলে কল্পনার জাল বিস্তারের নিপুণতা অর্জন করা যায়।

ইংরেজিতে Dialogue শব্দটির বাংলা অর্থ সংলাপ। আমরা প্রতিদিন বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন মানুষের সাথে কথা বলছি। মা-বাবা, ভাই-বোন, বন্ধু এবং শিক্ষকদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপচারিতা করে থাকি। এক বা একাধিক ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর হওয়া আলাপচারিতা বা কথোপকথনই হচ্ছে সংলাপ।

সংলাপের প্রয়োজনীয়তা

সংলাপের মাধ্যমে যোগাযোগের সঠিক ও প্রভাবশালী মাধ্যম গড়ে ওঠে। এটি সাহিত্য, নাটক, সিনেমা এবং জীবনের বাস্তব পরিসরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংলাপ শুধু কথা বলার মাধ্যম নয়, বরং চরিত্র, ভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের একটি শক্তিশালী উপায়।

চরিত্র নির্মাণে সহায়ক: সংলাপের মাধ্যমে চরিত্রের মনের ভাব, ব্যক্তিত্ব এবং দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা যায়। চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে এটি অত্যন্ত কার্যকর।

গল্পের গতি বৃদ্ধি: সংলাপ কাহিনির গতিকে ত্বরান্বিত করে এবং গল্পে নাটকীয়তা ও উত্তেজনা যোগ করে।

দর্শক বা পাঠকের আকর্ষণ বৃদ্ধি: ভালো সংলাপ কাহিনিকে জীবন্ত করে তোলে, যা দর্শক বা পাঠককে আবেগগতভাবে জড়িয়ে রাখে।

মনের ভাব প্রকাশ: সংলাপের মাধ্যমে চরিত্র বা ব্যক্তির মনের দোলাচল, দ্বিধা বা আবেগ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা যায়।

বাস্তবতার ছোঁয়া: সংলাপের যথাযথ ব্যবহার গল্প বা নাটককে বাস্তবসম্মত করে তোলে।

সম্প্রদায়ের মধ্যে সংযোগ: বাস্তব জীবনে সংলাপ মানুষের মধ্যে মতবিনিময়, সমস্যার সমাধান এবং সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কাহিনির আবহ সৃষ্টি: নাটক বা সিনেমায় সংলাপের মাধ্যমে পরিবেশ ও পরিস্থিতির বর্ণনা দেওয়া যায়, যা দর্শককে গল্পের সাথে একাত্ম করে।

উদাহরণ: একটি নাটকে দুটি চরিত্রের কথোপকথন:

- ক: "তুমি এত চিন্তিত কেন?"
- খ: "জীবনের অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না।"

এই সংলাপ থেকে চরিত্রের মানসিক অবস্থার ধারণা পাওয়া যায়।

সংক্ষেপে, সংলাপের মাধ্যমে কাহিনির গভীরতা বৃদ্ধি পায় এবং এটি সাহিত্যিক ও বাস্তব জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ।

পরীক্ষায় সংলাপ রচনায় উচ্চ নম্বর পাওয়ার কৌশল:

০১. **প্রাসঙ্গিক বিষয় নির্বাচন:** সংলাপের বিষয়বস্তু নির্ধারণের আগে প্রশ্ন ভালোভাবে পড়ুন। বিষয়বস্তুর সাথে সংলাপের প্রাসঙ্গিকতা নিশ্চিত করুন।

০২. **সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষা ব্যবহার:** সংলাপ এমন হতে হবে যেন তা বাস্তব জীবনের কথোপকথনের মতো স্বাভাবিক মনে হয়। অপ্রয়োজনীয় জটিল শব্দ এড়িয়ে চলুন।

০৩. **চরিত্র অনুযায়ী ভাষা:** প্রতিটি চরিত্রের ভাষা তাদের বয়স, পেশা, ও সামাজিক অবস্থার সঙ্গে মানানসই হওয়া উচিত। শিশু চরিত্রের ভাষা সরল এবং মজার হতে পারে, আর শিক্ষকের ভাষা গুরুগম্ভীর।

০৪. **পরিস্থিতি অনুযায়ী ভঙ্গি:** সংলাপের শুরু, মধ্য এবং শেষ স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করুন। নাটকীয়, হাস্যরসাত্মক বা আবেগপূর্ণ সংলাপ ব্যবহার করুন পরিস্থিতি অনুযায়ী।

০৫. **বাক্যগঠন ও পদ্ধতি:** প্রতিটি সংলাপ সংক্ষিপ্ত ও সরাসরি বিষয়বস্তুতে আসা উচিত। দীর্ঘ বাক্যের পরিবর্তে ছোট ও অর্থবহ বাক্য ব্যবহার করুন।

০৬. **অভিব্যক্তি ও আবেগ:** সংলাপে চরিত্রগুলোর আবেগ এবং মনের অবস্থাকে ফুটিয়ে তুলুন। উদাহরণ: "তুমি কি করছ?" এর পরিবর্তে "তুমি এভাবে চুপ করে কেন বসে আছ?"

০৭. **বাস্তবধর্মী উপস্থাপনা:** সংলাপ এমন হওয়া উচিত যা বাস্তব জীবনের কথোপকথনের মতো মনে হয়। হাস্যরস যোগ করলে তা আরও প্রাণবন্ত হবে।

০৮. **সংলাপের গতি বজায় রাখা:** সংলাপের মাধ্যমে গল্প বা পরিস্থিতির একটি গতিশীল ধারনা রাখতে হবে। খুব ধীর বা অপ্রাসঙ্গিক সংলাপ না লেখাই ভালো।

০৯. **প্রারম্ভ ও উপসংহার:** সংলাপের শুরুতে একটি পরিচিতি দিন যা গল্পের পটভূমি বুঝতে সাহায্য করে। সংলাপের শেষে একটি চমৎকার উপসংহার দিন যা মূল বার্তাটি পরিষ্কার করে।

১০. **নির্ধারিত শব্দসীমা মেনে চলা:** সংলাপ খুব দীর্ঘ হলে সময় নষ্ট হতে পারে, আবার খুব সংক্ষিপ্ত হলে নম্বর কমে যেতে পারে।

উদাহরণ: প্রসঙ্গ- একটি ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে সময় ব্যবস্থাপনা নিয়ে কথোপকথন।

- ছাত্র : "স্যার, পড়াশোনার জন্য সময় কীভাবে ভাগ করব বুঝতে পারছি না।"
- শিক্ষক : "তুমি প্রতিদিনের কাজের তালিকা তৈরি করো। সময় বাঁচানোর জন্য অপ্রয়োজনীয় কাজে সময় দিও না।"
- ছাত্র : "স্যার, কীভাবে বুঝব কোন কাজ বেশি জরুরি?"
- শিক্ষক : "প্রথমে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটা করো। কম গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো পরে করা যায়।"

এই কৌশলগুলো মেনে চললে পরীক্ষায় সংলাপ রচনায় অবশ্যই ভালো নম্বর পাওয়া সম্ভব।

বিগত HSC পরীক্ষার প্রশ্ন

সাজেশন	সংলাপ লিখন		পৃষ্ঠা নং
★★	০১.	বাল্যবিবাহ নিরোধের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [য, বো, '১৯: চ. বো '১৭]	
★	০২.	'শিশু ও নারীর প্রতি সহিংসতা' বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সংলাপ রচনা কর। [সকল বোর্ড ২০১৮]	
★	০৩.	সাম্প্রতিক 'জঙ্গিবাদ' সমস্যা প্রসঙ্গে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সংলাপ রচনা কর। [সি, বো. '১৭]	
★★	০৪.	'নারীশিক্ষার গুরুত্ব' বিষয়ে বাবা ও মেয়ের মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [ম. বো, '২৫, কু. বো, '২৩; দি. বো, '১৬] নারীশিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে দুই বন্ধুর সংলাপ রচনা কর। [রা. বো. '১৭]	
★★★	০৫.	সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্পর্কে বাবা ও মেয়ের মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [ব, বো. '২৫][য, বো. '১৬]	
★★	০৬.	'আমি কেন যুদ্ধে গেলাম' এ সম্পর্কে একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং পত্রিকার রিপোর্টারের সংলাপ *অথবা,* ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একজন প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা ও একজন তরুণের মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [ঢা. বো. '২২]	
★★	০৭.	মনে কর তুমি নাফী,তোমার বন্ধু নীল।উচ্চশিক্ষা স্তরে ভর্তির ক্ষেত্রে 'বিষয় নির্বাচনের গুরুত্ব' প্রসঙ্গে দুজনের মধ্যে সংলাপ রচনা কর [ঢা. বো. '২৪; রা. বো. '২২]	
★	০৮.	'জনজীবনের উপর বিজ্ঞাপনের প্রভাব' সম্পর্কে দু'বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [ব. বো '১৭]	
★★	০৯.	উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাসের পর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা কর। [দি. বো. '১৭]	
★★★	১০.	'বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের সাম্প্রতিক প্রবণতা' বিষয়ে দুই বন্ধুর কথোপকথন রচনা কর। [য.বো.২২, রা.বো.২২; কু.বো.১৬]	
★★★	১১.	'বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [ঢা. বো. '১৬; য. বো. '১৭]	
★★	১২.	ফেসবুকের অতিরিক্ত ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [কু, বো. '২৪] 'ফেইসবুকের সুফল ও কুফল' বিষয়ে দুই বন্ধুর সংলাপ রচনা কর। [কু. বো. '১৯]	
★	১৩.	বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সম্প্রতি অর্জিত কোনো সাফল্য সম্পর্কে দুই বন্ধুর সংলাপ রচনা কর। [ঢা. বো '১৭: ব. বো. ১৯] বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ক্রিকেট খেলার সফলতা ও ব্যর্থতা জানিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [দি. বো. ২৪] সম্প্রতি সাফ গেমস ফুটবলে ব্যর্থতা নিয়ে দুই বন্ধুর সংলাপ তৈরি কর। [চ. বো, '১৬] বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের সম্প্রতি কোনো সাফল্য সম্পর্কে দুই বন্ধুর একটি সংলাপ রচনা কর।	
★★★	১৪.	'মাদকাসক্তির কুফল ও এর প্রতিকার বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [সি. বো, '২২; ব. বো. '২৪]	
★★★	১৫.	শব্দদূষণের কুফল সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [ম. বো. '২৪]	
★	১৬.	ইন্টারনেট ব্যবহারের সুফল ও কুফল সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [সি. বো. '২৩]	
★	১৭.	'অমর একুশে বইমেলা' নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [ঢা. বো. '২৩] [কু. বো. '১৭]	
★★	১৮.	কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে দুই বন্ধুর সংলাপ রচনা কর। [চ. বো. '২৪]	
★	১৯.	একুশের চেতনা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [য. বো, '২৩]	
★	২০.	'১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ' নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [কু. বো, '২২]	
	২১.	বাংলা নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে দুই বন্ধুর কথোপকথন রচনা কর। [ব. বো. '১৬]	
★★	২২.	'জ্ঞানচর্চায় বিজ্ঞান' বিষয়ের উপর দুই বন্ধুর মধ্যকার সংলাপ রচনা কর। [রা. বো, '২৩]	
★★	২৩.	'নিরাপদ সড়ক চাই' 'বিষয়ে দুই বন্ধুর সংলাপ রচনা কর। [ঢা. বো. '১৯; রা বো. '১৯] 'সড়ক দুর্ঘটনা বিষয়ে সচেতনতা' এই শিরোনামে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [য. বো, '২৫][সি. বো. ১৯]	
★	২৪.	'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যকার কথোপকথন তুলে ধর। [রা. বো. '২৪]	
★	২৫.	'বই পড়ার গুরুত্ব' সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [রা. বো '২৫, দি. বো. '১৯] 'সম্প্রতি পড়া একটি বই' সম্পর্কে দুই বন্ধুর একটি সংলাপ রচনা কর। [রা. বো '১৬: ব. বো. '২৩]	
★★	২৬.	'নৈতিকতার গুরুত্ব' নিয়ে দুই সহপাঠীর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [ম. বো. '২৩]	
★	২৭.	একটি ঐতিহাসিক স্থান সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [চ. বো. '২৩]	
	২৮.	ভূমিকম্পের ভয়াবহতা নিয়ে দুই বন্ধুর কথোপকথন তুলে ধর। [দি. বো. '২৩]	
★	২৯.	লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [Dhaka: 2025] বর্তমানে 'নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজারমূল্য' বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ তুলে ধর। [Comilla: 2025] যানজটের ভোগান্তি নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [Chittagong: 2025] খাদ্যে ভেজাল ও তার প্রতিকার বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [Dinajpur: 2025] গণতন্ত্রের উত্তরণ ও সাম্প্রতিক বাংলাদেশ বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা কর। [Sylhet: 2025]	

খুদে গল্প লিখন

ইয়াসিন রাকিব

সকল ভিডিও ক্লাস

খুদে গল্প কী?

গল্প একটি সৃজনশীল সাহিত্য মাধ্যম। জীবন অভিজ্ঞতার বর্তমান ও শিল্পময় অনুভূতির প্রকাশই হল গল্প। গল্প বলতে গিয়ে অথবা লিখতে গিয়ে পারিপার্শ্বিক জগতের বিভিন্ন ঘটনাকে অবলম্বন করতে হয়। মানব জীবনের নানা ঘটনা বা কাহিনী যখন আমাদের মননে বা মস্তিষ্কে নানা রকম অনুরণন সৃষ্টি করে তখন তা ভাষায় প্রকাশিত হয়ে গল্পের রূপ নেয়। গল্পে সাধারণত জীবনের কোন না কোন ঘটনা বা কাহিনীর পরিস্ফুটন হয়ে থাকে।

ইংরেজিতে খুদে গল্প বা অনুগল্পকে Mini short story বলা যেতে পারে। এই জাতীয় গল্প লেখা মোটেও সহজ কাজ নয়। কল্পনাশক্তি, ভাষার উপর অসামান্য দখল এবং চমৎকারিত্ব সৃষ্টির কৌশল ক্ষুদে গল্প লেখার জন্য গল্পকারের আয়ত্তে থাকতে হবে। ক্ষুদে গল্প এক ধরনের ক্ষুদ্র গল্প। ক্ষুদ্র শব্দের আভিধানিক অর্থ ছোট। সেই অর্থেক ক্ষুদে গল্পটি ছোট গল্প বলা যাবে না। কারণ ছোট গল্পের আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের যে সমাবেশ তা খুদে গল্পে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না।

ছোটগল্পে যেমন বিষয়বস্তুর বৈচিত্রের প্রকাশভঙ্গি স্বতন্ত্র চরিত্র ঘটনা গঠনশৈলী ইত্যাদি বিষয় পাওয়া যায়। কিন্তু খুদে গল্পে তা অনেক কিছুই পাওয়া যায় না। ক্ষুদে গল্প ছোটগল্পের চেয়ে আরো ছোট। খুদে গল্প আকৃতিতেই নয় অপরাপর বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও ছোট। কথক বা উত্তম পুরুষের জবানীতে গল্পের বিষয়ে বর্ণনা বা উপস্থাপন খুদে গল্পের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

কারো সাথে দেখা হলে অল্প কথায় তাকে কোন গল্প শোনানো বা তার কাছ থেকে কোন গল্প শোনার গল্পই হচ্ছে খুদে গল্প। খুদে গল্পের ভাষা যথাসম্ভব সহজ সরল সাবলীল হওয়া দরকার। মূলত কাহিনী বর্ণনার ভাষা ও সংলাপের ভাষার মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখতে হবে।

খুদে গল্প লেখার প্রয়োজনীয়তা

খুদে গল্প ছোট পরিসরে একটি গল্প বলার মাধ্যম, যা প্রভাবশালী এবং অর্থবহ হয়। এটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন পাঠকদের বিনোদন দেওয়া, শিক্ষামূলক বার্তা পৌঁছানো এবং সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

০১. সৃজনশীলতার বিকাশ:

খুদে গল্প লেখার মাধ্যমে সৃজনশীলতা ও কল্পনাশক্তি উন্নত হয়।

গল্প রচনায় সংক্ষিপ্ত অথচ আকর্ষণীয় উপস্থাপনার প্রয়োজন, যা কল্পনাকে আরও গতিশীল করে।

০২. দ্রুত বার্তা প্রদান:

খুদে গল্পের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেওয়া সম্ভব।

উদাহরণ: নীতিকথা বা জীবনশিক্ষা সহজে পাঠকদের কাছে পৌঁছে যায়।

০৩. পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ:

খুদে গল্পের ছোট দৈর্ঘ্য পাঠকদের মনোযোগ ধরে রাখে।

বর্তমান যুগে, যেখানে পাঠকের মনোযোগের পরিসর কম, সেখানে খুদে গল্প বেশ কার্যকর।

০৪. শিক্ষামূলক ভূমিকা:

খুদে গল্পের মাধ্যমে শিশু ও কিশোরদের জন্য সহজে শিক্ষামূলক বার্তা পৌঁছে দেওয়া যায়।

উদাহরণ: "সততার ফল" বা "পরিশ্রমের মূল্য" নিয়ে খুদে গল্প।

০৫. আবেগ প্রকাশের মাধ্যম:

খুদে গল্প ছোট ও গভীর হওয়ায় আবেগ বা অনুভূতি প্রকাশে কার্যকর।

এটি মানবজীবনের ক্ষুদ্র কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো তুলে ধরে।

০৬. বিনোদনের উৎস:

খুদে গল্প দ্রুত পাঠ করা যায় এবং তা পাঠকের বিনোদনের চাহিদা পূরণ করে। বিশেষ করে, কর্মব্যস্ত জীবনে সংক্ষিপ্ত গল্প পাঠকদের মাঝে আনন্দ ছড়িয়ে দেয়।

০৭. লেখার দক্ষতা বৃদ্ধি:

খুদে গল্প লেখার সময় লেখককে সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থবহ উপস্থাপনায় দক্ষ হতে হয়।

এটি লেখকের ভাষাগত দক্ষতা এবং গল্প বলার কৌশল উন্নত করে।

০৮. সাহিত্যচর্চার সূচনা:

নতুন লেখকদের জন্য খুদে গল্প লেখা সাহিত্যচর্চার প্রথম ধাপ হতে পারে।

এটি গল্প বলার মৌলিক দিকগুলো শেখায়।

০৯. গুরুত্বপূর্ণ বার্তার প্রভাব:

ছোট গল্পের মাধ্যমে বড় বার্তা সহজে এবং দ্রুত পাঠকের মনে ছাপ ফেলতে পারে।

উদাহরণ: রবি ঠাকুরের "কাবুলিওয়ালা" বা ঈশপের নীতিকথা।

১০. সময়ের সাশ্রয়:

খুদে গল্প লেখা ও পড়া সময়ের দিক থেকে কার্যকর।

ব্যস্ত জীবনে দীর্ঘ উপন্যাসের পরিবর্তে খুদে গল্প একটি ভালো বিকল্প।

উপসংহার: খুদে গল্প ছোট অথচ শক্তিশালী মাধ্যম যা পাঠকের মনে সহজেই গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। এটি শুধু বিনোদনের উৎস নয়, বরং শিক্ষার, সৃজনশীলতার এবং জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেওয়ার একটি কার্যকর উপায়। খুদে গল্পের প্রয়োজনীয়তা লেখক ও পাঠক উভয়ের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ।

খুদে গল্প লিখনে যা যা করতে হবে

পরীক্ষায় খুদে গল্প লিখতে চাইলে নিচের বিষয়গুলো মাথায় রাখলে গল্পটি মানসম্মত ও নম্বর পাওয়ার যোগ্য হয়:

০১. সঠিক শিরোনাম নির্বাচন:
- ✓ গল্পের একটি সংক্ষিপ্ত, প্রাসঙ্গিক এবং আকর্ষণীয় শিরোনাম দিন।
- ✓ শিরোনাম যেন গল্পের মূল বিষয়বস্তু বা বার্তাকে ধারণ করে।
- ✓ উদাহরণ: "সততার পুরস্কার," "পরিশ্রমের ফল," বা "বন্ধুত্বের মাধুর্য।"

০২. সংক্ষিপ্ত ভূমিকা:
- ✓ গল্পের শুরুতে একটি আকর্ষণীয় ভূমিকা লিখুন, যা পাঠকের কৌতূহল জাগায়।
- ✓ শুরুটি সরাসরি ঘটনার দিকে নিয়ে যায় এমন হতে হবে।
- ✓ উদাহরণ: "একদিন রাকিব মাঠে কাজ করছিল, তখন সে কিছু অদ্ভুত দেখতে পেল।"

০৩. ছোট ও বাস্তবসম্মত চরিত্র:
- ✓ বেশি চরিত্র ব্যবহার না করে ২-৩টি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র রাখুন।
- ✓ প্রতিটি চরিত্রের ভূমিকা স্পষ্ট ও বাস্তবসম্মত হওয়া প্রয়োজন।

০৪. প্রাসঙ্গিক কাহিনি বিন্যাস: গল্পের কাঠামো স্পষ্ট হওয়া উচিত:
- ✓ **শুরু:** ঘটনা বা পরিস্থিতি উপস্থাপন।
- ✓ **মধ্যভাগ:** সমস্যা, উত্তেজনা বা ঘটনার মূল বিষয়বস্তু।
- ✓ **শেষ:** একটি সমাধান বা শিক্ষামূলক উপসংহার।

কাহিনিতে ধারাবাহিকতা বজায় রাখুন।

০৫. সহজ ও সাবলীল ভাষা:
- ✓ গল্পে সহজ এবং সংক্ষিপ্ত বাক্য ব্যবহার করুন।
- ✓ কঠিন শব্দ ও জটিল বাক্য এড়িয়ে চলুন।

০৬. আবেগ ও বার্তার সন্নিবেশ:
- ✓ গল্পে আবেগপ্রকাশ ও শিক্ষামূলক বার্তা যোগ করুন।
- ✓ বার্তাটি যেন পাঠকের মনে দাগ কাটে।
- ✓ উদাহরণ: "সততার ফল সবসময় মিষ্টি," বা "বন্ধুত্ব জীবনের সবচেয়ে বড় উপহার।"

০৭. বাস্তবতা ও কল্পনার মিশ্রণ:
- ✓ গল্পটি বাস্তব অভিজ্ঞতার মতো হওয়া উচিত।
- ✓ প্রয়োজনে সামান্য কল্পনার রঙ যোগ করুন, তবে তা বাস্তবতাকে ছাড়িয়ে যাবে না।

০৮. বানান ও ব্যাকরণ ঠিক রাখা:
- ✓ বানান ও ব্যাকরণগত ভুল এড়িয়ে শুদ্ধ ও নির্ভুল ভাষায় গল্প লিখুন।
- ✓ শুদ্ধ লেখা পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

০৯. নির্ধারিত শব্দসীমা বজায় রাখা:
- ✓ পরীক্ষার নির্দেশনা অনুযায়ী শব্দসীমা মেনে চলুন।
- ✓ অপ্রয়োজনীয় শব্দ ও তথ্য এড়িয়ে গল্পকে সংক্ষিপ্ত রাখুন।

১০. উপসংহার চমকপ্রদ করা:
- ✓ গল্পের শেষ লাইনটি এমন হওয়া উচিত, যা গল্পের বার্তা তুলে ধরে।
- ✓ উদাহরণ: "রাকিব বুঝল, সততা কখনো বৃথা যায় না।"
- ✓ "পরিশ্রমের মিষ্টি ফল সে দিন সবার কাছে উদাহরণ হয়ে থাকল।"

১১. সময় ব্যবস্থাপনা:
- ✓ গল্প রচনায় খুব বেশি সময় ব্যয় করবেন না।
- ✓ দ্রুত কাঠামো ঠিক করে লিখে ফেলুন।

উপসংহার: পরীক্ষায় খুদে গল্প লিখতে হলে সৃজনশীলতা, প্রাসঙ্গিকতা এবং স্পষ্টতা বজায় রাখা জরুরি। উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করলে গল্পটি আকর্ষণীয় ও নম্বরপ্রাপ্তিযোগ্য হবে।

খুদে গল্প লিখনে যা যা করা যাবে না

পরীক্ষায় খুদে গল্প লিখতে গিয়ে কিছু সাধারণ ভুল এড়িয়ে চলা জরুরি। নিচে উল্লেখ করা হলো এমন বিষয়গুলো যা গল্প লেখার সময় **করা যাবে না:**

০১. অপ্রাসঙ্গিক শিরোনাম দেওয়া যাবে না:
- × গল্পের শিরোনাম যেন গল্পের মূল বক্তব্য বা থিমের সঙ্গে সম্পর্কহীন না হয়।
- × উদাহরণ: "সততার পুরস্কার" শিরোনাম দিয়ে গল্পে সততার কোনো উল্লেখ না থাকা।

০২. অগোছালো কাঠামো ব্যবহার করা যাবে না:
- × গল্পের শুরু, মধ্যভাগ, এবং শেষ অংশে স্পষ্ট ধারাবাহিকতা থাকতে হবে।
- × এলোমেলো কাহিনি বা অসম্পূর্ণ গল্প লিখলে নম্বর কমে যাবে।

০৩. বেশি চরিত্র যোগ করা যাবে না:
- × অনেকগুলো চরিত্র যোগ করলে গল্প জটিল ও শব্দসীমা অতিক্রম হয়ে যেতে পারে।
- × ২-৩টি প্রধান চরিত্র যথেষ্ট।

০৪. অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা বা দীর্ঘ বিবরণ যোগ করা যাবে না:
- × গল্প ছোট হওয়ায় অপ্রয়োজনীয় ঘটনা ও বিবরণ এড়িয়ে চলতে হবে।
- × উদাহরণ: মূল ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কহীন পটভূমি বা সংলাপ।

০৫. কঠিন ভাষা ও জটিল বাক্য ব্যবহার করা যাবে না:
- × পরীক্ষায় সহজ, সাবলীল এবং পরিষ্কার ভাষা ব্যবহার করতে হবে।
- × কঠিন শব্দ বা জটিল বাক্য পাঠককে বিভ্রান্ত করতে পারে।

০৬. বানান ও ব্যাকরণগত ভুল করা যাবে না:
- × বানান ও ব্যাকরণগত ভুল গল্পের মান কমিয়ে দেয়।
- × সঠিক শব্দচয়ন ও বাক্যের গঠন নিশ্চিত করতে হবে।

০৭. শিক্ষামূলক বার্তা বাদ দেওয়া যাবে না:
- × খুদে গল্প সাধারণত একটি শিক্ষামূলক বার্তা দেয়।
- × বার্তা বাদ দিলে গল্প অপূর্ণ ও প্রভাবহীন মনে হবে।

০৮. নির্ধারিত শব্দসীমা অতিক্রম করা যাবে না:
- × নির্ধারিত শব্দসীমার বাইরে গেলে পরীক্ষক বিরক্ত হতে পারেন।
- × অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে মূল বক্তব্যে ফোকাস করুন।

০৯. বাস্তবতার সঙ্গে সম্পূর্ণ অমিল গল্প লেখা যাবে না:
- × কল্পনার ব্যবহার করা যায়, তবে গল্পের ভিত্তি বাস্তবসম্মত হতে হবে।
- × অতি অলৌকিক বা অবাস্তব ঘটনা গল্পের গ্রহণযোগ্যতা কমায়।

১০. তাড়াহুড়ো করে অসম্পূর্ণ গল্প লেখা যাবে না:
- × গল্পের একটি সার্থক উপসংহার থাকা আবশ্যক।
- × অসম্পূর্ণ গল্পে পরীক্ষক নেতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলতে পারেন।

১১. অযথা সংলাপ বা পুনরাবৃত্তি যোগ করা যাবে না:
- × অতিরিক্ত সংলাপ বা একই বিষয় বারবার উল্লেখ করলে গল্পের আকর্ষণ নষ্ট হয়।

১২. পাঠকের মনোযোগ ধরে রাখতে ব্যর্থ হওয়া যাবে না:
- × গল্পের শুরুতে এমন কিছু লিখবেন না যা পাঠকের কৌতূহল নষ্ট করে।
- × উদাহরণ: সরাসরি গল্পের শেষ ফলাফল উল্লেখ করা।

১৩. সাধারণ ও জনপ্রিয় গল্পের হুবহু নকল করা যাবে না:
- × নতুন ও সৃজনশীল গল্প তৈরি করার চেষ্টা করুন।
- × পরীক্ষক কোনো পরিচিত গল্প শনাক্ত করলে নম্বর কমিয়ে দিতে পারেন।

১৪. অতিরিক্ত তথ্য যোগ করা যাবে না:
- × গল্পে কেবল প্রয়োজনীয় তথ্য উল্লেখ করুন।
- × অপ্রাসঙ্গিক তথ্য গল্পকে জটিল ও দীর্ঘ করে তোলে।

উপসংহার: পরীক্ষায় খুদে গল্প লেখার সময় এসব ভুল এড়িয়ে সৃজনশীল, প্রাসঙ্গিক এবং সংক্ষিপ্ত গল্প লিখুন। সঠিক পদ্ধতিতে লেখা গল্পই আপনাকে উচ্চ নম্বর এনে দেবে।

HSC স্পেশাল

যেভাবে প্রশ্ন আসে

১১। (ক) অমর একুশে বইমেলা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। ১০

অথবা, (খ) নিচের উদ্দীপক অনুসরণে একটি খুদে গল্প রচনা কর: মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ছাত্ররা কলেজ প্রাঙ্গণে রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করেছে। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলেন সদর হাসপাতালের নতুন মেডিক্যাল আফিসার ডা. শায়লা.......

যেভাবে উত্তর করতে হবে

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

দেশপ্রেম

২০২৪ সাল। সারা দেশজুড়ে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন তুঙ্গে। সরকারের দমন-পীড়ন ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণের প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছিল লাখো মানুষ। এরই মধ্যে এক তরুণ, আরিফ, তার সাহসিকতা দিয়ে সবার নজর কেড়েছিল।

আরিফ একজন সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র। বই পড়া আর গান শোনা ছিল তার নেশা। কিন্তু যখন দেখল দেশজুড়ে অন্যায়, অনাচার আর জনগণের অধিকারের দমন চলছে, তখন আরিফ চুপ থাকতে পারল না। সে বন্ধুদের নিয়ে একটি আন্দোলন সংগঠিত করল।

তাদের আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ মানুষকে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা। "আমরা জনগণের শক্তি, ফ্যাসিবাদকে রুখে দিতে হবে," এই স্লোগান ছড়িয়ে পড়ে সারা শহরে। কিন্তু সরকারের কড়া নজরদারি আর দমন-পীড়নে আন্দোলন চালানো সহজ ছিল না।

একদিন মধ্যরাতে আরিফ ও তার বন্ধুরা গোপনে পোস্টার লাগাতে বের হয়। পোস্টারে লেখা ছিল: "দেশপ্রেম মানে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই। আমরা হার মানব না।" তারা জানত, ধরা পড়লে তাদের কঠিন শাস্তি হবে। কিন্তু ভয়কে জয় করেই তারা এগিয়ে গেল।

পরদিন সকালে পোস্টারগুলো শহরের প্রতিটি দেওয়ালে দেখা গেল। সাধারণ মানুষদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হলো। সরকারের পক্ষ থেকে আরিফকে গ্রেপ্তার করা হয়। আদালতে দাঁড়িয়ে আরিফ বলল, "দেশপ্রেম মানে দেশের জনগণের অধিকার রক্ষা করা। অন্যায়ের কাছে মাথা নত করা নয়।"

তার বক্তব্য সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষের মনে জেগে ওঠে নতুন আশার আলো। আন্দোলন আরও বেগবান হয়। আরিফের আত্মত্যাগে অনুপ্রাণিত হয়ে জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসান ঘটায়। দেশপ্রেম শুধু মাটি আর মানচিত্রের প্রতি ভালোবাসা নয়, এটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই, মানুষের অধিকার রক্ষা এবং সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানোর প্রতিজ্ঞা।

★	২৫.	নিচের অনুচ্ছেদটি অবলম্বনে একটি খুদে গল্প লেখ: **সবুজ শ্যামল বাংলা মায়ের সোনালি ফসলের মাঠ আজ কংক্রিটের চাপায় পিষ্ট...** *[দি. বো. '২৪]*	
	২৬.	নিম্নোক্ত ইঙ্গিত অবলম্বনে একটি খুদে গল্প রচনা কর। (বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাজ করেন বাবুলের...........) *[চ. বো. '১৭]*	
★★	২৭.	নিচের উদ্দীপকটি অনুসরণে একটি খুদে গল্প লেখ। **সবুজ শ্যামল এই প্রকৃতিকে উজাড় হতে দেখে বেদনায় তৃণার মনটা...** *[য. বো. '২৩]*	
★★	২৮.	প্রদত্ত গল্পসংকেত অনুসরণে একটি খুদে গল্প রচনা কর। **'ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়' কথাটি কতটুকু বাস্তব তার প্রমাণ...** *[ঢা. বো. ২২]*	
★★	২৯.	উপযুক্ত শিরোনামসহ নিচের সংকেত অনুসরণে একটি খুদে গল্প লেখ: **জকি অনেক জমির মালিক...** *[ম. বো. ২০২৪]*	
★★★	৩০.	উপযুক্ত শিরোনামসহ নিচের সংকেত অনুসরণে একটি খুদে গল্প লেখ। **চার ভাই-বোন...** *[রা. বো. ২২]*	
	৩১.	নিম্নোক্ত ইঙ্গিত অবলম্বনে একটি খুদে গল্প রচনা কর। **এখন পৌষ মাস...** *[য. বো. ২২]*	
	৩২.	প্রদত্ত সংকেতটি পড়ে শিরোনামসহ একটি খুদে গল্প রচনা কর। **এইখানে এলে...** *[চ. বো. '২২]*	
	৩৩.	নিম্নোক্ত ইঙ্গিত অবলম্বনে একটি খুদে গল্প রচনা কর। (আশরাফ সাহেব একজন মুক্তিযোদ্ধা।) *[চ. বো. ১৯]*	
	৩৪.	নিচের উদ্দীপক অনুসরণে একটি খুদে গল্প রচনা কর (মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার ইচ্ছা) *[রা. বো. ১৯]*	
	৩৫.	নিচের উদ্দীপক অনুসরণে একটি খুদে গল্প লেখ (পড়ন্ত বিকেলে ঢাকার ফুটপাতে) *[কু. বো. '১৯]*	
	৩৬.	নিচের উদ্দীপক অনুসরণে একটি খুদে গল্প লেখ (সংসারের চাকা সচল রাখতে) *[দি. বো. '১৯]*	
★★	৩৭.	নিম্নোক্ত ইঙ্গিত অবলম্বনে একটি খুদে গল্প রচনা কর। (প্রকৃতি তাকে খুব টানে।) *[সি. বো. ১৭]*	
★★	৩৮.	প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণে একটি খুদে গল্প লেখ: **মঞ্চের দিকে পুরস্কার নিতে ধীর পায়ে এগিয়ে চলল সোহেলী। চারদিকে তুমুল করতালি। কিন্তু তার চোখে অশ্রু। সে...** *[চ. বো. '২৪]*	
★	৩৯.	**নিম্নোক্ত ইঙ্গিত অবলম্বনে একটি খুদে গল্প রচনা কর।** *[ঢা. বো. '১৬]* **ছুটিতে দাদুবাড়ি এসেছে আনন্দ। পড়ন্ত বিকেলে সে দাঁড়ায় তার স্মৃতিবিজড়িত নদীটির তীরে...**	
	৪০.	প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণে একটি ক্ষুদে গল্প রচনা কর। মাকে সেবা করতে না পারার যন্ত্রণায় দগ্ধ হয় হাসান........ লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। *[ঢা. বো. '২৫]*	
	৪১.	নিচের উদ্দীপক অবলম্বনে একটি খুদেগল্প রচনা কর: পদ্মা সেতুর টোল প্লাজায় বাইক থামিয়ে টোল দিতে হাত বাড়ায় ইশতিয়াক সাহেব। কিছু বুঝে ওঠার আগেই পিছন থেকে সজোরো ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে সে। জ্ঞান ফিরলে তার সাথে থাকা স্ত্রী ও শিশুপুত্রের কথা জানতে চায় উপস্থিত লোকজনের কাছে। *[কু. বো. '২৫]*	
	৪২.	শিরোনামসহ নিচের সংকেত অনুসরণে একটি খুদে গল্প রচনা কর: ঝড়ের রাত। আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। পিয়ালের মন খুবই অস্থির। রাত আনুমানিক একটা। হঠাৎ কলিং বেলের আওয়াজ। অজানা আতঙ্কে পিয়াল.........। *[চ. বো. '২৫]*	
★★	৪৩.	নিম্নোক্ত ইঙ্গিত অবলম্বনে একটি খুদে গল্প লেখ: রিনি ও রিতা দুই বোন। তাদের কোনো ভাই নেই। তাদের মা অনেকটা ছেলের অভাব পূরণ করতে ভাইদের কাছাকাছি বাড়ি বানিয়েছেন।	
★	৪৪.	নিম্নোক্ত ইঙ্গিত অবলম্বনে একটি খুদে গল্প লেখ: সকাল থেকেই আকাশে ঘন কালো মেঘ, টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে	
	৪৫.	প্রদত্ত সংকেত অবলম্বনে 'বিপদে ধৈর্যধারণের সুফল' বিষয়ে একটি খুদেগল্প রচনা কর। কলেজের শিক্ষাসফরে সকলের সাথে সুন্দরবন ঘুরে দেখতে যায় দুই বন্ধু আবির ও আদনান। সানন্দে ঘুরতে ঘুরতে সবার নজর এড়িয়ে বনের গভীরে বিপদ জোনে ঢুকে পড়ে তারা।	
★	৪৬.	নিচের উদ্দীপক অনুসরণে একটি খুদে গল্প লেখ: একটু আগেই বৃষ্টি থেমেছে। নদীর ধারের আমগাছটার নিচে বসে আছে অনিক। হঠাৎ পিছনে কারো পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠল সে।....	
★	৪৭.	নিম্নোক্ত ইঙ্গিত অবলম্বনে একটি খুদে গল্প রচনা কর: ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে শুরু হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সে সময় নির্বিচারে হত্যা করেছিল অনেক মানুষকে........	
★★	৪৮.	'একজন বিপ্লবীর মা' শিরোনামে একটি খুদে গল্প লেখ।	
★★	৪৯.	'যানজটে অ্যাম্বুলেন্স' শিরোনামে একটি খুদে গল্প লেখ।	
★	৫০.	'সততার/সত্যবাদিতার পুরস্কার' শিরোনাম একটি খুদে গল্প লেখ।	
★★	৫১.	'মিথ্যাবাদীর শাস্তি' শিরোনামে একটি খুদে গল্প লেখ।	
★	৫২.	'আমার ইচ্ছেডানা' শিরোনামে একটি খুদে গল্প রচনা কর।	

৩৪. নিম্নোক্ত ইঙ্গিত অবলম্বনে একটি খুদে গল্প রচনা কর।
আশরাফ সাহেব একজন মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীনতার ৪৮ বছর পরও তিনি মনে করেন দেশের জন্য অনেক কাজ করার বাকি রয়ে গেছে। তাই এই প্রৌঢ় বয়সেও... *[চ, বো. ১৯]*

একজন মুক্তিযোদ্ধা

আশরাফ সাহেব একজন মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীনতার ৪৮ বছর পরও তিনি মনে করেন দেশের জন্য অনেক কাজ করার বাকি রয়ে গেছে। তাই এই প্রৌঢ় বয়সেও তিনি শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিচ্ছেন গরিব-দুঃখী অসহায় বস্তিবাসীর মাঝে। ঢাকার মগবাজারে পেয়ারাবাগের নিজের বাসায় খুলেছেন একটি স্কুল। এখানে রেললাইনের পাশের বস্তির ছেলে-মেয়েদের জন্য এই স্কুলে রয়েছে সকালের নাশতা ও দুপুরের খাবারসহ বিনোদনের হরেক আয়োজন। অবৈতনিক এই স্কুলে তিনি বই, খাতা, পেনসিলসহ সব শিক্ষা উপকরণ এবং স্কুল ড্রেস বিনামূল্যে দিয়ে থাকেন।

নিজের ব্যবসায়ের আয় এবং বাড়িভাড়ার টাকায় তিনি স্কুলের যাবতীয় খরচ নির্বাহ করেন। সন্ধ্যার পরে চালান একটা সান্ধ্য স্কুল। এখানে তিনি বয়স্কদের শিক্ষার সুব্যবস্থা করেছেন। তাদের সুশিক্ষার পাশাপাশি রয়েছে কর্মসংস্থানের সুব্যবস্থা। আশরাফ সাহেবের এই কাজে তাকে সবসময় সহযোগিতা দেন তার স্ত্রী এবং কয়েকজন বীর মুক্তিযোদ্ধা বন্ধু। দেশের কাজে তিনি এখনও নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন আনন্দের সঙ্গে। বিভিন্ন জাতীয় দিবসে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় আয়োজন করেন স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি। তার মতে যারা '৫২ কিংবা '৭১ এ দেশের জন্য, ভাষার জন্য কিছু করতে পারেননি তারাও যেন স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে দেশের মুমূর্ষু মানুষকে বাঁচিয়ে গর্ববোধ করতে পারেন।

দেশ, জাতি ও সমাজ উন্নয়নে আশরাফ সাহেব আজীবন কাজ করে যেতে চান আনন্দচিত্তে। তিনি মনে করেন, আমরা বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মুক্তির জন্য যুদ্ধ করেছি। আজ আমরা স্বাধীন দেশ পেয়ে স্বাধীন জাতি হিসেবে গর্বিত। কিন্তু দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষা-শিল্পের উন্নয়ন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। তাই এখনও আমাদেরকে দেশের কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে। তাঁর বন্ধুরাও তাঁর এই মতামতের পক্ষে। ফলে তাঁরা সবাই মিলে এখনও দেশের কাজ করে যাচ্ছেন। যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন দেশের জন্য কাজ করে যাবেন আশরাফ সাহেব।

৩৫. নিচের উদ্দীপক অনুসরণে একটি খুদে গল্প লেখ : পড়ন্ত বিকেলে ঢাকার ফুটপাতে হাঁটতে হাঁটতে রাজু ভাবে, কালের প্রবহমান স্রোত জীবনকে আজ কত দূরে নিয়ে এসেছে। কিন্তু শৈশবের স্মৃতিগুলো আজও... *[কু. বো. '১৯]*

শৈশবের স্মৃতিময় গ্রাম

প্রবহমান জীবনস্রোত পড়ন্ত বিকেলে ঢাকার ফুটপাতে হাঁটতে হাটতে রাজু ভাবে কালের প্রবহমান স্রোত জীবনকে আজ কত দূরে নিয়ে এসেছে। কিন্তু শৈশবের স্মৃতিগুলো আজও মনের পর্দায় ভেসে ওঠে সিনেমার দৃশ্যের মতো। গ্রামের মেঠোপথ, ঘুঘু ডাকা দুপুর, আম কুড়োনোর সুখস্মৃতি আজও অম্লান এই বুকের ভেতর।

শৈশবের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে পুকুরে-নদীতে ডুব-সাঁতার খেলা, শাপলা-শালুক তোলা, ছোট নৌকা নিয়ে বিলে হারিয়ে যাওয়া- মনে পড়ে শৈশবের সেই দুরন্ত দিনগুলোর কথা। মনে পড়ে স্কুল পালিয়ে পাখির বাসা খোঁজার আনন্দের কথা। এ বাড়ি ও বাড়ি, এ বাগান ও বাগান ঘুরে ফল চুরি করে খাওয়ার সেই আনন্দের কথা কি কখনো ভোলা যাবে? অদম্য দস্যিপনায় ছিলাম গ্রামের সেরা। পড়ালেখাও করতাম পাল্লা দিয়ে। কিন্তু ছোটাছুটি লুটোপুটিতেও কেউ কখনও হারাতে পারেনি আমাকে। চাকরির প্রয়োজনে বাবা থাকতেন ঢাকায়। মায়ের আদর-স্নেহ ছিল শাসনের তুলনায় অনেক বেশি। আর ছিল দাদির প্রশ্রয়। সব মিলিয়ে আমি ছিলাম এক শৈশবের রাজা। বাড়ির পাশেই ছিল বিশাল আমবাগান। সেখানে বন্ধুরা মিলে গোপন আস্তানা তৈরি করেছিলাম। সেখানে থাকত আমাদের দুরন্তপনার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র।

বৈশাখের আম কুড়ানোর মতোই আনন্দদায়ক ছিল কীর্তনখোলায় ডুব-সাঁতার খেলা। প্রতিদিনের মতো সেদিনও বন্ধুরা মিলে সাঁতার কাটছিলাম। একসময় বাজি ধরলাম সাঁতার কেটে নদীর ওপারে যাওয়ার জন্য। সাধারণত নদীর ওপারে আমরা কখনো সাঁতরে যাইনি। সেদিন বাজি ধরে জেদ করে সাঁতার দিলাম। কিন্তু মাঝ নদীতে গিয়ে পড়লাম ঘূর্ণিস্রোতের পাল্লায়। আর সামনে এগিয়ে যেতে পারছি না। পেছনে ফেরার কথা ভাবলাম তাও পারছি না। অবশেষে ডুবতে ডুবতে চিৎকার শুরু করলাম। আমার আর্তচিৎকার শুনে মাছ ধরা জেলেরা এসে আমাকে উদ্ধার করে। শৈশবের এসব আনন্দ-বেদনার স্মৃতি আজও আমাকে গ্রামের কাছাকাছি টেনে নিয়ে যায়। সময় সুযোগ পেলে আমিও ছুটে যাই শৈশবের স্মৃতিময় সবুজ-শ্যামল গ্রামে।

৩৬. নিচের উদ্দীপক অনুসরণে একটি খুদে গল্প লেখ : সংসারের চাকা সচল রাখতে রোমানা অন্যের বাসায় ঝি-এর কাজ বেছে নেয়, তার একমাত্র মেধাবী কন্যার স্বপ্ন পূরণের... *[দি, বো, '১৯]*

স্বপ্ন ও সংগ্রাম

মেধাবী রোমানার জীবনসংগ্রাম সংসারের চাকা সচল রাখতে রোমানা অন্যের বাসায় ঝিয়ের কাজ বেছে নেয়, তার একমাত্র মেধাবী কন্যার স্বপ্ন পূরণের প্রত্যাশায়। রোমানা তার স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে প্রথমে ভেঙে পড়লেও এখন সে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠছে। তার কাজে-কর্মে দৃঢ়তার ছাপ রয়েছে। তার একটাই আশা- কন্যার স্বপ্ন পূরণের জন্য সবকিছু করার। প্রথমে একটু দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকলেও ধীরে ধীরে তা কেটে এখন সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ঝিয়ের কাজের পাশাপাশি সে এখন শাকসবজির চাষ করছে এবং হাঁস-মুরগি পালন করছে। ডিম ও শাকসবজি বিক্রির টাকায় কন্যার কোচিংয়ের টাকা পরিশোধ করতে এখন আর সমস্যা হয় না রোমানার।

কাজের বাসায় খায় না রোমানা। সেই খাবার বাসায় নিয়ে এসে মা- মেয়ে তা-ই ভাগ করে খায়। পাড়া-প্রতিবেশী কেউ কেউ টিপ্পনী কাটলেও রোমানা তাতে কান দেয় না। বরং তাতে তার জেদ এবং দৃঢ়তা আরও বেড়ে যায়। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সে কাজ করে তালুকদারবাড়ি। এই বাড়ির বড় বউ খুবই ভালো মনের মানুষ। ভালো খাবার-দাবার তো দেয়ই, মাঝে মাঝে বেতনের বাইরেও টাকা-পয়সা দিয়ে রোমানাকে সাহায্য করে। আবার বিকেল থেকে সন্ধ্যারাত পর্যন্ত কাজ করে চৌধুরীবাড়ি। সেখান থেকে রাতের খাবার নিয়ে বাড়ি ফিরে যায় রোমানা। তারপর মা-মেয়ে খেয়ে-দেয়ে যার যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। রোমানা তার দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে নকশিকাঁথা সেলাই করেও কিছু বাড়তি টাকা রোজগার করার চেষ্টা করছে ইদানীং। কেননা সামনেই মেয়ের ফাইনাল পরীক্ষা। তখন কিছু বেশি টাকা-পয়সা লাগবে। ছোটবেলা থেকেই সে শুনে এসেছে 'পরিশ্রমে ধন আনে, পুণ্যে আনে সুখ।' আর কিছু দিন পর মেয়ে যখন তার স্বপ্নের সিঁড়িতে পা রাখবে তখনই শুরু হবে রোমানার সুখের দিন। সেই আশায় প্রতিদিন ঘুম থেকে জেগে উঠে কাজে চলে যায় রোমানা।

প্রবন্ধ

ইয়াসিন রাকিব

সকল ভিডিও ক্লাস

প্রবন্ধ কি ?

আমরা সকলেই অস্পষ্টভাবে বুঝি 'প্রবন্ধ' কাকে বলে বা কী রকম। গদ্যে লিখিত এমন রচনা যার উদ্দেশ্য পাঠকের জ্ঞানতৃষ্ণাকে পরিতৃপ্ত করা।– হায়াত মামুদ
'প্রবন্ধ' শব্দের প্রকৃত অর্থ 'প্রকৃষ্ট বন্ধন'। 'প্রকৃষ্ট বন্ধন' তা হতে পারে কোনো কিছুর বিবরণ বা বর্ণনা, হতে পারে কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তামূলক আলোচনার ধারাবাহিক বন্ধনকে বোঝায়। প্রবন্ধের ইংরেজি শব্দ হলো 'Essay'। তবে আরো একাধিক সমার্থক শব্দ হতে পারে। যেমন- Article, Paper ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের বেলায় রচনা ও প্রবন্ধ কথাটি সমার্থক। রচনা শব্দের অর্থ হলো সৃষ্টি করা বা নির্মাণ করা। শব্দের সঠিক বিন্যাসে কোনো তত্ত্বকে ভাষার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলাই হলো রচনা। রচনাতে বিষয়ের উপস্থাপনা, চিন্তার ধারাবাহিকতা, সংযত বর্ণনা, ভাষার প্রঞ্জলতা ও যুক্তির সুশৃঙ্খল প্রয়োগ থাকে।

বাংলা প্রবন্ধের ইতিহাস

মানব সমাজে চিন্তার বিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে প্রবন্ধের বিস্তার ও বিকাশের ইতিহাস পরস্পর বিজড়িত ও সংলগ্ন। মানুষ তার কথাগুলো যখনই অন্যকে বলতে চেয়েছে বা অন্যকে তার মত করে বুঝাতে চেয়েছে তখনই সে আবিষ্কার করেছে প্রবন্ধের রীতি। সে বুঝেছে এই মাধ্যমটির সাহায্যে সে সরাসরি তার বলবার কথাগুলো অন্যকে বুঝাতে বা অন্যের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে। ইংরেজি ভাষায় প্রবন্ধের সূত্রপাত হয়েছে এখন থেকে প্রায় তিনশত বছর আগে। ফরাসি লেখক মঁতেন এর অনুসরণে ফরাসিতে এবং ফ্রান্সিস বেকনের অনুসরণে ইংরেজিতে প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা গড়ে উঠেছিল। ঐ দুই ভাষার প্রবন্ধ সাহিত্য আজ সমৃদ্ধির চরম শিখরে পৌঁছেছে।
বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। বাংলাদেশে তখন সমাজ সংস্কার আন্দোলনের জোয়ার চলছে। রাজা রামমোহন রায় তাঁর একেশ্বরবাদী ধর্ম প্রবর্তনের মাধ্যমে বাঙালি সমাজে একটা প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি তাঁর ধর্ম মতের এবং সমাজ সংস্কার আন্দোলন, বিশেষ করে সতীদাহ প্রথা নিবারণের বিষয় নিয়ে নিয়মিত প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। আর সেগুলো প্রকাশ করেছিলেন 'সম্বাদ কৌমুদী' ও তৎকালের অন্যসব পত্র-পত্রিকায়।
রাম মোহন প্রবর্তিত ধর্মমত যেহেতু সংস্কারাবদ্ধ হিন্দু সমাজে প্রবল অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল ফলে গোঁড়া হিন্দুরা গড়ে তুলেছিল রাম মোহনের বিরুদ্ধে শক্ত সমর্থ বিরোধী পক্ষ। তাঁরাও রামমোহনের সংস্কার আন্দোলন এবং ধর্ম মতকে অসার প্রমাণের জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন এবং নিজেদের মতের সপক্ষে পত্রিকায় লিখে চলেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বাঙালি সমাজে যে তর্ক-বিতর্ক, উত্তর-প্রত্যুত্তরের সাহিত্য রচিত হতে শুরু করেছিল তার ওপর ভিত্তি করেই মূলত বাংলা ভাষায় প্রবন্ধের সূত্রপাত ঘটে। রাজা রামমোহনের পর অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এঁদের চিন্তাশীল রচনার মধ্যদিয়ে বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ রচনার একটি প্রতিষ্ঠিত ভিত্তি তৈরি হয়। পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখের রচনার মধ্য দিয়ে বাংলা প্রবন্ধ পুষ্প শোভিত হয়ে ওঠে। আজ বাংলা ভাষায় রচিত প্রবন্ধ সাহিত্য পৃথিবীর যে কোন ভাষায় রচিত প্রবন্ধের সমান মর্যাদা ও সমৃদ্ধির সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে।

প্রবন্ধ লেখার প্রয়োজনীয়তা

- প্রবন্ধ লেখার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা ব্যক্ত করতে পারে।
- এতে তার বক্তব্যকে গুছিয়ে বলার দক্ষতা জন্মে।
- বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করার জন্য যথার্থ শব্দ প্রয়োগ, বাক্য বিন্যাস এবং উপমা, উদাহরণ, অলংকার ইত্যাদি ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করে।
- ভাষা প্রকাশের জড়তা কাটিয়ে ওঠাতে পারে।
- শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি পায় যা ভাষায় দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করে।
- ব্যক্তিগত আবেগ, অনুভূতি, অভিজ্ঞতা সহজে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়।
- তথ্য জেনে নিজের মতো প্রকাশের ক্ষমতা বাড়ে।
- চিন্তা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- নতুন নতুন বিষয় জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।
- রচনাকে সাধারণত সৃষ্টিশীল কর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ভাষাকে সুন্দর করতে রচনা লিখার গুরুত্বের অন্ত নেই।
- প্রবন্ধ মূলত ভাষা ও যুক্তির শিল্পরূপ।

প্রবন্ধ রচনার কাঠামো

প্রবন্ধ রচনার একটা সাধারণ **কাঠামো** রয়েছে। প্রবন্ধের সাধারণত প্রধান অংশ তিনটি – **ক. ভূমিকা, খ. বিষয়বস্তু, গ. উপসংহার** ।
ভূমিকাঃ প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদটি হবে এর ভূমিকা। একে সূচনা, প্রারম্ভিকা বা প্রাক–কথনও বলা চলে। ভূমিকা হচ্ছে প্রবন্ধের সূচনা অংশ। এটি রচনার প্রবেশপথ। ভূমিকা যত বিষয় অনুযায়ী, আকর্ষণীয় ও মনোরম হবে ততই ভালো।
রচনার মূল অংশঃ এটি প্রবন্ধের মধ্যভাগ। প্রবন্ধের মূল বক্তব্য এখানে কয়েকটি অনুচ্ছেদে উপস্থাপন করা হয়। প্রতিটি অনুচ্ছেদের শুরুতে প্রয়োজনে সংকেত বা পয়েন্ট লেখা যেতে পারে। সংকেতগুলো গুরুত্ব অনুযায়ী একের পর এক সাজাতে হয়। এ অংশে প্রয়োজনে উদাহরণ, উপমা, উদ্ধৃতি ইত্যাদি ব্যবহার করা যায় ।
উপসংহারঃ বিষয়বস্তু আলোচনার পর এ অংশে একটি সিদ্ধান্তে আসা। এটাকে 'উপসংহার' নামে অভিহিত করা হয়। এখানে বর্ণিত বিষয়ে লেখকের নিজস্ব মতামত বা অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়। ভূমিকা থেকে শুরু করে রচনার মধ্যাংশে এসে রচনা যে ভাবব্যঞ্জনা পায় তা শেষ করতে হয় উপসংহারে। এদিক থেকে উপসংহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উপসংহারে অল্প কথায় সমাপ্তিসূচক ভাব প্রকাশ ভালো। তাতে রচনা হয় সার্থক।

প্রবন্ধ রচনায় দক্ষতা অর্জনের উপায় :

প্রবন্ধ রচনায় রাতারাতি দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব নয়। এর জন্য নিয়মিত অনুশীলন দরকার। এ ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দিকগুলো সহায়ক হতে পারে :

- প্রবন্ধ লেখার দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রচুর প্রবন্ধ বা রচনা পড়তে হবে। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, কলাম, সংবাদ, প্রতিবেদন, ফিচার ইত্যাদি নিয়মিত পাঠ করলে নানা বিষয়ের ধারণা জন্মায় এবং শব্দ ও জ্ঞানভান্ডার বৃদ্ধি পায়। ফলে অর্জনটা ভালো হবে এবং লেখার মানও সুন্দর হবে।
- নামকরা লেখকদের প্রবন্ধ পড়া উচিত। লেখক কী বলেছেন, কীভাবে বলেছেন তা খুঁটিয়ে লক্ষ করা ভালো।
- অল্প কথায় ভাব প্রকাশ করতে হবে। তাতে এই গুণ অর্জনের জন্য সারাংশ ও সারমর্ম লেখার অভ্যাস করা যেতে পারে।
- অনেক সময় চিন্তামূলক প্রবন্ধ সংহত কথাকে ব্যাখ্যা – বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশদ করতে হয়। ভাবসম্প্রসারণ প্রক্রিয়া আয়ত্ত করলে তা এক্ষেত্রে কাজে লাগে।
- যতটা সম্ভব নিজের ভাষায় সুন্দরভাবে গুছিয়ে প্রবন্ধ লেখার অভ্যাস করতে হবে। এতেই দক্ষতা আসবে। কোনো ছক বাঁধা নিয়মে সার্থক রচনা লেখা যায় না।

প্রবন্ধ/রচনা লেখার নিয়মঃ

- ✓ রচনার **নির্মাণশৈলী** যেন মানসম্মত হয় সেই বিষয়েও অবগত হতে হবে।
- ✓ নিজের **অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, চিন্তাশক্তি, পঠন-পাঠন, ভাষাগত দক্ষতা ও উপস্থাপন কৌশল, চিন্তা শক্তি, মননশীলতা, নিজস্ব অভিমত** ইত্যাদি প্রয়োগ করে প্রবন্ধকে যথাসম্ভব হৃদয়গ্রাহী করার চেষ্টা করা জরুরি। নিজের চিন্তা শক্তি সুন্দর হলে লেখার মানও সুন্দর হবে।
- ✓ একটি রচনাতে পঠিত বিষয়ের উপর **যুক্তির সুশৃঙ্খল প্রয়োগ** থাকতে হয়। যুক্তিসম্মত বাক্য ছাড়া রচনা পরিপূর্ণ হয় না।
- ✓ রং, স্বাদ, গন্ধ ও অনুভূতি ইত্যাদি ব্যবহার এবং ইত্যাদি বর্ণনার মধ্য দিয়ে রচনাকে ছবির মতো ফুটিয়ে তোলা যায়।
- ✓ প্রবন্ধ রচনার শুরুতে মূল বক্তব্য স্থির করতে হবে; প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।
- ✓ প্রবন্ধের ভাষা নির্ধারিত হবে বিষয়বস্তু অনুসারে; মনে রাখবে, চিন্তামূলক প্রবন্ধের ভাষা হবে ভাবগম্ভীর আর লঘু প্রবন্ধের ভাষা হবে হালকা চালের।
- ✓ প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্য ও তত্ত্বের **যথাযথ সূত্র নির্দেশ** করতে হবে; এবং ভালো প্রবন্ধ লেখার জন্যে ভাষার ওপর সহজ দক্ষতা থাকতে হয়।
- ✓ চিন্তামূলক রচনায় সংকেতসূত্র উল্লেখ করবে। বর্ণনামূলক রচনায় সংকেতসূত্র উল্লেখ করার দরকার নেই।
- ✓ রচনা লেখার সময় পরম্পরা বা ধারাবাহিকতার দিকে লক্ষ রাখতে হবে। চিন্তাগুলো যেন এলোমেলো না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা দরকার। জানা বিষয় ছাড়াও অনেক সময় অজানা বিষয় নিয়ে রচনা লিখতে হতে পারে। বিষয়ের ধারণাগুলো একটির পর একটি এমনভাবে সাজাতে হবে, যাতে ভাবের কোনো অসংগতি না থাকে ।

প্রবন্ধ/রচনায় যা যা করতে হবে।

- ✓ **যুগোপযোগী শব্দ এবং বাক্য** ব্যবহার করতে হবে।
- ✓ বিষয়বস্তু, যুক্তি, তথ্য, তত্ত্ব, বিচার-বিশ্লেষণ ইত্যাদি **প্রাসঙ্গিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ** হওয়া চাই।
- ✓ **প্রবাদ-প্রবচন, কবিতার পঙক্তি, উদ্ধৃতি** ইত্যাদি বক্তব্যকে আরো জোরালো করে।
- ✓ সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষারীতি রচনাকে রসমন্ডিত ও হৃদয়গ্রাহী করে।
- ✓ প্রবন্ধের উৎকর্ষ নির্ভর করে নির্ভুল বানান ও বাক্যের শুদ্ধ প্রয়োগের ওপর।
- ✓ সহজ, সরল ও ছোটো ছোটো বাক্যে প্রবন্ধ লেখার অভ্যাস করবে। তাতে দক্ষতা আসবে।

প্রবন্ধ/রচনায় যা যা করা যাবে না।

- ✓ মূল বিষয় থেকে কখনো দূরে যাবে না।
- ✓ ভাষারীতির ক্ষেত্রে কখনো চলিত ও সাধু রীতি মিশিয়ে ফেলবে না।
- ✓ অবান্তর তথ্য দিয়ে রচনা বড় করলে রচনা মানসম্মত হবে না।
- ✓ বেশি বেশি উদ্ধৃতি ব্যবহারও ভালো প্রবন্ধের লক্ষণ নয়।
- ✓ অপ্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি কখনো ব্যবহার করা উচিত নয়।
- ✓ বাগাড়ম্বর বা অলংকারবহুল শব্দ ব্যবহার করা হলে বিষয়টি জটিল ও দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে।

রচনায় ভালো নম্বর পাওয়ার কৌশল

লিখিত পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি নম্বর বরাদ্দ থাকে রচনার জন্য। তাই রচনা লেখার সময় অনেকগুলো দিকে নজর দিতে হয়। বিশেষ করে কিছু কলাকৌশল অবলম্বন করলে রচনায় ভালো নম্বর পাওয়া যায়।

০১. সব প্রশ্নের উত্তর শেষ করার পর রচনা লেখা শুরু করতে হবে। রচনার নির্দিষ্ট আয়তন নেই। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে লিখবে।

০২. যে রচনাটি ভালো পার, সেটির উত্তর করবে।

০৩. বেশিসংখ্যক সংকেত (পয়েন্ট) এবং উপসংকেতের (সাব-পয়েন্টের) মাধ্যমে রচনাটি উপস্থাপন করবেন।

০৪. একটি সংকেত বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করার জন্য একাধিক অনুচ্ছেদ লেখা যাবে।

০৫. রচনাটি তথ্যবহুল হবে। যত দূর সম্ভব সাম্প্রতিক তথ্য দিতে হবে। তথ্যকে সহজ করে মুখস্থ করবেন। যেমন: '৩ কোটি ৪৬ লাখ ২২ হাজার ৫৯৬' এই সংখ্যাটিকে ৩ কোটি ৫০ লাখ (প্রায়) হিসেবে উপস্থাপন করুন।

০৬. রচনার প্রস্তুতি হিসেবে তথ্য সংগ্রহ করতে থাকুন এবং তথ্যগুলোকে একটি ফাইলবন্দী করুন।

০৭. প্রতিটি সংকেতকে আকর্ষণীয় শিরোনামে লিখতে পারেন। যেমন: 'গণতন্ত্রে নির্বাচনের ভূমিকা'র বদলে লিখতে পারেন 'সবার আগে চাই সুষ্ঠু নির্বাচন'।

০৮. বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ের নোট সংগ্রহ করতে হবে;

০৯. প্রবন্ধের কোনো অংশে তোমার নিজের মতামত তুলে ধরতে পেরেছ কি না?

কিছু কমন পয়েন্ট

০১. ভূমিকা বা পরিচিতি:

০২. বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ:

০৩. প্রয়োজনীয়তা:

০৪. ইতিহাস

০৫. প্রাসঙ্গিক উদাহরণ বা তথ্য:

০৬. সমস্যার আলোচনা (যদি থাকে):

০৭. সমাধান বা পরামর্শ:

০৮. ও বাংলাদেশ:

০৯. সাম্প্রতিক প্রসঙ্গের উল্লেখ:

১০. উপসংহার:

রচনার শ্রেণিবিভাগ :

প্রবন্ধের দুটি মুখ্য শ্রেণিবিভাগ আছে : তন্ময় (objective) প্রবন্ধ / ক. বর্ণনা মুলক রচনা,
মন্ময় (subjective) প্রবন্ধ / খ. চিন্তামূলক রচনা।

বিষয়বস্তুর প্রাধান্য স্বীকার করে যে-সকল বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ লিখিত হয় সেগুলোকে তন্ময় বা বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ বলে। এ ধরনের প্রবন্ধ কোনো সুনির্দিষ্ট সুচিন্তিত চৌহদ্দি বা সীমারেখার মধ্যে আদি, মধ্য ও অন্ত-সমন্বিত চিন্তাপ্রধান সৃষ্টি। এ জাতীয় রচনায় লেখকের পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচয়ই মুখ্য হয়ে দেখা দেয়। আরেক শ্রেণির রচনাও সম্ভব যেখানে লেখকের মেধাশক্তি অপেক্ষা ব্যক্তিহৃদয়ই প্রধান হয়ে ওঠে। এদেরকে মন্ময় প্রবন্ধ বলে। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ প্রবন্ধ এই পর্যায়ের।

১. নৈতিকতা ও মূল্যবোধ	যেমন – স্বদেশপ্রেম, সময়ের মূল্য, অধ্যবসায়, শিষ্টাচার, নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ, শ্রমের মর্যাদা
২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	যেমন - দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ও বাংলাদেশ, কম্পিউটার ও আধুনিক সভ্যতা, কৃষিকাজে বিজ্ঞান
৩. জাতীয় চেতনা	যেমন - জাতীয় জীবনে বিজয় দিবসের তাৎপর্য, একুশের চেতনা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, ষড়ঋতুর বাংলাদেশ, বাংলাদেশের উৎসব,
৪. শিল্প ও অর্থনীতি	যেমন - বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প, অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীসমাজের ভূমিকা, বাংলাদেশের পোশাক শিল্প, গ্রামোন্নয়নই দেশ উন্নয়ন
৫. সাম্প্রতিক বিষয়	যেমন - দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও তার প্রতিকার, রোহিঙ্গা সমস্যা ও সমাধানের উপায়, করোনা-উত্তর বিশ্ব অর্থনীতি ও বাংলাদেশ,

HSC স্পেশাল

যেভাবে প্রশ্ন আসে

ক) যেকোনো একটি বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ লেখ :

(ক) শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ;

(খ) কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞান;

(গ) মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আমাদের করণীয়;

(ঘ) বানলাদেশের পর্যটন শিল্প : সমস্যা ও সম্ভাবনা;

(ঙ) যুদ্ধ নয় শান্তি [ঢা. বো. '২৪]

যেভাবে উত্তর করতে হবে

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

স্বদেশপ্রেম

"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালোবেসে।" -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকা : 'যখন ঈশ্বর ভক্তি এবং সর্বলোকে প্রীতি এক তখন বলা যাইতে পারে যে ঈশ্বর ভক্তি ভিন্ন দেশপ্রীতি সর্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম।' -বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সৃষ্ট জীবের সব প্রাণীই তার নিজ দেশ, নিজ মাতৃভূমি, নিজ বাসস্থানকে ভালোবাসে। পাখি ভালোবাসে তার নীড়কে, অরণ্যের ভয়াল জন্তুও ভালোবাসে তার গহীন বনকে। আর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। মানুষও ভালোবাসে তার দেশকে, পরিচিত পরিবেশকে। প্রখ্যাত পণ্ডিত ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছেন-
'মাতা, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা আমাদের কাছে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান।'

এই স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা, গভীর অনুভূতি ও মমত্ববোধকেই দেশপ্রেম বলে। এ দেশপ্রেম মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ। মানুষের মনে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই এ দেশপ্রেমের জন্ম। এর মাধ্যমেই সে হয়ে ওঠে বিশ্ব নাগরিক- 'স্বদেশপ্রেম থেকে বিশ্বপ্রেম, যে নিজের দেশকে ভালোবাসে, সে বিশ্বপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক, মানবতাবাদী।' জননী যেমন সন্তানের কাছে আজীবন শ্রদ্ধীয়। দেশও তেমনি মানুষের কাছে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় মোহনীয়। তাই জন্মলগ্ন থেকে মায়ের মতো দেশের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও মমত্ববোধ গড়ে ওঠে। স্বদেশ যত ক্ষুদ্র, দুর্বল বা সমস্যাপীড়িত হোক না কেন, প্রত্যেক মানুষের কাছে তার দেশ সকল দেশের সেরা। স্বদেশের মানুষ, তার প্রকৃতি, প্রাণিকুল, প্রতিটি ধূলিকণা দেশপ্রেমিকের কাছে পরম পবিত্র। দেশমাতৃকার মৃন্ময়ী মূর্তি শুধু কাদা-মাটি-জলে নির্মিত প্রতিমামাত্রই নয়, হৃদয়ের নিবিড় ভালোবাসায় এবং গভীর মমত্ববোধে সে অন্তরের অন্তস্তলে পরিগ্রহ করে চির আরাধ্য চিন্ময়ী মূর্তি। দেশপ্রেমিক মানুষ তাঁর ব্যক্তিজীবনের প্রতিটি অর্জনে স্বীকার করেন দেশের অবদান। স্বদেশের স্বার্থ রক্ষায় তাঁরা যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। এমনকি দেশের জন্য জীবন বিলিয়ে দিতেও তাঁরা পিছপা হন না। মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তার জন্মভূমিকে ভালোবাসে। জন্মস্থানের আলো, জল, হাওয়া, পশুপাখি,সবুজ প্রকৃতির সাথে তার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জন্মস্থানের প্রতিটি ধুলিকণা তার কাছে মনে হয় সোনার চেয়েও দামি। সে উপলব্ধি করে-

"মিছা মণি-মুক্তা হেম
স্বদেশের প্রিয় প্রেম'

স্বদেশপ্রম কী: এক কথায় স্বদেশপ্রেম হচ্ছে নিজ দেশের প্রতি, জাতির প্রতি, ভাষার প্রতি সুতীব্র আকর্ষণ অনুভব করা। দেশের প্রতি গভীর অনুরাগ, নিবিড় ভালোবাসা ও যথার্থ আনুগত্যকেই দেশপ্রেম বলা হয়। যে ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে মানুষ জন্মগ্রহণ করে ও বড় হয়ে ওঠে সে পরিবেশের প্রতি, সেখানকার মানুষের প্রতি, তার একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ অনুভূত হয়। কবির ভাষায় স্বদেশপ্রেমী মানুষের একটাই প্রার্থনা-

'এই দেশেতে জন্ম যেন
এই দেশেতে মরি।'

গর্ভধারিনী জননীকে যেমন সন্তান ভালোবাসে, তেমনি দেশ মাতৃকাকেও মানুষ জন্মলগ্ন থেকেই শ্রদ্ধা করতে এবং ভালোবাসতে শেখে। দেশ ও দশের প্রতি মানুষের যে বন্ধন ও আকর্ষণ তা থেকেই স্বদেশপ্রেমের জন্ম। জননী, জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী ও মহিমায় দীপ্ত।

দেশপ্রেমের স্বরূপ: যে ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশে মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং বেড়ে ওঠে সেটিই স্বদেশ। স্বদেশের প্রতি মানুষের একটি স্বাভাবিক আন্তঃআকর্ষণ গড়ে ওঠে। এ থেকেই স্বদেশপ্রেমের শুরু। স্বদেশপ্রেম মানুষের একটি সহজাত গুণ। জন্মলগ্ন থেকেই মানুষ দেশের মাটি, পানি, আলো, বাতাস, পরিবেশ, সংস্কৃতি ইত্যাদির সংস্পর্শ লাভ করে। তার দেহ, মন, আদর্শ সবকিছুই দেশের নানা উপাদান দ্বারা পুষ্ট। তাই মানুষ স্বদেশের মানুষ, প্রকৃতি, ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সবকিছুকে ভালোবাসে। স্বদেশের প্রতি এ ভালোবাসাই হলো স্বদেশপ্রেম। তাই কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়?"

জন্মভূমির স্মৃতি জীবনের সঙ্গে এ সূত্রে গাঁথা। কোনো ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে, কোনো অখ্যাত পল্লীতে মানুষ জন্ম নেয়। তার বাল্যকাল জন্মভূমিতেই কাটে। তাই পরবর্তী জীবনে শহরে বা অন্য কোনো জায়গায় গমন করেও কেউ নিজ দেশের কথা ভুলতে পারে না। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত পাশ্চাত্য স্বপ্নবিলাসী ছিলেন। তিনি সেখানে গিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে, দেশের মাটি, দেশের মানুষ, দেশের প্রকৃতি কত প্রিয়। একজন ব্যক্তি ছোটবেলা থেকে স্বদেশের আলো-বাতাসের আঁচলে মাতৃতুল্য স্নেহে বড় হতে থাকে। স্বদেশের সঙ্গেই গড়ে উঠে তার নাড়ির সম্পর্ক। এ এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তার দেহ ও মনের সবকিছুই স্বদেশের দানে পরিপূর্ণ। বস্তুত মা, মাটি ও মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিতকরণের মধ্যেই স্বদেশপ্রেমের মূল সত্য নিহিত। দেশপ্রেম মূলত এভাবেই গড়ে ওঠে।

বৈশিষ্ট্য: দেশপ্রেম মানুষের চরিত্রের একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। বিশেষ ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশে জন্মগ্রহণ এবং সেখানে বড় হয়ে ওঠার ফলে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ গড়ে ওঠে। এই আকর্ষণ থেকে স্বদেশপ্রীতির যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তার জন্য মানুষ সবকিছু এমনকি নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারে।
আশ্রস্থলের প্রতি আকর্ষণ জীবনের স্বভাবজাত ধর্ম। গরুর জন্য গোয়াল, বাঘের জন্য গুহা, পাখির জন্য নীড় প্রত্যেকের নিজস্ব আবসস্থল আছে। মানুষের স্বদেশপ্রেম একটি বিশেষ আদর্শ্তাড়িত আন্তরিক প্রেরণা। অন্যান্য প্রাণীর ঐতিহ্যবোধ নেই, নেই সংস্কৃতি চেতনা মানুষের এগুলো আছে। সেই সাথে আছে ইতিহাসের পাতা থেকে আহরিত জ্ঞান। তাই দেশের মাটির প্রতি মমত্ববোধের সাথে মিশে থাকে শ্রদ্ধা, প্রীতি ও গৌরববোধের আকাঙ্খা। কবির ভাষায়-

"স্বদেশের প্রেম যত সেই মাত্র অবগত
বিদেশেতে অধিবাস যার,
ভাব তুলি ধ্যানে ধলে, চিত্রপটে চিত্র করে
স্বদেশের সকল ব্যাপার।"

নিজের দেশের মান গৌরব রক্ষার জন্য মানুষ অনেক ত্যাগ স্বীকার করে দেশপ্রেমের পরিচয় দেয়। মাকে মানুষ যেমন ভালোবাসে, তেমনি নিজের দেশকেও ভালোবাসে। প্রগাঢ় এই ভালোবাসায় মানুষ উপলব্ধি করে 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী'- জননী জন্মভূমি স্বর্গের চেয়ে বেশি মনে করার পেছনে কাজ করে দেশপ্রেম। মা যেমন সন্তানকে লালন-পালন করেন, তেমনি দেশের বুকেও মানুষ লালিত হয়।
দেশপ্রেমিক দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। এজন্য ইসলাম ধর্মে দেশপ্রেমকে ঈমানের অঙ্গ বলা হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য যুদ্ধ করে প্রাণ দেওয়া, জিহাদ করে শহিদ হওয়ার সমতুল্য। যে দেশের মাটিতে মানুষের জন্ম হয়, সে দেশের ইতিহাস তার মনের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। তখন দেশের জন্য একটা গভীর ভালোবাসা মনের মধ্যে স্থান পায়। বাইরের দিকে এর পরিচয় যত না, মনের সঙ্গে তার সংযোগ অনেক বেশি। দেশের অবস্থা যাই হোক না কেন, ভালো-মন্দ সুন্দর-অসুন্দর বিবেচনা না করে স্বদেশ সবার কাছে প্রিয় বলে বিবেচিত। নিজের কুঁড়েঘরেও যেমন সুখের জায়গা, তেমনি নিজের গরিব দেশও পরম প্রিয় বলে মনে হয়।

স্বদেশপ্রেমের অনুভূতি: দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ থেকে জমা হয় স্বদেশপ্রেমের। পৃথিবীর সব জায়গায় আকাশ, চাঁদ, সূর্য এক হলেও স্বদেশপ্রেমের চেতনা থেকে মানুষ নিজের দেশের চাঁদ-সূর্য আকাশকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে ভালোবাসে। স্বদেশপ্রেমের অনুভূতি সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয় দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হলে। তখন স্বদেশপ্রেমের প্রবল আবেগে মানুষ নিজের জীবন দিতেও দ্বিধা করে না। দেশের কল্যাণে ও অগ্রগতিতে ভূমিকা রেখে বিশ্বসভায় অবদান রেখে দেশের গৌরব বাড়ানো যায়। তাইতো মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান জন্মভূমির প্রতি মানুষের তীব্র আবেগ কাব্যে প্রকাশ করেছেন এভাবে-

"আমার দেশের ও মাটির গন্ধে
ভরে আছে এই মন,
শ্যামল কোমল পরশ ছাড়া
নেই কিছু প্রয়োজন।"

স্বদেশপ্রেমের অভিব্যক্তি: স্বদেশের প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ পায় স্বদেশের বিপর্যয়ের মুহূর্তে। দেশের দুর্দিনে দেশপ্রেমের পূর্ণ বিকাশ ঘটে এবং জন্মভূমি জননীর মতো সন্তানের দিকে কাতর নয়নে তাকায়, আর জননীর বেদনায় সন্তানের হৃদয় হয় বিদীর্ণ। জলাশয় থেকে বিচ্ছিন্ন করলে মাছ যেমন জলের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে তেমনি প্রবাস জীবনে ও মানুষের ভেতর স্বদেশপ্রীতি মূর্ত হয়ে উঠে। দীর্ঘ প্রবাস জীবনের পর স্বদেশে ফিরলে মনের অজান্তেই বেজে উঠে-

"আমার কুটির খানি
সে যে আমার হৃদয় রাণী"

স্বদেশপ্রেমের প্রভাব: মানবচরিত্রের গুনাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে স্বদেশপ্রেম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বদেশপ্রেমের চেতনায় উজ্জীবিত হলে তার মন ও মানসিকতায় সার্থক গুণের সমাবেশ ঘটে। তার মন থেকে সংকীর্ণতা ও সার্থপরতা দূরীভূত হয়। স্বদেশপ্রেমের কারণে দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণ চিন্তা জাগ্রত হয় ফলে জনসেবার অনুভূতি মনে সঞ্চার হয়। ফলে একজন মানুষ দেশের একজন সুনাগরিক হিসেবে বেড়ে উঠে।

দেশপ্রেমের অভাব: দেশপ্রেমের অভাব মানুষকে অমানুষ করে তোলে। প্রচুর ধন-সম্পদ, অসীম সামাজিক মর্যাদা, যথেষ্ট বিদ্যার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তির অন্তরে যদি স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা না থাকে তাহলে তার ধন সম্পদ, বিদ্যা বুদ্ধির কোনো মূল্যই থাকে না। দেশকে যে ভালোবাসে না তার দ্বারা কোনোদিন দেশের কল্যাণ সাধিত হয় না। কবি তাই দেশপ্রেমহীন ব্যক্তির প্রতি ধিক্কার দিয়ে বলেন-

'যে সাধেনি কভু জন্মভূমি হিত,
স্বজাতির সেবা যেবা করেনি কিঞ্চিত
জানাও সে নরাধমে জানাও সত্ত্বার
অতীব ঘৃণিত সেই পাষণ্ড বর্বর।'

দেশপ্রেম মানুষকে একদিকে যেমন মহান করে অন্যদিকে তা বিশ্বমানবতা তথা বিশ্ব প্রেমের উৎসও বটে। একজন দেশপ্রেমিক ব্যক্তি নিজের শান্তির ও কল্যাণের কথা চিন্তা করে। তাই সে বিশ্বশান্তি ও বিশ্বমানবতার পথে বিঘ্নস্বরূপ সব কাজই ঘৃণা করে। জগতের সব দেশপ্রেমিক ব্যক্তির মিলিত চেষ্টায় বর্তমান যুগের বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা বিনষ্টকারী যত অপশক্তি আছে তা প্রতিহত করা সম্ভব।

স্বদেশপ্রেমের উৎস: মানুষের স্বদেশপ্রীতি জন্ম-জন্মান্তরের। আমরা যে দেশে জন্মগ্রহণ করি, সে দেশের পূর্ব ইতিহাস অজ্ঞাতসারে আমাদের হৃদয়কে আকৃষ্ট করে। সে দেশের ঐতিহ্যের প্রতি একটা শ্রদ্ধা, প্রীতি ও গৌরবের অনুভূতি আমাদের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে থাকে। এটা স্বদেশের জন্য আত্মার নিবিড় চৈতন্যবোধ। এ বোধটুকুর জন্যই জগতে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে ভালোবাসে। আর নিজের প্রতি ভালোবাসা থেকেই জন্ম নেয় স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা। প্রতিটি জীবের মধ্যেই এই গুন বিদ্যমান পশু বনভূমি ছেড়ে লোকালয়ে ছটফট করে। আবার পাখিকে নীড়চ্যুত করলে তার মর্মভেদী আর্তনাদ বাতাস ভারি করে তোলে। এটি হয় নিজ আবাসের প্রতি ভালোবাসা থেকে। আর নিজ আবাসের প্রতি ভালোবাসা থেকেই জন্ম নেয় স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা। স্বদেশের মাটি, বাতাস, পানির সাথে আমরা অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। তাই এগুলোর প্রতি মমত্ববোধ থেকেই সৃষ্টি হয় স্বদেশপ্রেম।

ইতিহাসের পাতায় স্বদেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত: দেশপ্রেম ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্ব পেয়ে এসেছে প্রাচীনকাল থেকে। প্রাচীনকালে পুরান মহাকাব্যে ও ইতিকাহিনিতে আমরা দেখতে পাই, দেশকে ভালোবেসে কত মানুষ অকাতরে প্রাণ দিয়েছে। ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় 'দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ' হিসেবে বলা হয়েছে। মাতৃভূমি ও ইসলাম রক্ষার জন্য মুসলমানরা প্রাণ দিয়েছেন অকাতরে। স্বদেশের জন্য আমাদের দেশের মানুষের আত্মত্যাগ অসীম। তিতুমীর, ক্ষুদিরাম, সূর্য সেন, সিরাজউদ্দৌলাসহ অসংখ্য দেশপ্রেমিক দেশের জন্য হাসতে হাসতে জীবন উৎসর্গ করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ৩০ লাখ মানুষ তাদের মূল্যবান জীবন দিয়ে স্বদেশ প্রেমের এক উজ্জ্বল নজির রেখে গেছেন। তাদের এই আত্মত্যাগের কাহিনি পৃথিবীর ইতিহাসে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করে।

স্বদেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ও দৃষ্টান্ত: দেশপ্রেমিক মাত্রই দেশকে ভালোবাসেন। স্বদেশপ্রেম মানবচিত্তে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ সময়ে, বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে তা জেগে ওঠে। দেশাত্মবোধ ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ভেদ ভুলে একই ভাব-চেতনায় সকলকে উদ্বুদ্ধ করে। আবার দেশ যখন পরাধীনতার নাগপাশে বন্দী হয়, ভিনদেশি শাসক-শোষকের নির্যাতনে দেশের মানুষের যখন নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম হয় তখন স্বদেশপ্রেম জাতীয় জীবনে জাগ্রত হয়। দেশপ্রেমিক দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য নির্দ্বিধায় জীবন উৎসর্গ করেন। যুগে যুগে অনেক মনীষী দেশের কল্যাণে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দেশপ্রেমের বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন। উপমহাদেশের তিতুমীর, রানা প্রতাপ, শিবাজী, ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন, প্রীতিলতা, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।
স্বদেশের প্রতি প্রেম সর্বদাই উদার এবং খাঁটি। এর প্রেম আত্মপ্রেমকেও ছাড়িয়ে যায়। স্বদেশের প্রতি প্রেমের এই নিতান্ত সত্য দিকটি এড্ডুইন আর্নলেন্ডের ভাষায় চমৎকার ফুটে উঠে, "জীবনকে ভালোবাসি সত্য, কিন্তু দেশের চেয়ে বেশি নয়।" প্রকৃত অর্থে স্বদেশপ্রেমী কখনও ছোট মনমানসিকতার অধিকারী হয় না। নিজ স্বদেশের কল্যাণ ও উন্নতি কি করে করা যায় তা-ই একজন প্রকৃত স্বদেশপ্রেমীর চিন্তার মূল বিষয়।

বাংলাদেশে স্বদেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত: যুগে যুগে এ পৃথিবীতে অসংখ্য দেশপ্রেমিক জন্মেছেন। তাঁরা নিজ দেশের জন্য আত্মত্যাগ স্বীকার করে নিজ দেশ ও বিশ্বের কাছে অমর হয়েছেন। এখনো দেশের লক্ষ কোটি জনতা দেশের সামান্য ক্ষতির আশঙ্কায় বজ্র কণ্ঠে গর্জে উঠে। তাইতো বলা হয়-

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ, যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

দেশপ্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। বাংলাদেশে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর প্রমুখ দেশপ্রেমের অম্লান স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের সাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের আত্মদান করেছেন অসংখ্য ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, মা, বোন সহ সাধারণ মানুষ। এছাড়া শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ইতালির গ্যারিবালডি, তুরস্কের মোস্তফা কামাল পাশা প্রমুখ ব্যক্তিগণ বিশ্বঅঙ্গনে দেশপ্রেমের উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ দেশের জনগণ মায়ের আদর, স্নেহ, ভালোবাসার মতো দেশমাতৃকার প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করেছে। ৫২, ৫৪, ৬৬, ৬৯ সালে রক্ত দিয়ে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে ৩০ লাখ শহিদের বিনিময়ে এ মাটিকে শত্রুমুক্ত করেছে।

স্বদেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ও অন্যায়: প্রকৃতপক্ষে স্বদেশপ্রেমের উদ্ভব আত্মসম্মানবোধ থেকে। যে জাতির আত্মসম্মানবোধ যত প্রখর, সে জাতির স্বদেশপ্রেম তত প্রবল। স্বদেশপ্রেম এক প্রকার পরিশুদ্ধ ভাবাবেগ। নিঃস্বার্থ হিংসাহীন দেশপ্রেমই প্রকৃত স্বদেশপ্রেম। ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডি উপেক্ষা করে বৃহত্তম স্বার্থের দিকে মন যখন পরিচালিত হয়; যখন আত্মকল্যাণ অপেক্ষা বৃহত্তম কল্যাণবোধ সক্রিয় হয়ে ওঠে, তখন জ্বলে ওঠে স্বদেশের প্রতি ভালোবাসার নিষ্কলুষ প্রদীপ শিখা।

স্বদেশপ্রেমিকের দেশ সেবার পথে বাঁধা অনেক, অত্যাচার সীমাহীন। কিন্তু পথের ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত তাদের দৃঢ় বলিষ্ঠ পদক্ষেপের কাছে মিথ্যা প্রমাণিত হয়। ইতিহাসের পানে তাকালে এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত মেলে। পরদেশি কিংবা স্বৈরশাসকের রক্তচক্ষু কিংবা উদ্যত অস্ত্র নিবৃত্ত করতে পারে না। বাংলাদেশের ইতিহাস স্বদেশপ্রেমের গর্বে গর্বিত। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং সর্বশেষে ১৯৯০ সালে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণ অভ্যুত্থান আমাদের স্বদেশপ্রেমের প্রমাণ দেয়।

দেশপ্রেমের প্রায়োগিক ক্ষেত্রসমূহ: দেশপ্রেম শব্দটি কেবল একটি নির্দিষ্ট ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের প্রতিটি কাজে-কর্মে, আচার-আচরণে, চলনে-বলনে, পোশাক-পরিচ্ছদে দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটে এবং দেশপ্রেমকে জাগিয়ে তোলা যায়। সংস্কৃতি দেশের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই নিজ দেশকে ভালোবাসা মানে দেশীয় সংস্কৃতিকে নিজ হৃদয়ে লালন করা। বিশ্বায়নের প্রভাবে আমরা পরিচিত হচ্ছি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সাথে। আমাদের দেশের তরুণ সমাজ আজ নিজ সংস্কৃতি ভুলে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে অন্ধ অনুকরণ করছে। তাদের কথা-বার্তা, চাল-চলন, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভাস, রুচি প্রভৃতি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। কিন্তু এ অবস্থা চলতে দেওয়া যাবে না। নিজস্ব সংস্কৃতি ঐতিহ্যকে লালন করে একে আরও যুগোপযোগী করে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। পালন করতে হবে এবং সৎ থাকতে হবে। কারণ এর মাধ্যমেই বিদেশিরা আমাদের দেশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে। তাই সবসময় চেষ্টা করতে হবে কীভাবে বিশ্বের দরবারে আমাদের দেশকে মর্যাদার সামনে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

দেশপ্রেম ও রাজনীতি: বস্তুত রাজনীতিবিদ হওয়ার প্রথম ও প্রধান শর্তই হলো দেশপ্রেম। স্বদেশপ্রেমের পবিত্র বেদিমূলেই রাজনীতির পাঠ। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ রাজনীতিবিদ দেশের সদা জাগ্রত প্রহরী। পরাধীন বাংলাদেশের দিকে দিকে যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠেছিল, তাদের সবারই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পরাধীনতার বন্ধন থেকে দেশজননীর শৃঙ্খল মোচন। তাদের অবদানেই আজ দেশ স্বাধীন। আজও দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিদ্যমান। রাজনীতির রক্তামঞ্চে এখনো কত নতুন দলের আবির্ভাব ও নিষ্ক্রমণ।

কিন্তু অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই মহত্তর, বৃহত্তর কল্যাণবোধ থেকে ভ্রষ্ট। ব্যক্তি এবং দলীয় স্বার্থ চিন্তাই অনেক ক্ষেত্রে প্রবল। দেশের স্বার্থে, জাতির স্বার্থে মানুষের প্রয়োজনে সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার সাধনা, দেশপ্রেমের অঙ্গীকার ও স্বার্থকতা তা এখন প্রায়ই অনুপস্থিত। রাজনীতি সর্বস্ব দেশপ্রেম প্রকৃতপক্ষে ধ্বংস ও সর্বনাশের পথকেই করে প্রশস্ত।

সাহিত্যের আয়নায় দেশপ্রেম: সাহিত্যের আয়নায় দেশপ্রেম এক ভিন্ন আঙ্গিকে ফুটে উঠেছে। মানুষের মধ্যে দেশপ্রেমের জাগরণ ঘটাতে সাহিত্য ও সংস্কৃতি উজ্জীবনীশক্তি হিসেবে কাজ করে। এদেশের কবিগুরুরা দেশপ্রেমকে ফুটিয়ে তুলেছেন তাদের কবিতায়, গানে, নাটকে, উপন্যাসে প্রভৃতি উৎসের মাধ্যমে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, নজরুল, জীবনানন্দ দাস সহ প্রমুখ ব্যক্তিত্বরা। ব্রিটিশ আমলে বাংলা সাহিত্যের গোড়া পত্তন শুরু হলেই প্রকাশিত হয় তাদের উল্লেখযোগ্য কিছু কাব্য যথাঃ নীলদর্পণ, আনন্দমঠ, মেঘনাদ বদ ইত্যাদি। এই কাব্যে তারা দেশপ্রেমের আকুতি ও গুরুত্ব খুব সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলে বাংলা সাহিত্যকে করেছেন সার্থক। মানুষের মধ্যে আদর্শবোধ, দায়িত্ববোধ সৃষ্টিতে সাহিত্য অনেকটা সম্মোহনীশক্তির মতো কাজ করে। মানুষের মনে দেশের জন্য কাজ করার বোধটি অনেক সময় সাহিত্য তৈরি করে দেয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বলেছেন-

"জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়, শত ধিক তারে।"

এ রকম অনেক কবিতা বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছে অনেক সাহসী তরুণকে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এদেশে ছাত্র-জনতা মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে বুকের তাজা রক্তে রাজপথ রাঙিয়ে দিয়েছিল। তারা প্রতিষ্ঠিত করেছে মাতৃভাষার মর্যাদা।

বাংলা কাব্যে দেশপ্রেম: সতেরো শতকের কবি আব্দুল হাকিম তার নূরনামা কাব্যে বঙ্গবাণী কবিতায় দেশের প্রতি গভীর উপলব্ধি ও বিশ্বাসের কথা নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করেছেন। তিনি যাদের স্বদেশের প্রতি অনীহা তাদের ধিক্কার দিয়েছেন।

'যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।'

কবি কায়কোবাদ পদ্মা, মেঘনা, যমুনা বিধৌত বাংলাদেশের মানুষকে একান্ত আপন ভেবে বলেছেন;

'হৃদয় আমার বাংলার লাগি
যে দেশেই থাকি সদা থাকি জাগি,
স্বর্গ হতেও শ্রেষ্ঠ সে আমার
বাংলা আমার অমিয় ধারা।'

কবি জীবনানন্দ দাশ বাংলাদেশকে সমগ্র মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসে রূপসী বাংলা কাব্যগ্রন্থে বলেছেন- 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর।'

তরুণ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য স্বদেশের ভালোবাসার শির উঁচু করে 'পূর্বাভাস' কাব্যগ্রন্থে হুংকার দিয়ে বলেছেন-

'হয় ধান নয় প্রাণ এ শব্দে
সারাদেশ দিশেহারা
একবার মরে ভুলে গেছে আজ
মৃত্যুর ভয় তারা।'

কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত সারা পৃথিবী বিচরণ করে মাতৃভূমিকে স্মরণ করে লিখেছেন-

'বহুদেশ দেখিয়াছি, বহু নদ দলে
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ স্রোতরূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে।'

রবীন্দ্রনাথ উগ্রজাতীয়বাদকে ধিক্কার দিয়ে নিজের জন্মভূমিকে বিশ্বের মধ্যে সমর্পণ করে বলেছেন-

'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্ব মায়ের আঁচল পাতা।'

দেশজননী বিশ্বজননী এক ও অভিন্ন। কারণ দেশজননীর বক্ষের ওপর বিশ্বজননীর আঁচল পাতা।

দেশপ্রেমের উপায়: "স্বদেশের উপকারে নাই যার মন/কে বলে মানুষ তারে পশু সেই জন।"

পবিত্র ইসলাম ধর্মে ঘোষিত হয়েছে 'দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ'। পৃথিবীতে এমন কোনো ধর্ম নেই যেখানে দেশকে ভালোবাসার নির্দেশ দেয়া হয় নি। দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মত্যাগকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। মানুষ জীবনে যেকোনো সময় যেকোনো স্থান থেকে দেশকে ভালোবাসতে পারে। স্বীয় দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের মধ্য দিয়ে দেশপ্রেম নিহিত। দেশের কল্যাণে ও অগ্রগতিতে ভূমিকা রেখে, বিশ্বসভ্যতায় অবদান রেখে দেশের গৌরব বাড়ানো যায়। বস্তুত নিজের দৈন্যদশাকে তুচ্ছ করতে হবে এবং দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে।

দেশপ্রেমের উপায় অনেক রকম। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ যেমন দেশপ্রেমের পরিচায়ক, তেমনি সাহিত্য, শিল্পকলা বা অন্যান্য জাতীয় স্বার্থের ক্ষেত্রে কাজ করাও দেশপ্রেমের লক্ষণ। তাই প্রত্যেকের কাজ হবে যার যার ক্ষেত্রে দেশের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে দায়িত্ব পালন করা যাতে দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয়। তাহলে সবাই নিজ নিজ কাজের মাধ্যমে দেশপ্রেমের পরিচয় দিতে সক্ষম হবে।

দেশপ্রেম নিজের দেশকে জানতে শেখায় ভালোবাসতে শেখায়। দেশপ্রেমের মাধ্যমেই বিশ্বপ্রেমে পৌঁছানো যায়। ফলে বিশ্ব মানবতার মহান আদর্শের সম্প্রসারণ ঘটে। হৃদয়ে স্বদেশপ্রেমের অনির্বাণ শিখা জ্বালাতে হবে, এই প্রেমকে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিয়োজিত করে বলতে হবে-

'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা।'

স্বদেশপ্রেম শিক্ষা: দেশকে ভালোভাসতে শিখলেই দেশের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করার মনোবৃত্তি গড়ে উঠবে। যদিও স্বদেশপ্রেম মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, তবুও এ গুণটি অর্জন করতে হয়। আর এ গুণ অর্জনের জন্য দেশের সুদিন দেশের উন্নয়নে তৎপর থাকতে হবে। দেশ সম্বন্ধে জানতে হবে। দেশের মাটি ও মানুষকে ভালোবাসতে হবে। তাহলেই দেশপ্রেমের মহৎ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া যাবে।

ছাত্রজীবনে স্বদেশপ্রেমের শিক্ষা: ছাত্ররাই দেশের ও জাতির ভবিষ্যত কর্ণধার। দেশের উন্নতি ও জাতির আশা পূরণের আশ্রয়স্থল। তাই দেশ ও জাতির প্রতি গভীর মমত্ববোধ ছাত্রজীবনেই জাগিয়ে তুলতে হবে। দেশকে ভালোবাসার জীবনমন্ত্রে দীক্ষিত হতে হবে। ছাত্রদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে পারলেই দেশের স্বার্থে প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। তাদের কণ্ঠে উচ্চারিত হবে বিদ্রোহী কবির বাণী-

"আমরা রচি ভালোবাসার আশায় ভবিষ্যৎ
মোদের স্বর্গ পথের আভাস দেখায় আকাশ ছায়াপথ,
মোদের চোখে বিশ্ববাসীর স্বপ্ন দেখা হোক সফল
আমরা ছাত্রদল।"

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণে আমাদের করণীয়: জন্মের পর থেকেই আমাদের হৃদয়ে দেশের প্রতি ভালোবাসা তৈরি হতে থাকে। এটি এমন একটি বিষয় যা কখনো শিখিয়ে দিতে হয় না। এটি জন্মসূত্রেই মানুষের মধ্যে তৈরি হয়ে যায়। তারপরও দেশপ্রেমকে জাগিয়ে তোলার জন্য উদ্বুদ্ধকরণের প্রয়োজন আছে। রাজনীতির প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হলো দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণ-সাধন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজনীতিবিদরা উৎসর্গ করেছিলেন তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, জীবন। ভিনদেশি শাসকের হাতে তাদের নির্যাতিত হতে হয়েছে, কারারুদ্ধ অবস্থায় থাকতে হয়েছে দিনের পর দিন। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে রাজনীতির সেই ধারা অব্যাহত নেই। দেশ-জাতি তথা জনগণের কল্যাণ নয়, ক্ষমতাই এখন তাদের প্রধান লক্ষ্য। তাদের ক্ষমতার কাছে, দাপটের কাছে লজ্জিত হয় মানবাধিকার, ভূলুণ্ঠিত হয় মানবতা। রাজনীতির এই পচনের জীবাণু সমাজনীতিকেও আক্রমণ করেছে। আদর্শ নয়, অর্থবিত্ত ও ক্ষমতাই আমাদের বর্তমান সমাজের চালিকাশক্তি। এখানে ন্যায়, নীতি, সততার স্থান প্রায় নেই বললেই চলে। অথচ রাজনীতির মতো সমাজনীতিরও লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন মানবকল্যাণ।

স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম: মানুষ বৃহত্তর অর্থে এ পৃথিবীর সন্তান। তাই দেশের প্রতি যেমন প্রত্যেক মানুষের ভালোবাসা রয়েছে, বিশ্বের প্রতিও অনুরূপ। স্বদেশপ্রেম মূলত বিশ্বপ্রেমেরই একটি অংশ। স্বদেশপ্রেমের মধ্য দিয়েই জাগ্রত হয় বিশ্বপ্রেমের মহান চেতনা। একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক কখনো অন্য দেশের অকল্যাণের কথা ভাবতে পারে না। তার দেশপ্রেমই তাকে জানিয়ে দেয়- এ বিশ্বের প্রতিটি মানুষই তার আত্মীয়। 'সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' এ বোধই বিশ্বপ্রেম সৃষ্টি করে। সংকীর্ণ অন্ধ জাতীয়তাবোধ থেকে মুক্তির উপায় এই বিশ্বপ্রেম।

অন্ধ/উগ্র স্বদেশপ্রেমের পরিণতি: স্বদেশপ্রেম দেশ ও জাতির গৌরবের বস্তু। কিন্তু অন্ধ স্বদেশপ্রেম ধারণ করে ভয়ংকর রূপ। জাতিতে জাতিতে সংঘাত ও সংঘর্ষ অনিবার্য করে তোলে অন্ধ স্বদেশপ্রেম। আমরা স্বদেশের জয়গান গাইতে গিয়ে যদি অপরের স্বদেশপ্রেমকে আহত করি, তবে সেই স্বদেশপ্রেম বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে ডেকে আনে ভয়াবহ রক্তাক্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাত। চলমান বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্র কর্তৃক দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আগ্রাসী মনোভাব অন্ধ স্বদেশপ্রেমেরই বহিঃপ্রকাশ। অন্ধ স্বদেশ প্রেমাসক্ত নীতি বিশ্বকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে পারে, পারে মানবতার বিপর্যয় ঘটাতে।

দেশপ্রেম যেখানে মানুষের এক উন্নতবৃত্তি, সেখানে তা ত্যাগ তিতিক্ষার মহৎ বৈভবে উদ্ভাসিত, সেখানে তা গৌরবের বস্তু, অহংকারের বিষয়। কিন্তু দেশপ্রেম যেখানে অন্ধ ও উগ্র, সেখানে জাতির জীবনে তা বিপজ্জনক। সেখানে তা ডেকে আনে এক ভয়াবহ সর্বনাশা পরিণতি। উগ্র দেশপ্রেম দিকে দিকে শুধু স্বজাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। জার্মানির হিটলারের উগ্র দেশপ্রেমের কারণে লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। তাই চির অকল্যাণকর উগ্র দেশপ্রেমের মানসিকতা থেকে আমাদেরকে দূরে চলে আসতে হবে।

বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি ও দেশপ্রেম: বর্তমানের এই আধুনিক সমাজে মানুষের মধ্যে দেশপ্রেমের চেতনা দিন দিন লোপ পাচ্ছে। মানুষ দিন দিন আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে এবং নিজের স্বার্থের দিকেই বেশি ঝুঁকে পড়ছে। দেশ ও দেশের মানুষের কথা না ভেবে দেশের ক্ষতি করে নিজেদের উদরপূর্তি করছে। তারা দেশপ্রেমের চেতনাকে ভুলে গিয়ে নিজ স্বার্থকে বড় করে দেখছে। এই ধরণের মানসিকতার কারণে ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে আর গরিবেরা দিন দিন আরও গরিব হচ্ছে। তাই এই ধরণের মানসিকতা থেকে আমাদের বেরিয়ে এসে দেশের ও দশের উন্নয়নে কাজ করতে হবে।

উপসংহার: স্বদেশের প্রতি যার ভালোবাসা নেই সেই ব্যক্তি পশুর সমান। স্বদেশপ্রেম মানুষের জীবনের অন্যতম মহৎ চেতনা। এটি মানুষকে ধর্ম, বর্ণ, জাতিগত সকল সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই মানুষ দেশের কল্যাণে কাজ করে। যথার্থ দেশপ্রেমিক নিজ স্বার্থের ঊর্ধ্বে দেশকে স্থাপন করেন। আমাদের সকলকে স্বার্থহীন দেশপ্রেমিক হতে হবে। কেবল কথায় নয়, মেধায়- মননে, চিন্তাচেতনায়, কর্মে দেশপ্রেমকে স্থান দিতে হবে। তবেই আমাদের দেশ একদিন সত্যিকারের সোনার বাংলায় পরিণত হবে, সার্থক হবে শহিদদের আত্মত্যাগ, বিশ্বের দরবারে আমরা বিশ্বপ্রেমিক জাতি হিসেবে পরিচিত হব।

দেশপ্রেম মানবজীবনের একটি শ্রেষ্ঠ গুণ ও অমূল্য সম্পদ। একটি মহৎ গুণ হিসবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই দেশপ্রেম থাকা উচিত। সুতরাং, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ ও জাতির জন্য কিছু না কিছু অবদান রাখা প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিকের একান্ত দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য। সেজন্য আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। স্বার্থপরতা ত্যাগ করে দেশের কল্যাণে সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে হবে। তাহলেই দেশ, সামাজিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে অগ্রসর হতে সক্ষম হতে পারবে।

দেশের কল্যাণের জন্য যদি আমরা ছাত্রসমাজ সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে পারি এবং দেশের কাজে লাগাতে পারি, তবেই দেশপ্রেমের সার্থক পরিচয় দেওয়া যাবে। এই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই আমরা উচ্চারণ করি-

'আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালোবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।'

ব্যক্তিস্বার্থের উপরে স্থান দিতে হবে স্বদেশপ্রেমকে। জীবনের মূলে জাগিয়ে রাখতে হবে দেশপ্রেমের চেতনা। তাহলেই স্বাধীন জাতির মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকা যাবে।

ভূমিকা/অবতরণিকা; স্বদেশপ্রম কী; স্বদেশপ্রেমের স্বরূপ; স্বদেশপ্রেমের বৈশিষ্ট্য; স্বদেশপ্রেমের অনুভূতি; স্বদেশপ্রেমের অভিব্যক্তি; দেশপ্রেমের মূল্য; দেশপ্রেমিকের আদর্শ; স্বদেশপ্রেমের প্রভাব; দেশপ্রেমের অভাব; স্বদেশপ্রেমের উৎস; ইতিহাসের পাতায় স্বদেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত/স্বদেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ও দৃষ্টান্ত; বাংলাদেশে স্বদেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত/নিদর্শন; স্বদেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ও অন্যায়; বাঙালির স্বদেশপ্রেম; দেশপ্রেমের প্রায়োগিক ক্ষেত্রসমূহ; বাংলা কাব্যে দেশপ্রেম; কুরআন হাদিসে দেশপ্রেম/ইসলাম ও দেশপ্রেম; স্বদেশ ও বিশ্বপ্রেমের সম্পর্ক; দেশপ্রেমের উপায়; স্বদেশপ্রেম শিক্ষা; ছাত্রজীবনে স্বদেশপ্রেমের শিক্ষা; দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণে আমাদের করণীয়; দেশপ্রেম উজ্জীবনে সাহিত্য ও সংস্কৃতি/ সাহিত্যের আয়নায় দেশপ্রেম; দেশপ্রেম ও রাজনীতি; স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম; অন্ধ স্বদেশপ্রেমের পরিণতি/দেশপ্রেমের উগ্রতা; বর্তমান পরিস্থিতি ও দেশপ্রেম; উপসংহার

বিগত HSC পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

সাজেশন		১. নৈতিকতা ও মূল্যবোধ	পৃষ্ঠা
★★★	০১.	**স্বদেশপ্রেম** *[ঢা. বো. '১১; রা. বো. '১৭, '১৪, '০৬; য. বো. '২৪, ১৬, ১২. '০৬, '০৩; কু. বো. '২৪, '১০, '০৬, '০২: চ. বো. '১৯, ১৬, ১৩, ০৮, ০৬; সি. বো. '১৯, '১৪, '০৭, ০৫: ব. বো. '২৪, '১৭, '১৪, '০৯, ০৬; দি. বো. '২৪, '১৯, '১৭, ১৩, ০৯]* *অথবা,* **দেশপ্রেম** *[ঢা. বো. '০৭, '০৩; রা. বো, '০৪; কু. বো. '০৪; চ. বো. '২৩]* *অথবা,* **জাতীয় জীবনে দেশপ্রেমের গুরুত্ব** *[রা. বো. '১৯]*	
★	০২.	*অথবা,* **সময়ের মূল্য** *[রা. বো. '২৪; সি. বো. '১০]* *অথবা,* **সময়ানুবর্তিতা,**	
★★	০৩.	**অধ্যবসায়** *[ঢা. বো. '১৭, '১৩; রা. বো. '১৫; য. বো. '১৭; কু. বো. '১৪; চ. বো '২৩; সি. বো. '২৩; ব. বো. '১৭: দি. বো, '১৪]*	
★	০৪.	**যুদ্ধ নয়, শান্তি** *[ঢা. বো. '২৪, '০৪; কু. বো, '২৪; চ. বো. '০৭: দি. বো. '২৪]* *অথবা,* **যুদ্ধমুক্ত বিশ্ব** *[য, বো, '০৪]* *অথবা,* **বিশ্বশান্তি** *[য. বো, '১৩]*	
★	০৫.	**শিষ্টাচার** *[য.বো.০৮; কু.বো.১৬,১২,০৭; চ.বো.১৪;১২,০৫: সি.বো.০৪; ব.বো, ১৩; ম.বো.২৪]* *অথবা,***শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ** *[ঢা.বো.২৪]* *অথবা,***শুদ্ধাচার** *[ব.বো. ২৩]* *অথবা,* **মানবজীবনে শিষ্টাচার** *[ঢা. বো. '১৫]* *অথবা,* **আদব-কায়দা** *[রা. বো. '১৬]* **নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ** *[ব. বো. '১২]*	
★	০৬.	**শ্রমের মর্যাদা** *[রা. বো. ২০০০; সি. বো. '০৮; ব. বো. '০৮; দি. বো. ১০]* *অথবা,* **শ্রমের মূল্য** *অথবা,* **জাতীয় উন্নয়নে শ্রমের গুরুত্ব**	
★	০৭.	**মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য** *[দি. বো. '২৩]*	
★★	০৮.	**যুবসমাজের অবক্ষয়ের কারণ ও প্রতিকার** *[সি. বো. '০২]*	

		২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	
★★★	০৯.	**দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি** *[চ. বো. '২৩, '০৩; রা. বো. '০৩; য. বো. '১৬; সি. বো. '১৪, ০৭]* *অথবা,* **সভ্যতার বিকাশে বিজ্ঞান** *[কু. বো. '১৫]* *অথবা,* **বিজ্ঞানের সুফল ও কুফল***[রা.বো.২৪]* *অথবা,* **বিজ্ঞান ও আজকের জীবন***[কু.বো.০৪]* *অথবা,***দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব***[কু. বো.০৯]* *অথবা,* **বিজ্ঞান ও আধুনিক জীবন** *[ঢা. বো. '০৮: য. বো, '১১, '০৪]* *অথবা,* **আধুনিক জীবন ও বিজ্ঞান** *[কু. বো. '১১, '০৮; চ. বো. '০১; সি. বো. '১২]* *অথবা,* **সভ্যতার অগ্রগতিতে বিজ্ঞানের অবদান** *[চ. বো. '০৩]* *অথবা,* **বিজ্ঞান ও আধুনিক সভ্যতা** *[ঢা. বো. '১২; চ. বো. '০৬: দি. বো. '১২]* *অথবা,* **বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ** *[ঢা. বো. ২৩]* *অথবা,* **দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান** *[দি. বো. '১৭]* *অথবা,* **আধুনিক জীবন ও প্রযুক্তি** *[ব. বো. '০৪, '০১; ঢা. বো. ০৩]* *অথবা,* **বিজ্ঞান ও বর্তমান প্রযুক্তি** *[রা. বো. '০৮: সি. বো, '০৬: ব. বো. '০৮]* *অথবা,* **মানবকল্যাণে বিজ্ঞান** *[ঢা. বো. '০৭; রা. বো, '১০, '০৬; য. বো. '১২, '০৮, ০৫, ০৩: চ. বো. '১৩, '০৮; সি. বো. '১৩, ০৪; দি. বো. '২৩]* *অথবা,* **মানবকল্যাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি** *[রা. বো. '১৫, '০৪; কু. বো. ১৩, ০৫; চ. বো. '১৬; ব. বো. ১৫, ০৫; দি. বো. '১৯, '১০; ম. বো. '২৩]*	
★★★	১০.	**আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ও বাংলাদেশ** *[ঢা.বো.১৬,১৪,০৯; রা.বো.১৭,১৩; য.বো.২৪, ২৩, ১৯; কু.বো. ২৪, ২৩, ১৭; চ.বো. ১৯; সি.বো. ১৯; ব.বো. ১৪; দি.বো,১৬,১৪]* *অথবা,* **তথ্যপ্রযুক্তি ও উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ** *[রা. বো. '১৯]* *অথবা,* **আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ও বর্তমান বাংলাদেশ***[সি.বো.২৩;ব.বো, ১৯]* *অথবা,* **জাতীয় উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তি** *[রা. বো. '২৩; ব. বো. ১২]* *অথবা,* **বাংলাদেশের উন্নয়নে তথ্য-প্রযুক্তির ভূমিকা***[ব.বো.১০; চ.বো.১৪]* *অথবা,* **আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ও আমাদের জীবন** *[কু. বো. '১৪]* *অথবা,* **তথ্য-প্রযুক্তির মহাসড়কে বাংলাদেশ** *[রা. বো. '১৬]* *অথবা,* **বিজ্ঞান ও আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি** *[ব. বো. '১৬]* *অথবা,* **শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার** *[কু. বো. ১৬; ম. বো. '২৪]*	
★★★	১১.	**কম্পিউটার ও আধুনিক সভ্যতা** *[ঢা. বো. '০৪; য. বো. '০৬; চ. বো. '০৬; সি. বো. '১৩; ব. বো. ০৭]* *অথবা,* **দৈনন্দিন জীবনে কম্পিউটার** *[য. বো, '১০]* *অথবা,* **কম্পিউটার: আধুনিক সভ্যতার সোপান** *[কু. বো. '১০]* *অথবা,* **কম্পিউটার: আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়** *[রা. বো. '০১]* *অথবা,* **আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিতে কম্পিউটার** *[কু. বো. '০৬, '০৩]* *অথবা,* **কম্পিউটার ও আধুনিক বিশ্ব** *[চ. বো. '০৯; দি. বো. '০৯]* *অথবা,* **কম্পিউটার বিজ্ঞানের এক বিস্ময়**	
★	১২.	**ইন্টারনেট ও আজকের বিশ্ব** *[ঢা. বো. '১০; রা. বো. '১১; কু. বো. '০৭; চ. বো. ১২: সি. বো. '১১, '০৯; দি. বো. '১৫]* *অথবা,* **ইন্টারনেট** *[য. বো. '১৫]* *অথবা,* **ইন্টারনেট: বিশ্বের সেতুবন্ধন** *[চ. বো. '০৭; য. বো. '০৯]* *অথবা,* **ইন্টারনেট ও বর্তমান বাংলাদেশ** *[সকল বোর্ড '১৮]*	
	১৩.	**ডিজিটাল বা স্মার্ট বাংলাদেশ***[কু.বো.১২;চ.বো,২৪;ব.বো.১৩:দি.বো.১০;ম.বো,২৪]* *অথবা,* **ডিজিটাল বাংলাদেশ***[ব.বো.২৪]* *অথবা,* **প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশ**	
★	১৪.	**বিদ্যুৎ ও আধুনিক জীবন** *[ঢা, বো. ১৯, '১৭, ০৫; স. বো. '০৩]* *অথবা,* **বর্তমান সভ্যতায় বিদ্যুতের অবদান***[ঢা, বো, '০১; রা. বো. '০২]* *অথবা,* **বিদ্যুৎ ও বর্তমান সভ্যতা** *[ব. বো. ১১, '০৬]* *অথবা,* **বিদ্যুৎ সংকট ও তার প্রতিকার** *[চ. বো. ১০]* *অথবা,* **শিল্পোন্নয়নে বিদ্যুৎ**	
★★★	১৫.	**কৃষিকাজে বিজ্ঞান** *[ঢা.বো,২৪, ১৫, ১৪, ১৩, ১১; য.বো. ১৭, ১৪; রা.বো, ০৩; সি.বো. ১৬, ১৫; ব. বো. ১৭; দি,বো. ১১]* *অথবা,* **কৃষিতে বিজ্ঞান** *[চ. বো. ১১]* *অথবা,* **কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞান** *[রা, বো, '১৪, '০৩: য. বো, '১৪; সি. বো, '০৩]* *অথবা,* **বাংলাদেশের কৃষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি** *[কু. বো. '১৯]* *অথবা,* **কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ** *[রা.বো,'০৭; ব.বো.'০৯: দি,বো. '১৩]* *অথবা,* **কৃষিকার্যে বিজ্ঞানের অবদান** *[রা. বো. '০৯]*	
★	১৬.	**চিকিৎসাক্ষেত্রে বিজ্ঞান** *[ব. বো. '২৩]* *অথবা,* **চিকিৎসাক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি** *[দি. বো. '২৪]*	
★★	১৭.	**শিক্ষা ক্ষেত্রে বিজ্ঞান**	

		৩. জাতীয় চেতনা	
★	১৮.	**বিজয় দিবস** *[রা. বো. '১৩; কু. বো. '০২]* *অথবা,* **১৬ ডিসেম্বর** *[চ. বো. '০৩]* *অথবা,* **জাতীয় জীবনে বিজয় দিবসের তাৎপর্য** *[রা. বো. '২৪; ব. বো. '০৬; সি, বো, '১২; দি, বো, '১৬; ব. বো, '২৪]*	

★	১৯.	মহান একুশে ফেব্রুয়ারি *[য. বো. ২০০০]* *অথবা,* অমর একুশে *[ম. বো. '২৪]* *অথবা,* একুশের চেতনায় '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ *[য. বো. '১৯]* *অথবা,* একুশের চেতনা *[চ.বো,১১, '০৯; সি,বো, '১১, '০৫; ব.বো. '১১; দি,বো. ১৫]* *অথবা,* একুশের চেতনা ও বর্তমান বাংলাদেশ *[ঢা. বো, '২৩]* *অথবা,* অমর একুশে *[ঢা.বো.'০৫; রা.বো.১৫; কু.বো,'১৫:'১১; ব.বো.'১৩,'০৭: ম.বো.'২৪]* *অথবা,* একুশ বাঙালির অহংকার *[ঢা. বো. '১৯; সি. বো. '১৭]* আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস *[ঢা. বো. ১১; য. বো, '১৩, '১১, ০৭, ০৫; কু. বো, '২৪, '০৯, ২০০০; চ. বো. ১৯, ০২; সি. বো. '১৫; দি. বো. ১২]* *অথবা,* একুশের চেতনা বা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস *[ব. বো, '১৭]*
★	২০.	মুক্তিযুদ্ধের চেতনা *[রা. বো. '১৭; য. বো. '১৩: কু. বো. '০৮, ০৩: চ. বো. '২৪, '১৪; '১২; ব. বো. '১৫, '১২]* *অথবা,* মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বাংলাদেশ *[কু. বো, '২৩]* *অথবা,* মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আমাদের দেশপ্রেম *[ঢা. বো, '১৬; সি. বো. '২৩; ব. বো. '২৩]* *অথবা,* মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আজকের বাংলাদেশ *[কু. বো. '১৯]* *অথবা,* মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ *[কু. বো. '১৬; দি. বো. '২৩]* *অথবা,* মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আমাদের করণীয় *[সকল বোর্ড ১৮; ঢা.বো, '২৪]* *অথবা,* আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও দায়িত্ববোধ *[য.বো.১৫]* *অথবা,* জাতীয় জীবনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা *[ঢা.বো. ১৭; য.বো.২৪,২৩, ১৭, ০৮; ব.বো. ১০]*
	২১.	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক মুক্তি *[রা. বো. ১৯; ঘ. বো, ২৪; কু. বো. ১১; চ. বো. ০৪]* *অথবা,* মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ *[ঢা. বো. ২০০০]* *অথবা,* আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম *[ঢা. বো. '১০, '০৭; সি. বো. '০৮]* *অথবা,* আমাদের মুক্তিযুদ্ধ *[সি. বো. '১৩; দি. বো. '১৫]* *অথবা,* বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ *[য. বো, '১১: চ. বো. '১০]* *অথবা,* বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম *[ঢা. বো. '১৪]*
★	২২.	বাংলা নববর্ষ *[ঢা. বো. '১৩]* *অথবা,* পহেলা বৈশাখ *অথবা,* বাঙালির সর্বজনীন উৎসব
★★	২৩.	রূপসী বাংলাদেশ *[রা.বো.০৭,০৩: য.বো.১৯; কু.বো.০৫: চ.বো,১৭,০৭,০২: সি.বো.২৩; ব.বো.১৬,০৩,০১: দি.বো.১৭]* *অথবা,* প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে ভরা বাংলাদেশ *[য.বো.১৩]*
★★	২৪.	ষড়ঋতুর বাংলাদেশ *[ঢা. বো, '১৪, ২০০০; কু. বো, '০১: য. বো, ০১]* *অথবা,* বাংলাদেশের নিসর্গে ষড়ঋতুর প্রভাব *[য. বো. '০১]* *অথবা,* বাংলাদেশের ষড়ঋতু *[ঢা. বো. '০৭]* *অথবা,* বাংলাদেশের ঋতু বৈচিত্র্য *[দি. বো. '১৬]* *অথবা,* রূপসী বাংলা *[য. বো. '০৪; সি. বো. '০৬]*
★	২৫.	শীতের সকাল *[রা. বো. '১৪, '১১. '০৬; চ. বো, '১২, ০৫; কু. বো, '১৪, ০৩; সি. বো, '১৫, '১৩; দি, বো. '০৯]* *অথবা,* শীতকাল *[রা. বো, '০২]* *অথবা,* একটি শীতের সকাল *[য. বো,'১৭,'১৬; সি, বো.'০৯,'০৫; ব. বো,'১৭, ০৯]*
★★	২৬.	বাংলাদেশের উৎসব *[সকল বোর্ড '১৮; ঢা. বো, '০৬; রা. বো. '২৩, '০৮; য. বো, '১৪; '০৬; কু. বো, '১১, ০৪; চ. বো. '১০; সি. বো, '১১]* অথবা, বাংলাদেশের সামাজিক উৎসব *[ঢা. বো. '০৮; রা, বো. '১৬, '১৫, '০১; চ. বো. '১৭]* অথবা, বাঙালির উৎসব বৈচিত্র্য
★	২৭.	আমার প্রিয় কবি *[ঢা. বো. '১৭; রা. বো. ১২, ০৪; য. বো, '১১; কু. বো, '০৩ : চ. বো, '০২]* *অথবা,* তোমার প্রিয় লেখক *[দি. বো. '১৭]*
★	২৮.	একটি জ্যোৎস্নাশোভিত রাত *[ব. বো. '২৪; দি. বো. '১৪]* *অথবা,* একট স্মরণীয় পূর্ণিমা রাত *[য. বো. '০৯]* *অথবা,* একটি পূর্ণিমা রাত *[রা. বো. '১২, '০৫; য. বো. '০৩; কু. বো. '০৭; চ. বো, '০৮, '০৬; সি. বো. '১৪]* *অথবা,* একটি চাঁদনী রাত *[চ. বো. ২০০০]*
	২৯.	নদীতীরে সূর্যাস্ত *[ঢা. বো, '১০: কু. বো, '০৫; ব. বো. ০৩]* *অথবা,* নদীতীরে সূর্যাস্তের দৃশ্য *[দি. বো. '১৩]* *অথবা,* একাকী নদীতীরে *[কু. বো. '০৯]*
★	৩০.	একটি বর্ষণমুখর সন্ধ্যা *[ঢা. বো. '০৯, '০৩;' রা, বো. '১০; দি. বো. '১২]* *অথবা,* বর্ষণমুখর সন্ধ্যা *[ঢা. বো. '১২]* *অথবা,* বাদলা দিনে *[রা. বো. ২০০০]* *অথবা,* একটি বর্ষণমুখর রাত *[য, বো. '১০]* *অথবা,* বৃষ্টি ভেজা দিন *[ঢা. বো. '১৬]*
★★	৩১.	বই পড়ার আনন্দ *[ঢা. বো. ০৮, '০৬; রা. বো. '০৭; কু. বো, '১৯, '১৩, ১১, '০৮, ০৪, ২০০০; য. বো. ০২; চ. বো. '১৫; ব. বো, '১৯, '১৬, '১০]* *অথবা,* গ্রন্থ পাঠের আনন্দ *[চ. বো. '১২]* *অথবা,* প্রতিভা বিকাশে গ্রন্থ পাঠের ভূমিকা *[চ. বো. '১০]* *অথবা,* আমার প্রিয় শখ: বই পড়া
★	৩২.	সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি *[ঢা. বো, '০৫; সি, বো. '১২; ব. বো, '১৫, '০৭]* *অথবা,* শৈশব স্মৃতি *[ম. বো, '২৩]*
★	৩৩.	*অথবা,* ক্রিকেট ও বাংলাদেশ *[ঢা, বো. '০৪]* *অথবা,* বিশ্বকাপ ক্রিকেট ও বাংলাদেশ *[চ. বো. ১১]* *অথবা,* বিশ্বক্রিকেটে বাংলাদেশ *[রা. বো. '১৯]* *অথবা,* বাংলাদেশের ক্রিকেট *[রা. বো. '০৫]*

৪. শিল্প ও অর্থনীতি

★★★	৩৪.	বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প *[ঢা.বো.১৫,১৪,০৯; রা.বো.১৫: য.বো.২৩,১০,০২: কু.বো.০৮,০৬,০৪; চ.বো.১৬,১১,০৬,০৩; সি.বো.১৩,১০,০৬; ব.বো,২৩,১৬,১৩,১১; দি.বো,২৩,১৫.১০]* *অথবা,* বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প: সমস্যা ও সম্ভাবনা *[ঢা. বো. '২৪; রা. বো. '১৯, '১৭; কু. বো. '১৬; চ. বো, '২৪; সি. বো. '১৭; দি. বো. '১৬]* *অথবা,* বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় পর্যটন শিল্প *[রা. বো. '১০]* *অথবা,* বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের ভবিষ্যৎ *[ঢা. বো, '০৫; সি. বো, '২৩]*
★★	৩৫.	অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীসমাজের ভূমিকা *[কু.বো,'১০;ব.বো.'০৭:চ. বো,'০৪]* অথবা, বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন *[কু. বো. '১৬]* অথবা, জাতীয় উন্নয়নে নারীসমাজের ভূমিকা *[রা.বো.১৭; চ.বো,১৫,০৯]* অথবা, দারিদ্র্য বিমোচনে নারীসমাজের ভূমিকা *[ঢা. বো, '১৬]* অথবা, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীসমাজের ভূমিকা *[সি.বো.'০৭]* *অথবা,* একবিংশ শতাব্দীর নারীসমাজ *[ঢা. বো. '১৪; দি. বো. '১৬]*
★★★	৩৬.	বাংলাদেশের কৃষক *[য. বো. ০১]* অথবা, বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষক *[ঢা.বো, '১০; চ.বো, '১৪; সি,বো, '১৭, ১২]* অথবা, কৃষিতে বাংলাদেশের উন্নয়ন ও কৃষক *[সকল বোর্ড ১৮: য.বো. ২০]*
★★★	৩৭.	বাংলাদেশের পোশাক শিল্প *[ঢা.বো, ২৩,১৭,১৬,১১,০১: রা. বো,২৪, ২৩; বো, ২৩, ১৩, ১০, ০৩; ড.বো.১৫; সি. বো, ১৯; ব.বো. ১৪; দি.বো. ২৪; ম. বো, ২৪]* *অথবা,* পোশাক শিল্প বর্তমান ও ভবিষ্যৎ *[রা. বো. '১৬]* *অথবা,* পোশাকশিল্প: সমস্যা ও সম্ভাবনা *[কু. বো. '১৯; দি. বো. '১৪]* *অথবা,* আমাদের পোশাক শিল্প *[রা, বো. '১১]* *অথবা,* পোশাক শিল্প ও বাংলাদেশ *[সি. বো. '১৬]* *অথবা,* অর্থনৈতিক উন্নয়নে গার্মেন্টস শিল্প
★★★	৩৮.	পল্লিউন্নয়ন *[ব. বো. ০৫]* *অথবা,* একুশ শতকে পল্লি উন্নয়ন ও বাংলাদেশ *[দি, বো, '১৯]* *অথবা,* গ্রামোন্নয়নই দেশ উন্নয়ন *[সি, বো. '০৩]* *অথবা,* গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ *[কু, বো, '০৮]*

৫. সাম্প্রতিক বিষয়

★★★	৩৯.	**দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও তার প্রতিকার** *[ঢা. বো. ১০৬, ০২: রা, বো, '০৭, ০১; য. বো, '২৩, '১২. '০৬; সি. বো, '১৯, ০৭: ব. বো, '০৯, '০৭; দি, বো. ১২]* *অথবা,* **দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও তার প্রতিকার** *[চ. বো, '০৮]*	
★★★	৪০.	**জলবায়ুর পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন** *[ঢা.বো. '১৯, '১৫: রা. বো. '২৩]* *অথবা,* **জলবায়ুর পরিবর্তন ও এর প্রভাব** *[কু. বো, '১৫]* *অথবা,* **বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বাংলাদেশ** *[কু. বো. ১৯, '১২]* *অথবা,* **বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন-২০০৯** *[সি. বো. ১০]* *অথবা,* **জয়বায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ***[ব.বো.১০]* *অথবা,* **জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ** *[ঢা,বো.'১২; সি.বো,১৫: ব.বো,১৫]* *অথবা,* **বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন** *[সি. বো. '১২] [য,বো.১৬, '১৫; চ. বো. '১০]*	
★★★	৪১.	*অথবা,* **পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার-** *[ঢা.বো.'১০,'০২; রা.বো,'১৪, '০৯; চ.বো.'১৬, '১৫, '০২; সি.বো. '১৫,'১৩,'০৯,০৪; ব.বো.'২৪; দি.বো, '১৫,০৯]* *অথবা,* **পরিবেশ দূষণ ও নিয়ন্ত্রণ** *[চ. বো. '০৩]* *অথবা,* **পরিবেশ দূষণ ও বাংলাদেশ** *[রা. বো. '০৩; কু. বো, '১৭, '০৫]* *অথবা,* **পরিবেশ দূষণ: কারণ ও প্রতিকার** *[ব. বো. '১৯]*	
★★★	৪২.	**বৃক্ষরোপণ অভিযান** *[য. বো. ২০০০; চ. বো. ০১]* *অথবা,* **পরিবেশ সংরক্ষণে বৃক্ষরোপণ অভিযান**	
★★	৪৩.	**বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ** *[ঢা, বো, '০৮: রা. বো. ১২, ১০৬; য. বো. ১৪, ০৯; কু. বো. '০৭; চ. বো. '০৯, '০১; দি, বো. '০৯]* *অথবা,* **বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও এর প্রতিকার** *অথবা,* **প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বাংলাদেশ***[দি.বো.১১]* *অথবা,* **দুর্যোগ মোকাবিলায় করণীয়**	
★★★	৪৪.	**গণতন্ত্র ও বাংলাদেশ** *[ঢা. বো. ২০০০; রা. বো. '০৫; চ. বো. '০৭]* *অথবা,* **গণতন্ত্রে আমাদের উত্তরণ** *[সি. বো. '১৭]* *অথবা,* **গণতন্ত্র ও বাংলাদেশ** *[ঢা. বো, '০৯; কু. বো. '১৫, '১৪, '০৭; ব. বো. '০৪]* *অথবা,* **বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ** *[কু. বো, '০৯]* *অথবা,* **গণতন্ত্রে বাংলাদেশ** *অথবা,* **গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ** *অথবা,* **বাংলাদেশের গণতন্ত্রের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ** *অথবা,* **বাংলাদেশে গণতন্ত্র চর্চা : সমস্যা ও সম্ভাবনা** *অথবা,* **আমাদের গণতন্ত্রের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ**	
★★★	৪৫.	**সমাজজীবনে দুর্নীতি** *[য. বো. '০৩]* *অথবা,* **দুর্নীতি: কারণ ও প্রতিকার** *[কু. বো. '১৭]* *অথবা,* **দুর্নীতি ও বাংলাদেশ** *[রা. বো '০৮]* *অথবা,* **দুর্নীতি ও তার প্রতিকার** *[য. বো. '০৮]* *অথবা,* **দুর্নীতিমুক্ত স্বদেশ** *[সি. বো. '০৮]* *অথবা,* **দুর্নীতি জাতীয় জীবনে অভিশাপ** *অথবা,* **দুর্নীতি: উন্নয়নের অন্তরায়** *[সকল বোর্ড '১৮; চ. বো. '০৯]*	
★★	৪৬.	**মাদকাসক্তি ও তার প্রতিকার** *[ঢা. বো, '০৩; রা. বো, '১২, '০৮; ব, বো. ১০৬; দি. বো, '১৯; ম. বো, '২৩]* *অথবা,* **মাদকাসক্তির কারণ ও প্রতিকার** *[ঢা, বো, '১৯]* *অথবা,* **মাদকাসক্তি ও তরুণ সমাজ** *[কু. বো. '২৩]* *অথবা,* **মাদকাসক্তি ও আমাদের যুবসমাজ** *[চ. বো. '০৮; য. বো. '১৯; কু, বো. '১৭; সি. বো, '১৬, '০৪]* *অথবা,* **মাদকাসক্তির অভিশাপ** *[য, বো. '০৫]*	
★★★	৪৭.	**সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি** *[ঢা.বো.'০৯,'০৪;চ.বো.'১৯; সি.বো,'১৬,'১৪;ব,বো, '১৪]* অথবা, **সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বাংলাদেশ***[ঢা.বো.'২৩;চ.বো,'২৪; ব.বো.'১৯]*	
★	৪৮.	**কর্মমুখী শিক্ষা** *[রা.বো.১২: য.বো.২৪; চ.বো,'১১,'০৮; ব.বো,'১০: দি.বো. '১৯]* *অথবা,* **বৃত্তিমূলক শিক্ষা/ কারিগরি শিক্ষা***[ঢা. বো. '১৯]*	
★★★	৪৯.	**নারীর ক্ষমতায়ন** *[চ. বো. '২৩]* *অথবা,* **নারীশিক্ষার গুরুত্ব** *[ঢা, বো, '০৪; য, বো, '১৬; দি. বো. '১১]* *অথবা,* **নারীশিক্ষা** *[য, বো, '১৪]* *অথবা,* **নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা** *[কু.বো.১৩; চ.বো,'১৯,০৭: ঘ.বো, '২৩]*	
★	৫০.	**বাংলাদেশে নারীর অধিকার** *[য.বো,'১৭,'১০;চ.বো.'১৩;সি.বো.'১১,'০৯;দি.বো. '১৩]* *অথবা,* **জাতিগঠনে নারীসমাজের ভূমিকা** *[ঢা. বো, '১৫, '০৯]*	
	৫১.	**সাম্প্রতিক যুদ্ধ এবং এর প্রভাব** *[চ. বো. '২৪]*	
★	৫২.	অথবা, **বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশ** *[ব. বো, '১৯]*	
	৫৩.	**রোহিঙ্গা সমস্যা ও সমাধানের উপায়** *[য. বো, '১৯]* *অথবা,* **রোহিঙ্গা সমস্যা ও বাংলাদেশ**	
	৫৪.	**বৈশ্বিক মহামারি বাংলাদেশ** *[ব. বো, '২৩]* *অথবা,* **করোনা-উত্তর বিশ্ব অর্থনীতি ও বাংলাদেশ** *[ঢা. বো. '২৩]*	
★	৫৫.	**বাংলাদেশের সাম্প্রতিক উন্নয়ন** *[চ. বো. '২৩]* **দিন বদলের পালায় বাংলাদেশ** *[রা. বো. '১১; ব. বো. ০৯]* *অথবা,* **বাংলাদেশের সাম্প্রতিক উন্নয়ন** *[চ. বো. '২৩]* *অথবা,* **বাংলাদেশকে যেমন দেখতে চাই**	

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে যদি কোনো গণঅভ্যুত্থান বা বিপ্লব ঘটে থাকে এবং তার ফলে বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি বা অর্থনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আসে, তবে সেই প্রেক্ষাপটে পরীক্ষার্থীদের রচনা লেখার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো প্রাসঙ্গিক হতে পারে:

★★★	৫৬.	**তরুণ প্রজন্ম এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ** (তরুণদের বিপ্লবে ভূমিকা এবং তাদের স্বপ্ন। ভবিষ্যৎ নির্মাণে শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব।)	
★★★	৫৭.	**পরিবর্তিত বাংলাদেশ: এক নতুন দিগন্ত** (বিপ্লব পরবর্তী বাংলাদেশে সমাজের পরিবর্তন। নতুন নেতৃত্ব, নীতি বা সিস্টেমের প্রভাব।)	
★	৫৮.	**মিডিয়ার ভূমিকা: অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ** (বিপ্লবে গণমাধ্যমের অবদান। সত্য প্রকাশ এবং দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার প্রয়োজনীয়তা।)	
★★	৫৯.	**গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার এবং সামাজিক সমতা** (গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা। ন্যায়বিচারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সমাজে সমতার ভূমিকা।)	
★★	৬০.	**সাংস্কৃতিক জাগরণ এবং জাতীয় ঐক্য** (বিপ্লবের পর জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা। সংস্কৃতি, সাহিত্য এবং শিল্পের ভূমিকা।)	
★★★	৬১.	**অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা** (বিপ্লব পরবর্তী অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ এবং সমাধান। দারিদ্র্য বিমোচন এবং কর্মসংস্থানের উদ্যোগ।)	
★	৬২.	**বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক: নতুন পথচলা** (বিপ্লবের ফলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের অবস্থান। নতুন জোট বা সহযোগিতার সম্ভাবনা।)	
★★★	৬৩.	**কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা**	
★	৬৪.	**অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবাসীদের ভূমিকা**	
	৬৫.		

ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা এখানে লক্ষণীয়। এ সচেতন মনোবৃত্তি আছে বলেই এ দেশের বুকে পার্শ্ববর্তী দেশের চরম সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ড এবং ঘটনাবলির কোনো অশুভ প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় নি। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগোষ্ঠীর সাথে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকলেই মিলেমিশে বসবাস করে আসছে।

বিশ্ব-শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি: মানুষ আজ আর বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করতে পারে না। তার মঙ্গল নিহিত রয়েছে বিশ্বজনীন শান্তি ও সম্প্রীতির মধ্যে। বর্ণভেদ, ধর্মভেদ, সাদা-কালোর দম্ভ আজকের পৃথিবীতে স্থান পেতে পারে না। শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের পাশাপাশি আজ কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো জাতি তার আপন অবস্থানের স্বীকৃতি আদায় করে নিচ্ছে, আমরা আজ এ সত্যের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য।

অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ, ছাত্রসমাজের ভূমিকা ও শিক্ষা সংস্কার: সাম্প্রদায়িকতা এক দুরারোগ্য ব্যাধি। এই ব্যাধির জীবাণু জাতির জীবনের গভীরে প্রোথিত। শুধুমাত্র আইন-শৃঙ্খলার কঠোরতার মধ্যেই এর সমাধান সূত্র নেই। তরুণ শিক্ষার্থীরাই হল দেশের সবচেয়ে আদর্শপ্রবণ, ভাবপ্রবণ অংশ। ছাত্র-সমাজই দেশের ভবিষ্যৎ, জাতির কাণ্ডারী। তাদের মধ্যে আছে অফুরান প্রাণশক্তি। পারস্পরিক শ্রদ্ধার মনোভাব, আন্তরিক মেলামেশা, ভাবের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে অভ্যুদয় হবে এক নতুন প্রজন্মের। এরই মধ্য দিয়ে ছাত্ররা নতুন করে অনুভব করবে মানবতার উদার মহিমা। শুনবে সেই মহামিলনের মন্ত্র। ছাত্রাবস্থায়ই সাম্প্রদায়িকতার রাহু মুক্তির শপথ নিতে হবে।

উপসংহার: সাম্প্রদায়িকতা বিশ্ববিবেকের কাছে নিঃসন্দেহে ঘৃণ্য বিষয়। মানবকল্যাণ পরিপন্থী এবং সভ্যতাবিধ্বংসী সাম্প্রদায়িকতা বেশি দিন স্থায়ী হতে পারে না। আমরা যদি একটু সচেষ্ট হই তাহলে এ হানাহানি সমাজ থেকে নির্মূল করা অবশ্যই সম্ভব হতে পারে। এ বিষবাষ্প অপসারিত হলেই মানবসমাজে সম্প্রীতির শান্তির হাওয়া বইবে এবং 'মানুষ মানুষের জন্য' কথাটি সার্থকতা পাবে। আমাদের জীবন হয়ে উঠবে আরো সুন্দর, আরো সুখময়। বিশ্বের বুকে একটি সত্য ও আদর্শ জাতি হিসেবে স্বীকৃতি পাব আমরা।

ভূমিকা; সাম্প্রদায়িকতা কী; সাম্প্রদায়িকতা কে; উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িকতা; সাম্প্রদায়িকতার কালো ছোবল; সাম্প্রদায়িকতার কুফল; প্রতিকারের উপায়; বিভেদ নয়, ঐক্যই মুক্তির পথ; বিশ্বব্যাপী সাম্প্রদায়িকতার প্রসার; সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা; জাতীয় জীবনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা; সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বাংলাদেশ; বিশ্ব-শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি; অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ, ছাত্রসমাজের ভূমিকা ও শিক্ষা সংস্কার; উপসংহার

৪৮. কর্মমুখী শিক্ষা

সূচনা : শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া জীবন অপূর্ণ। কিন্তু যে শিক্ষা বাস্তব জীবনে কাজে লাগে না, সে শিক্ষা অর্থহীন। এ ধরনের শিক্ষায় পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বোঝা বাড়ে। তাই জীবনভিত্তিক শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। আর জীবনের সাথে সম্পৃক্ত যে শিক্ষা সেটিই কর্মমুখী শিক্ষা। একমাত্র কর্মমুখী শিক্ষাই হচ্ছে আমাদের বাস্তব জীবনের সহায়ক।

কর্মমুখী শিক্ষা কী : কর্মমুখী শিক্ষা হচ্ছে একজন ব্যক্তিকে তার আত্মপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করার লক্ষ্যে বিশেষ কোনো কর্মে প্রশিক্ষিত করে তোলা। অর্থাৎ যে শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষ কোনো একটি বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা লাভ করে এবং শিক্ষা শেষে জীবিকার্জনের যোগ্যতা অর্জন করে, তাকেই কর্মমুখী শিক্ষা বলে। কর্মমুখী শিক্ষাকে কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষাও বলা হয়ে থাকে।

কর্মমুখী শিক্ষার প্রকারভেদ : কর্মমুখী শিক্ষা যান্ত্রিক শিক্ষা নয়। জীবনমুখী শিক্ষার পরিমণ্ডলেই তার অবস্থান। তাই পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক জীবনবোধের আলোকে কর্মমুখী শিক্ষা দুই ভাগে বিভক্ত। একটি হলো উচ্চতর কর্মমুখী শিক্ষা। এটিতে যারা বিজ্ঞান বিষয়ে পারদর্শী তারা – বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ ইত্যাদি স্বাধীন পেশা গ্রহণ করতে পারে। চাকরির আশায় বসে থাকতে হয় না। আরেকটি হলো সাধারণ কর্মমুখী শিক্ষা। এর জন্য কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার দরকার হয় না। প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষাই যথেষ্ট। সাধারণ কর্মমুখী শিক্ষার মধ্যে পড়ে কামার, কুমার, তাঁতি, দর্জি, কলকারখানার কারিগর, মোটরগাড়ি মেরামত, ঘড়ি-রেডিও-টিভি-ফ্রিজ মেরামত, ছাপাখানা ও বাঁধাইয়ের কাজ, চামড়ার কাজ, গ্রাফিক্স আর্টস, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, নার্সারি, ধাত্রীবিদ্যা ইত্যাদি। এ শিক্ষায় শিক্ষিত হলে কারোরই বেঁচে থাকার জন্য ভাবতে হয় না।

কর্মমুখী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা : মানুষের মেধা ও মননকে বিকশিত করার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার। তাই মানুষকে সেই শিক্ষাই গ্রহণ করা উচিত, যে শিক্ষা তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনধারার উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। এ দুরবস্থা থেকে মুক্তি পেতে পরিকল্পিত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে জীবন সম্পৃক্ত ও উপার্জনক্ষম কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন জরুরি। কর্মমুখী শিক্ষা আত্মকর্মসংস্থানের নানা সুযোগ সৃষ্টি করে। ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী করে তোলে। এ শিক্ষা ব্যক্তি ও দেশকে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি দেয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্যবিমোচনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। কর্মমুখী শিক্ষায় দক্ষ জনশক্তি আমরা বিদেশে পাঠিয়ে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি। বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের দেশেও শিক্ষাকে কর্মমুখী করে তোলা অতীব প্রয়োজন।

কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার : কর্মমুখী শিক্ষার গুরুত্ব আজ সর্বত্র স্বীকৃত। এর মাধ্যমে হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা পেশাগত কাজের যোগ্যতা অর্জন করে এবং দক্ষ কর্মী হিসেবে কর্মক্ষেত্রে যোগ দেয়। কর্মমুখী শিক্ষা প্রসার ও উৎকর্ষ সাধন ব্যতীত কোনো জাতির কৃষি, শিল্প, কল-কারখানা, অন্যান্য উৎপাদন এবং কারিগরি ক্ষেত্রে উন্নতি সম্ভব নয়। বাংলাদেশে কর্মমুখী শিক্ষার ক্ষেত্র ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। দেশে প্রকৌশল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; পলিটেকনিক ও ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট; লেদার ও টেক্সটাইল টেকনোলজি কলেজ, গ্রাফিক্স আর্টস্ কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এগুলো কর্মমুখী শিক্ষা প্রসারে ভূমিকা রাখছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল। তাই আমাদের দেশে সরকার ও জনগণের সক্রিয় প্রচেষ্টায় আরও অনেক কর্মমুখী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা দরকার। বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে কর্মমুখী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে স্কুল ও মাদ্রাসায় নবম ও দশম শ্রেণিতে বেসিক ট্রেড কোর্স চালু, কৃষিবিজ্ঞান, শিল্প, সমাজকল্যাণ ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত; পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ডবল শিফট চালু ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

উপসংহার : বাংলাদেশ বিপুল জনসংখ্যার দেশ। কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে এ জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব। দক্ষ জনশক্তি দেশের সম্পদ; উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। তাই আমাদের দেশে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ব্যাপকভাবে কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার ঘটানো দরকার।

কর্মমুখী/বৃত্তিমূলক শিক্ষা; প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা; প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি; বাংলাদেশে বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা: উন্নত দেশের প্রেক্ষিত; বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণে অনীহা; কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্ব; কর্মমুখী শিক্ষার বর্তমান অবস্থা; সম্ভাবনা এবং উন্নতির দিক; সচেতনতা ও আগ্রহ বাড়ানো; কর্মমুখী শিক্ষার উপকারিতা; কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার; বৃত্তিমূলক / কর্মমুখী শিক্ষার শ্রেণিবিভাগ; সাধারণ শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষা; কর্মমুখী শিক্ষার ক্ষেত্র; প্রচলিত শিক্ষার ত্রুটি; কর্মমুখী/বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ; কর্মমুখী শিক্ষার জন্য আনুষ্ঠানিক ও সরকারি উদ্যোগ; উপসংহার

৫০. নারীশিক্ষা/ নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা / বাংলাদেশে নারীর অধিকার / জাতিগঠনে নারীসমাজের ভূমিকা

৫২. বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশ

৫৩. রোহিঙ্গা সমস্যা ও সমাধানের উপায় / রোহিঙ্গা সমস্যা ও বাংলাদেশ

৫৫. বাংলাদেশের সাম্প্রতিক উন্নয়ন / দিন বদলের পালায় বাংলাদেশ / বাংলাদেশের সাম্প্রতিক উন্নয়ন /

৫৬. বাংলাদেশকে যেমন দেখতে চাই	৫৬. তরুণ প্রজন্ম এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ

বিগত সালের প্রশ্ন বিশ্লেষণ

মানবিকিয়ান

১. নৈতিকতা ও মূল্যবোধ	১. **অধ্যবসায়** [বরিশাল বোর্ড ২০২৫], [যশোর বোর্ড ২০২৫], [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫], [সিলেট বোর্ড ২০২৫] ২. **শিষ্টাচার** [রাজশাহী বোর্ড ২০২৫] [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫], **শিষ্টাচারের গুরুত্ব** [ঢাকা বোর্ড ২০২৫], ৩. **স্বদেশপ্রেম** [যশোর বোর্ড ২০২৫], [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫], ৪. **নারীর ক্ষমতায়ন** [যশোর বোর্ড ২০২৫],
২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১. **মানব কল্যাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি** [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫], [যশোর বোর্ড ২০২৫], **বিজ্ঞান ও আধুনিক জীবন** [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫], **দৈনন্দিন জীবনে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার** [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫], **মানব কল্যাণে বিজ্ঞান** [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫], ২. **শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার** [সিলেট বোর্ড ২০২৫], **তথ্য-প্রযুক্তি ও বাংলাদেশ** [রাজশাহী বোর্ড ২০২৫], ৩. **কম্পিউটার ও আধুনিক বিশ্ব** [বরিশাল বোর্ড ২০২৫], ৪. **ইন্টারনেট: বিশ্বের সেতুবন্ধন** [ঢাকা বোর্ড ২০২৫],
৩. জাতীয় চেতনা	১. **একুশের চেতনা** [ঢাকা বোর্ড ২০২৫], [রাজশাহী বোর্ড ২০২৫], [বরিশাল বোর্ড ২০২৫], **একুশ আমার অহংকার** [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫], **জাতীয় জীবনে অমর একুশের তাৎপর্য** [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫], **আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস** [সিলেট বোর্ড ২০২৫], ২. **মুক্তিযুদ্ধের চেতনা** [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫],
৪. শিল্প ও অর্থনীতি	১. **বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প** [ঢাকা বোর্ড ২০২৫], [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫], **পর্যটন শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা** [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫], **বাংলাদেশের পর্যটনশিল্প** [রাজশাহী বোর্ড ২০২৫], **বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প: সমস্যা ও সম্ভাবনা** [বরিশাল বোর্ড ২০২৫], [যশোর বোর্ড ২০২৫], [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫], [সিলেট বোর্ড ২০২৫], ২. **বাংলাদেশের পোশাক শিল্প** [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫],
৫. সাম্প্রতিক বিষয়	১. **দেশ গঠনে ছাত্রসমাজের ভূমিকা** [সিলেট বোর্ড ২০২৫], ২. **বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-গণ আন্দোলন** [বরিশাল বোর্ড ২০২৫], ৩. **যুদ্ধ ও বর্তমান বিশ্ব** [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫], ৪. **সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বাংলাদেশ** [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫], ৫. **জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশে এর প্রভাব** [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫], **বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বাংলাদেশ** [রাজশাহী বোর্ড ২০২৫], ৬. **রোহিঙ্গা সমস্যা ও সমাধান** [ঢাকা বোর্ড ২০২৫], ৭. **শৈশবস্মৃতি** [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫], ৮. **বই পড়ার আনন্দ** [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫], ৯. **বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ** [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫],

বাংলা নির্মিতিতে ভালো করার উপায়

বাংলা নির্মিতি বলতে যদি সৃজনশীল লেখালেখি, প্রবন্ধ রচনা, গল্প-কবিতা, অনুবাদ, বা অন্য যেকোনো সাহিত্যিক নির্মাণ বোঝানো হয়, তবে সেটিকে আরও সমৃদ্ধ করতে নিচের পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা যায়:

১. বাংলা ভাষার উপর দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ:

- **শব্দভান্ডার বৃদ্ধিকরণ:**
  - প্রতিদিন নতুন বাংলা শব্দ শেখার চেষ্টা করা।
  - বাংলা শব্দের অর্থ, প্রতিশব্দ, এবং বাক্যে ব্যবহারের নিয়ম জানা।
- **ব্যাকরণের সঠিক প্রয়োগ :**
  - বাংলা ব্যাকরণ ভালোভাবে আয়ত্ত করো।
  - বানান ও বাক্য গঠনে নির্ভুলতা আনো।

২. প্রচুর পড়াশোনা করো:

- **সাহিত্য পাঠ:**
  - বাংলা গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, এবং অনুবাদ সাহিত্য পড়।
  - শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল, জসীম উদ্দীন প্রমুখের কাজ থেকে অনুপ্রেরণা নাও।
- **বিভিন্ন ধাঁচের লেখা পড়ুন:**
  - সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, ব্লগ, এবং গবেষণামূলক লেখা পড়া। এগুলো বিভিন্ন শৈলীতে লেখা শিখতে সাহায্য করে।

৩. নিয়মিত লেখার অভ্যাস গড়া:

- প্রতিদিন কিছু না কিছু লিখা, সেটা হোক ডায়েরি, ছোট গল্প, বা কবিতা।
- নিজের লেখার ধরণ বা স্টাইল পরীক্ষা করতে নিজের লেখা অন্যদের সাথে শেয়ার করা।

৪. সৃজনশীলতার চর্চা করা:

- **অন্যরকম চিন্তা করতে শেখা:**
  - পরিচিত বিষয়েও নতুনভাবে ভাবা এবং সেটি তুলে ধরা
  - উদাহরণস্বরূপ, একটি সাধারণ ঘটনা বা অনুভূতিকে কবিতা বা গল্পে রূপান্তর করা।
- **নিজের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করুন:**
  - নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতিগুলোকে গল্প বা কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করা।

৫. অনুশীলন এবং পর্যালোচনা:

- **ফিডব্যাক গ্রহণ করা:**
  - লেখা বন্ধু, শিক্ষক বা অভিজ্ঞ কারও কাছে শেয়ার করে তাদের মতামত নেয়া যেতে পারে।
  - তাদের ফিডব্যাক অনুযায়ী লেখায় উন্নতি আনা।
- **লেখা সম্পাদনা :**
  - প্রথম ড্রাফট লেখার পর সেটিকে বারবার সম্পাদনা করা
  - অপ্রয়োজনীয় শব্দ বা বাক্য বাদ দিয়ে ভাষা আরও সাবলীল করা।

৬. ভাষার টেকনিক্যাল দিক:

- **প্লট নির্মাণ এবং চরিত্র সৃষ্টি:** গল্পের জন্য একটি সুসংগঠিত প্লট তৈরি করা এবং চরিত্রগুলোকে জীবন্ত করে তোলা।
- **উপমা ও অলংকার ব্যবহার:** লেখায় অলংকার (যেমন রূপক, উপমা, উপদেশ) যোগ করে শৈল্পিকতা আনা।
- **ছন্দ এবং তাল:** কবিতার ক্ষেত্রে ছন্দ, মাত্রা এবং শব্দের সংগতি বজায় রাখা।

৭. প্রযুক্তি ও অনলাইন রিসোর্স ব্যবহার:

- **বাংলা লেখার জন্য টুলস:** অনলাইন বাংলা টাইপিং টুল ব্যবহার করে সহজে বাংলা লিখায় অভ্যস্ত থাকা।
- **রিসোর্স খোঁজা:** বাংলা লেখালেখি শেখার জন্য ইউটিউব ভিডি ব্লগ, এবং অনলাইন কোর্স অনুসরণ করা যেতে পারে।

৮. ধৈর্য এবং অধ্যবসায়:

- শুরুতে লেখা ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে। ধৈর্য ধরে চর্চা চালিয়ে যেতে হবে।
- সফল লেখকরা দীর্ঘ চর্চার মাধ্যমেই নিজেদের দক্ষতা অর্জন করেছেন।

উদাহরণ:

একটি গল্প লিখতে চাইলে:

- শুরুতে কাহিনির মূল বক্তব্য বা থিম ঠিক করুন।

গল্পের শুরুর জন্য একটি আকর্ষণীয় বাক্য লিখুন যা পাঠককে ধরে রাখে

উপসংহার: বাংলা নির্মিতিতে ভালো করতে হলে ধৈর্য, সৃজনশীলতা, এবং নিয়মিত চর্চার কোনো বিকল্প নেই। প্রচুর পড়াশোনা, লেখার চর্চা, এবং অভিজ্ঞদের পরামর্শ অনুসরণ করলে লেখায় দক্ষতা ও শৈল্পিকতা বৃদ্ধি পাবে।

ঢাকা বোর্ড ২০২৫

সময় : ৩ ঘণ্টা

বাংলা (আবশ্যিক) - দ্বিতীয় পত্র

পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ দূষণীয়]

১. (ক) উদাহরণসহ 'অ' ধ্বনির উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লেখ।

অথবা, (খ) যে কোনো পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ লেখ:

অধ্যক্ষ, ইতোমধ্যে, উদ্যোগ, ঐকতান, কল্যাণ, চর্যাপদ, ধন্যবাদ, পদ্ম

২. (ক) উদাহরণসহ বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম লেখ।

অথবা, (খ) যে কোনো পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ বানান লেখ:

অধ্যায়ন, অপরাহ্ন, আমাবস্যা, গ্রামীন, দন্ডবিদি, প্রতিযোগীতা, বিভিসিকা, রেজিষ্ট্রেশন।

৩. (ক) উদাহরণসহ ক্রিয়া পদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

অথবা, (খ) নিম্নরেখ যে-কোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্দেশ কর:

i. পয়লা বৈশাখ বাঙালির উৎসবের দিন।
ii. আজ নয় কাল সে আসবেই।
iii. হে বন্ধু, বিদায়।
iv. তুমি যে আমার কবিতা।
v. মোদের গরব মোদের আশা আমরি বাংলা ভাষা।
vi. দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?
vii. আমিন ও সামিন দুই ভাই।
viii. এগিয়ে চলেছে প্রতিবাদী মিছিল।

৪. (ক) বাংলা ভাষায় উপসর্গের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

অথবা, (খ) যে কোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর:

কাগজ-কলম, তেপান্তর, নবীনবরণ, মুখচন্দ্র, গণশিক্ষা, বনবাস, সিংহাসন, কাজলকালো।

৫. (ক) বাক্যের গঠনগত শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

অথবা, (খ) নির্দেশ অনুসারে যে-কোনো পাঁচটি বাক্যান্তর কর:

(i) জাদুঘর আমাদের আনন্দ দেয়। (প্রশ্নবোধক)
(ii) সর্বদা তার মনে দুঃখ। (বিস্ময়বোধক)
(iii) তিনি ধনী কিন্তু দাতা নন। (সরল)
(iv) সূর্যোদয়ে পদ্ম ফুটে। (জটিল)
(v) তাদের ভুলটা ভাঙতে দেরি হয় না। (অস্তিবাচক)
(vi) কী ভয়ংকর ঘটনা! (নির্দেশাত্মক)
(vii) মানুষ মরণশীল। (নেতিবাচক)
(viii) জ্ঞানী বলেই তিনি বিনয়ী ছিলেন। (যৌগিক)

৬. (ক) নিচের অনুচ্ছেদের অপপ্রয়োগ সংশোধন কর: নিরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান শোনায়। অনুভূতির কান দ্বারা সে গান শুনিতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে জিবনের মানে বৃদ্ধি, ধম্মের মানে ও তাই।

অথবা, (খ) যে কোনো পাঁচটি বাক্য শুদ্ধ করে লেখ:

(i) আমিনা বুদ্ধিমান মেয়ে।
(ii) সব ছাত্ররা উপস্থিত আছে।
(iii) তিনি স্বপরিবারে অনুষ্ঠানে উপস্থিত।
(iv) সে এ মোকদ্দমায় সাক্ষী দিয়েছে।
(v) অশ্রুজলে বুক ভেসে গেল।
(vi) পরবর্তীতে আপনি আবার আসবেন।
(vii) মাদকাশক্তি ভালো নয়।
(viii) সাবধান পূর্বক চলবে।

৭. (ক) যে কোনো দশটি শব্দের পারিভাষিক রূপ লেখ:

Republic, Eye-wash, Ethics, Global, Home Ministry, File, Legend, National Assembly, Organization, Passport, Pension, Range, Symbol, Sanction, Workshop.

অথবা, (খ) নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ কর:

Bangladesh is the land of our birth. The blue sky and the fresh air of this land are very dear to us. It is our duty to build up our dear Bangladesh. It is our sacred duty. If we do our respective duties, then only our country will make progress.

৮. (ক) যে কোনো ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের ঘটনা নিয়ে দিনলিপি রচনা কর।

অথবা, (খ) নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

৯. (ক) মোবাইল ফোনের অপব্যবহারের ক্ষতিগুলো উল্লেখ করে বন্ধুকে একটি ই-মেইল প্রেরণ কর।

অথবা, (খ) সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ লাভের জন্য একটি আবেদনপত্র রচনা কর।

১০. (ক) সারাংশ লেখ:

স্বাধীন হওয়ার জন্য যেমন সাধনার প্রয়োজন হয়, তেমনই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতার। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধহীন জাতি যতই চেষ্টা করুক, তাদের আবেদন নিবেদনে ফল হয় না। যে জাতির অধিকাংশ ব্যক্তি মিথ্যাচারী, সেখানে দু-চারজন সত্যনিষ্ঠকে বহু বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়, দুর্ভোগ পোহাতে হয়। কিন্তু মানুষ জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে সে কষ্ট সহ্য না করে উপায় নেই।

অথবা, (খ) ভাব-সম্প্রসারণ কর:

তুমি অধম-তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?

১১. (ক) লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

অথবা, (খ) প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণে একটি ক্ষুদে গল্প রচনা কর।

মাকে সেবা করতে না পারার যন্ত্রণায় দগ্ধ হয় হাসান.......

১২. যে কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা কর:

(ক) শিষ্টাচারের গুরুত্ব;
(খ) ইন্টারনেট: বিশ্বের সেতুবন্ধন;
(গ) একুশের চেতনা;
(ঘ) বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প;
(ঙ) রোহিঙ্গা সমস্যা ও সমাধান।

উত্তরমালা বইয়ের ভেতর টপিক ভিত্তিক দেয়া আছে

TEST PAPER | বিগত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও উত্তরমালা | মানবিকিয়ান

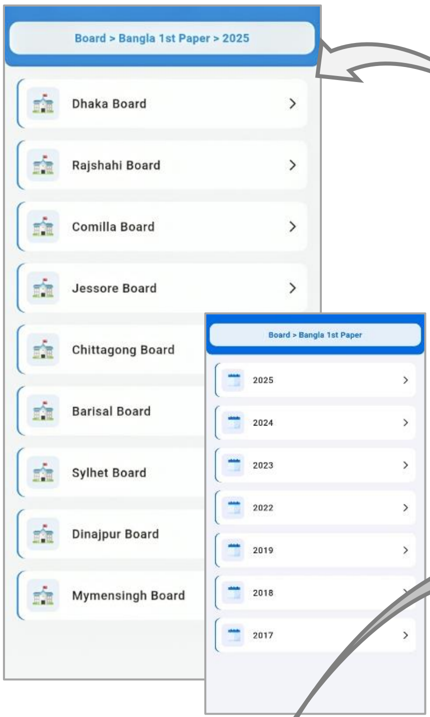

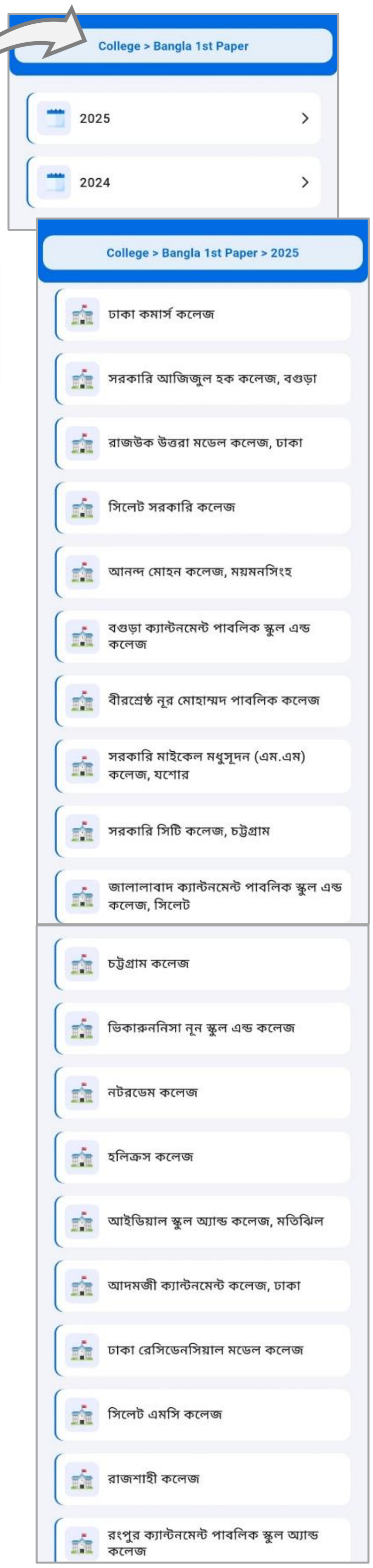

সকল বোর্ডের বিগত ৭ বছরের (২০১৭-২০২৫) এর সকল পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

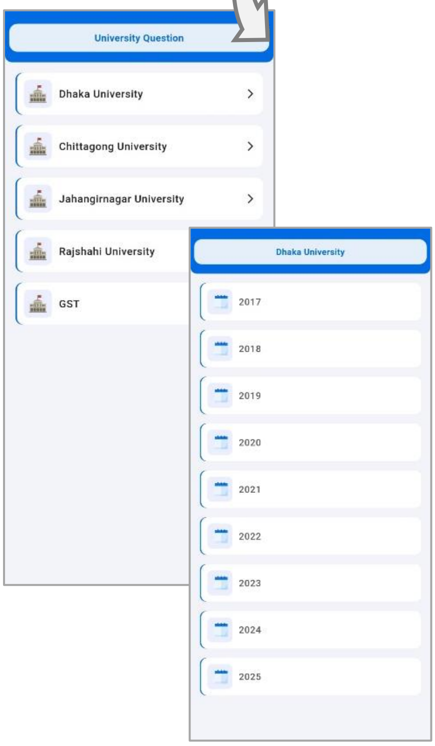

ডিজিটাল প্রাকটিসের জন্য ডাউনলোড করো E Test Paper

TEST PAPER

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রস্তুতির বিগত ৯ বছরের (২০১৭-২০২৫) পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

শীর্ষস্থানীয় কলেজসমূহের প্রশ্ন ও উত্তর

প্লানার

টপিকের নাম				
১. উচ্চারণ				
২. বানান				
৩. ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি				
৪. শব্দ গঠন: উপসর্গ				
৫. শব্দ গঠন: প্রকৃতি প্রত্যয়				
৬. শব্দ গঠন: সমাস				
৭. বাক্যতত্ত্ব				
৮. অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধপ্রয়োগ				
৯. পারিভাষিক শব্দ				
১০. অনুবাদ				
১৩. দিনলিপি				
১৪. প্রতিবেদন				
১৫. ভাষণ				
১৬. বৈদ্যুতিক চিঠি				
১৭. আবেদন পত্র				
১৮. সারাংশ/সারমর্ম				
১৯. ভাবসম্প্রসারণ				
২০. সংলাপ				
২১. খুদে গল্প রচনা				
২২. রচনা				
২৩. দিনলিপি				
২৪. প্রতিবেদন				

	Facebook Page Yasin Rakib : BanglaBiddan	এখানে সপ্তাহে ২দিন ফ্রি লাইভ ক্লাস হয়।
এখানে প্রতিটি স্টুডেন্ট তার যে কোনো সমস্যা এখানে শেয়ার করতে পারবে। HSC বাংলা বিষয়ের যে কোনো বিষয়ে একে অন্যের সহায়তা নিতে পারবে।	**Facebook Group** Yasin Rakib : BanglaBiddan	
	Youtube chanel Manobikiyan	
এখানে রেজিস্ট্রেশন করে পাও টপিক ভিত্তিক সাজানো গুছানো ভিডিও ক্লাস ও PDF নোট	**Website** www.manobikiyan.com	
	PDF	
	Writer's Profile Yasin Rakib	